পুনর্জন্ম

আলেকজান্দার বারমিন্

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

—দুই টাকা—

Bengali Translation of
ONE WHO SURVIVED

BY

ALEXANDER BARMINE

Copyright, 1945, by Alexander Barmine
Abridged from the Book in the Author's own words
Reproduced by the permission of
the Author and the Publisher.

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীভানু রায় কর্তৃক প্রকাশিত
ও নিউ সরস্বতী প্রেস ১৭, ভীম ঘোষ লেন হইতে শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র পান কর্তৃক মুদ্রিত।

গ্রীষ্মের প্রথম। এ সময়ে সোনালী সূর্য্য আর সুনীল আকাশের দেশ হয়ে ওঠে গ্রীস। ১৯৩৭ সালের জুন মাস। যে দিনের কথা বলছি, সেদিনের সকালটা ছিল মনোমুগ্ধকর। ঈজিয়ান অঞ্চলের নির্মেঘ আকাশতলে এমনই মনোরম প্রভাতকালের সন্ধান পাওয়া যায়। কালামাকীতে অবস্থিত আমার ছোট্ট কুটিরটির দ্বারপথে আমি তাকিয়ে দেখছিলাম উজ্জ্বল গোলাপী আর সাদা-রং এ মেশানো কৃষক কুটিরগুলো। বাড়ীগুলো ছড়িয়ে ছিল পাহাড়ের পাশে; লতাগুল্ম ঢালু ছাদের মত লতিয়ে উঠে আচ্ছাদন করেছে সেগুলোকে। তার নীচে উপসাগরের পাশে পাশে ছিল অভিজাত সম্প্রদায়ের ভিলাগুলো। কয়েকটা সাদা প্রমোদতরণী নীল জলের ওপর মৃদুতরঙ্গাঘাতে আস্তে আস্তে দুলছিল। আমার পেছনে ছিল শান্ত আর স্নিগ্ধ পাহাড়গুলো। দশমাইল দূরে, পাতলা কুয়াশার পেছনে ছিল এথেন্স নগরী। পৃথিবীর এই কোণটি যেন দুঃখ, দুর্দ্দশা, ষড়যন্ত্র সব কিছুর নাগালের বাইরে। পৃথিবীর কোথাও কি এগুলোর কোন অস্তিত্ব আছে?

রাশিয়ান দূতাবাসের সব কিছুই ভাল চলছিল। রাশিয়া এবং গ্রীস-এর মধ্যে পরস্পরকে ভয় করার কোন কারণ ছিল না। তখন মস্কো গ্রীস সম্বন্ধে তেমন ভাবত না। এথেন্স জায়গাটা তখন ছিল খুব শান্ত, একেবারে নিঝুম। মন্ত্রী কোবেটস্কীর দীর্ঘ অনুপস্থিতিকালে ভারপ্রাপ্ত দূত হিসেবে আমার বেশী কিছু কাজ করতে হতো না। কাজের মধ্যে ছিল গ্রীক্, বিদেশী আর রাশিয়ান খবরের কাগজগুলোতে চোখ বুলনো, খানকয়েক চিঠিপত্র লেখা, মাঝে মাঝে গ্রীক্ পররাষ্ট্র দপ্তরের পত্রগুলির উত্তর দেওয়া আর রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে সংযোগ রাখা। এ

রকম পদে অধিষ্ঠিত থেকে যে কূটনীতিক তার দেশকে সেবা করবার সুযোগ পায়, তার চেয়ে সুখী লোক আর কে আছে? কিন্তু আমি একটু অসোয়াস্তি বোধ করছিলাম। কারণ আমার দেশের মধ্যে যে একটা রহস্যজনক অবস্থার উদ্ভব হচ্ছিল সে সম্বন্ধে আমি সচেতন ছিলাম। পররাষ্ট্র দপ্তরের কমিসারিয়েটকে যেন একটা অদ্ভুত আলসেমিতে পেয়ে বসেছিল। কয়েকমাস ধরে আমি তাঁদের কোন নির্দেশ বা সংবাদ পাচ্ছিলাম না। পররাষ্ট্র কমিসার লিটভিনভের সহকারী—ক্রেষ্টিনস্কী তখন সবেমাত্র বরখাস্ত হয়েছেন। জার্মান এবং বল্কান বিভাগের ডিরেক্টর ষ্টার্ণএর সই হঠাৎ সরকারী দলিলপত্রে আর দেখা যাচ্ছিল না। আমার সরকারী পত্রগুলোর কোন উত্তর নেই। দেশে নিশ্চয়ই গোলমাল হয়েছে একটা কিছু।

দূতাবাসের একজন কর্ম্মচারী একটি সান্ধ্য পত্রিকা হাতে ঝড়ের গতিতে আমার অফিস ঘরে প্রবেশ করলো। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে।

"গ্যামারনিক্ আত্মহত্যা করেছে," সে বললে।

আমরা কেউই আমাদের যথার্থ মনোভাবকে প্রকাশ পেতে দিলাম না। যে কোন ব্যাপারই হোক না কেন, নিজের অনুভূতিকে প্রকাশ না করে চেপে রাখাই ছিল সাম্প্রতিককালের রাশিয়ানদের শিক্ষা।

মস্কো থেকে আরও খারাপ খবর এলো। মার্শাল টুখাচেওস্কি এবং লালফৌজের আরও সাতজন বিখ্যাত সৈন্যাধ্যক্ষকে অকস্মাৎ বন্দী করা হয়েছে। বার্ত্তালিপিটিতে আরও বলা হয়েছে যে, তাঁদের গোপনে বিচার করা হয়েছে, মারাত্মক বিশ্বাসঘাতকতার জন্য শাস্তি পেয়েছেন তাঁরা এবং তাঁদের প্রাণদণ্ড হয়ে গেছে। মস্কোর বেতার ঘোষকের কণ্ঠস্বর আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম। তিনি পড়ে শোনাচ্ছিলেন, বিজ্ঞানী, ছাত্র,

শিল্পী এবং শ্রমিকদের বহুতর সভাসমিতিতে সেইসব প্রাণদণ্ডকে সমর্থন করে বহু প্রস্তাব পাশ করা হয়েছে। সেই চিরপ্রচলিত বিশেষণগুলি সমস্ত রয়েছে—যথা, লালবাহিনীর ঐ নিহত নায়কেরা ছিলেন "ফ্যাসিবাদী বিশ্বাসঘাতক," "পাগলা-কুকুর," "মানব সমাজের চিরশত্রু," "জঘন্যতম বেইমান।"

আমি এর চেয়ে বেশী জানতাম। গুলী ক'রে যাদের মারা হ'ল তাদের বেশীর ভাগ লোকের সঙ্গেই আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। এ্যাডমিরাল কোলচ্যাক-বিজয়ী এবং পোলিশ যুদ্ধের বিখ্যাত জেনারেলিসিমো টুখাচেওস্কি বিগত কয়েক বৎসর যাবত আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। আমি মস্কোতে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি। সম্ভবতঃ বীর সেনানায়কদের মধ্যে উবরেভিচ্ই ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা কৃতী এবং প্রতিভাবান ব্যক্তি, যাঁর প্রতি আমার ছিল গভীর শ্রদ্ধা আর ভালবাসা। তিনি ১৯২০ সালে অরেলে জেনারেল ডেনিকিনকে পরাজিত করেন এবং দূর প্রাচ্যের অবশিষ্ট বিদ্রোহী শ্বেত সৈন্যদলকে পরাজিত করেন ১৯২২ সালে। ইনিই প্রথম লাল ফৌজকে যন্ত্র সুসজ্জিত করার পক্ষে ওকালতি করেন।

জাকির ছিলেন প্রাক্‌বিপ্লব যুগের একজন বলশেভিক। তিনি যখন তরুণ তখনই, ১৯১৯ সালে, ওডেসা অঞ্চলে তাঁর সৈন্যদল শত্রু-সৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে সেই চক্রব্যূহ ভেদ করবার গৌরব অর্জ্জন করেন। পরে তিনি আমাদের দেশের অন্যতম সমর নায়ক বলে পরিগণিত হন এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্ব্বাচিত হন।

এছাড়া ছিলেন,—প্রাইমাকভ, আইড্‌মেন, কর্ক, ফেল্ডম্যান। তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই বিপ্লবের সময়, গৃহযুদ্ধের কালে এবং পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যথেষ্ট গৌরব অর্জ্জন করেন। যুদ্ধের শেষে তাঁরা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের নিয়োজিত করেন লালফৌজের

গঠনকার্য্যে এবং সাধ্যমত তাঁরা পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্বের গোলযোগকে এড়িয়ে চলেন। ১৯২৮ সালে লালফৌজের প্রতিষ্ঠাতা এবং লালফৌজের পূর্ব্বতন সর্ব্বাধিনায়ক ট্রট্স্কিকে যখন নির্ব্বাসিত করা হয় তখন এঁরা নীরব ছিলেন। দেশের ঐক্য বিনষ্টের ভয়ে তাঁরা ষ্টালিনের সিদ্ধান্তকে মেনে নেন। আর এখন এঁদের অভিযুক্ত করছেন ষ্টালিন,—বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে, নাৎসী জার্ম্মানীর সহযোগিতায় ষড়যন্ত্রের অভিযোগে। এই সকল মারাত্মক অভিযোগগুলোকে অবিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট কারণ আমার ছিল—আমি তাঁদের দেশাত্মবোধ এবং যোদ্ধৃসুলভ মনোবৃত্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে ওয়াকিবহাল ছিলাম। অভিযোগগুলো যে নেহাৎ বানানো এবং পুরোপুরি মিথ্যা, একথা আরও দৃঢ়ভাবে প্রমণিত হয়ে যায় এই কারণে যে, এই আটজন সৈন্যাধ্যক্ষের মধ্যে দুজন, জাকির ও ফেল্ডম্যান, ছিলেন ইহুদী।

এসবের সব চেয়ে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, যাঁরা সত্যই দেশকে সুস্থ ভাবে চালনা করতে পারতেন—দক্ষকারিগর এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের এবং সেই সব জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের ধ্বংস করার জন্য ষ্ট্যালিনের যে পরিকল্পনা ছিল, এই সব সৈন্যাধ্যক্ষরা সেই পরিকল্পনার প্রতিবাদ করেছিলেন এই কারণে যে, সামরিক আত্মরক্ষার দিক থেকে এই হঠকারিতা মারাত্মক পরিণামের কারণ হবে। মুখ্যতঃ ফ্যাসিষ্ট জার্ম্মানীর সঙ্গে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে এই সকল সমরনায়করাই—বিশেষ ভাবে টুখাচেভস্কি এবং উবরেভিচ্—লালফৌজকে যন্ত্র-সুসজ্জিত করে গঠন করেছিলেন এবং জাতীয় দেশরক্ষার ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করেছিলেন। দুয়েকটি অসতর্ক উক্তি, কেন্দ্রীয় কমিটিতে একটা প্রতিবাদ পত্র সই করে পাঠানোই ষ্ট্যালিনের চক্ষে তাঁদের বিপজ্জনক করে তোলার এবং নিজেদের মৃত্যু পরোয়ানাকে আহ্বান করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

বিখ্যাত সৈন্যাধ্যক্ষদের মধ্যে তখন বেঁচেছিলেন মার্শাল ইয়েগোরভ এবং ব্লুখের, এ্যাডমিরাল অরলভ, বিমান বাহিনীর অধিনায়ক জেঃ আলস্নিস্ এবং ভূতপূর্ব্ব নৌসেনাপতি মুকলেভিচ্।*

প্রথম দিকের বিচারগুলি শুধুমাত্র সূচনা। বিপ্লবকালের নগণ্য ভূমিকাধারী ষ্ট্যালিন সেই বিপ্লবের সব স্মৃতি নিঃশেষে মুছে ফেলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন কারণ সেগুলি তাঁকে পীড়া দিচ্ছিল। এটা তিনি শুধু একটা উপায়েই করতে পারেন, যেসব পুরোনো বলশেভিক বিপ্লবকালের ঘটনাবলী অবগত আছেন তাদের এই দুনিয়া থেকে অপসারিত করে। এই করে তিনি একেবারে চিরকালের জন্য সমাধিস্থ করতে পারেন সেই সকল আদর্শবাদকে যে আদর্শগুলির সার্থকতার জন্যে বলশেভিকরা সহ্য করেছে ষ্ট্যালিনের একনায়কত্ব এবং বছরের পর বছর ধরে সেই একনায়কত্বের মর্ম্মান্তিক ফলও তারা ভোগ করেছে।

পররাষ্ট্র দপ্তরের বন্ধুরা আমার কাছে চিঠিপত্র লেখা ছেড়ে দিল। যে মন্ত্রী কোবেটস্কীর প্রতিনিধিত্ব করছিলাম আমি, তিনি মস্কোর এক হাসপাতালে মারা গেলেন। আমি তাঁর ডেস্কের ওপর শীলমোহর লাগিয়ে মস্কোতে জিজ্ঞেস করে পাঠালাম যে, তাঁর কাগজপত্রগুলো নিয়ে আমি কি করবো। কিন্তু লিটভিনভ কোন উত্তর দিলেন না। আমার কোড্ সেক্রেটারী লুকিয়ানভ একদিন একটা টেলিগ্রাম হাতে করে এসে আমার ঘরে ঢুকল। টেলিগ্রামটা এসেছিল লিটভিনভের সহকারী পোমেটকিনএর কাছ থেকে। কোড্ সেক্রেটারীকে কেমন যেন বিপর্য্যস্ত দেখাচ্ছিল।

---

*এঁদের প্রত্যেককেই এক বছরের মধ্যে হত্যা করা হয় অথবা লোকচক্ষুর অন্তরালে অপসারিত করা হয়।

"আমি পোমেটকিনের কাছ থেকে একটা ব্যক্তিগত নির্দ্দেশ পেয়েছি," সে বললে, "আমাকে কোবেটস্কীর কাগজপত্রগুলো শীলমোহর করে মস্কোয় পাঠাতে হবে। এখন আমি কি করি বলুন তো?"

দূতাবাসের প্রধান হিসেবে এই আদেশ আমার কাছেই আসা উচিত ছিল। এ রকম রীতি-লঙ্ঘনের ব্যাপার এই প্রথম এবং এ নিশ্চয়ই ইচ্ছাকৃত।

"আপনি নিশ্চয়ই কমিসারিয়েটের আদেশ পালন করবেন," আমি উত্তর দিলাম।

আমি আমার ভাগ্যের সঙ্গে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত হলাম। মস্কোর মান অনুযায়ী বিচার করলেও আমার বিরুদ্ধে এমন কোন অভিযোগ ছিল না যা দিয়ে আমাকে দণ্ডিত করা চলে। তথাপি অপ্রীতিকর একটা কিছু। ঘটবে কারাবাস? অথবা রাশিয়ার কোন নির্জ্জন কোণে নির্ব্বাসন? মনের মধ্যে এসকল চিন্তার জালা আমার পক্ষে দুর্ব্বিষহ হয়ে উঠছিল। এ সকল ভাবনার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আমি আমার বাগদত্তা স্ত্রীর ভ্রাতা জর্জ্জের সঙ্গে শুক্রবার ১৬ই জুলাই তারিখে মাছ ধরতে যাব বলে ঠিক করে রাখলাম।

সেই বিকেলেই আমাদের বাণিজ্য বিষয়ক উপদেষ্টা আমাকে টেলিফোন করলেন। দুয়েকটা কথাবার্ত্তা হয়েছে অমনি হঠাৎ উনি বলে উঠলেন, "আচ্ছা, আলেকজাণ্ডার গ্রেগরীভিচ, আমি আপনার সঙ্গে জাহাজে, আপনার কথামতো শীগ্‌গিরই দেখা করছি। সাতটার সময় আপনাকে সেখানে পাবতো?"

"জাহাজ? কিসের জাহাজ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। এবং বিস্ময়ের সঙ্গে এই তৃতীয় পক্ষের বাচনিক আমি জানতে পারলাম সোভিয়েট জাহাজ 'রুডজুটাক' পাইরীয়াস্ বন্দরে নোঙর করেছে আর আমারই অজান্তে আমিই সেই জাহাজের ক্যাপ্‌টেনের সঙ্গে রাত্রে খাবার

জন্যে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি! কূটনৈতিক নিয়মানুসারে ক্যাপ্টেনের প্রথম কর্তব্য ছিল আমার সঙ্গে এসে দেখা করা। কিন্তু তা' তো হলোই না, উপরন্তু আমি জাহাজের উপস্থিতির সংবাদই জানতে পারলাম না।

"আমি খুব দুঃখিত যে আমি উপস্থিত থাকতে পারবো না। কারণ আজ সন্ধ্যায় আমার অন্য জায়গায় যাওয়ার কথা আছে।" আমি উপদেষ্টাকে জানিয়ে দিলাম।

"কিন্তু সব যে ঠিক ঠাক—আপনি আসবেন বলে আমরা সবাই আশা করে বসে আছি আর আপনি আসবেন বলে কথাও দিয়েছেন।"

"না, আমি ওরকম কোন কথাই দিই নি।" এই উত্তর দিয়ে রিসিভারটা রেখে দিলাম। মিনিট দশেক বাদে 'রুডজুটাক' জাহাজের ক্যাপ্টেন পাইরীয়াস্ বন্দর থেকে আমাকে ফোন করলেন। তিনি আমার এখানে আসতে পারেননি বলে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এই বলে যে, কয়েকটি জরুরী মেরামতীর জন্য তাঁকে জাহাজে থাকতে হয়েছিল। ভোজসভাতে যাবার জন্যে তিনি আমাকে বিনীত অনুরোধ জানালেন। তিনি বললেন যে, নতুন রাজনৈতিক কমিসার এবং তাঁর এক নতুন ফার্ষ্ট অফিসারের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক ভাবে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবেন। আর তাঁর নাকি কতকগুলো জরুরী বিষয় আছে যেগুলি সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান, তাছাড়া তাঁর রাঁধুনীটি খুব ভাল খানা তৈরী করে।

"দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আমি ভলাগমেনিতে মাছ ধরতে যাচ্ছি," একটু কড়া ভাবেই কথাটা বললাম। "আপনার যদি আমার সঙ্গে দেখা করার দরকার থাকে তবে সেখানে যেতে পারেন।"

সেদিন সন্ধ্যা আটটার সময় আমি আর জর্জ্জ আস্তে আস্তে দাঁড় টেনে রওয়ানা দিলাম। ভলাগমেনির উপসাগর তখন ছিল নিস্তরঙ্গ, শান্ত।

উজ্জ্বল তারাগুলি গভীর রাত্রির আকাশে ঝক্‌মক্ করছিল। সেই দৃশ্য উপভোগের সময় আমার ছিল না। আমার মনে তখন অন্য ভাবনা। আমি একথাই ভাবতে চেষ্টা করছি যে, আমাকে জাহাজে তোলবার জন্যে এই সব লোকের উৎসাহ থেকে স্বভাবতঃ যে সিদ্ধান্তে আসা যায় সেটা যেন সত্য না হয়; মনে হচ্ছিল সংশ্লিষ্ট সকলের, ওই সব লোকগুলির, আমার সরকারের, আমার নিজের দিক থেকেও এমন ব্যাপার সম্পূর্ণ অযোগ্যতার পরিচায়ক।

গোধূলির অস্পষ্ট-আলোকে আমরা দেখতে পেলাম একটা গাড়ী ঐ নির্জ্জন রাস্তা ধরে ডকের দিকে এগিয়ে আসছে। কয়েকটি লোক গাড়ী থেকে নেবে জলের দিকে তাকিয়ে আছে।

"এরা আমাদের খুঁজছে। চল নৌকা পারে ভিড়াই," আমি বললাম।

ডকে জাহাজের ক্যাপ্টেনের দেখা পেলাম। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দুজন নতুন অফিসার, বাণিজ্যিক উপদেষ্টা এবং দূতাবাসের দুজন কর্ম্মচারী। অভিনন্দন বিনিময়ের পর আমি তাঁদের একটা রেঁস্তোরাতে নিয়ে গেলাম। টেবিলে বসে জোর করে স্ফূর্ত্তির ভাব প্রকাশের অভিনয়ে সবাই অংশ গ্রহণ করলেন। রেঁস্তোরা থেকে বেরনোর পর ক্যাপ্টেন জানালেন যে, এই ভোজসভা জাহাজ পর্য্যন্ত বিলম্বিত হোক, এই তাঁর ইচ্ছা। এবারেও আমি রাজী হলাম না। আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলাম যে, এরা সবাই কি ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করছে? নিদ্রাহীন রাত্রির অবসানের পর আমি শেষ চেষ্টার জন্য মনকে বেঁধে ফেললাম। পাঠিয়ে দিলাম মস্কোতে পদত্যাগ পত্র।

আমি নিজে থেকেই নিজের পথ দেখলাম। দূতাবাস থেকে বেরিয়ে গেলাম অবিচলিত ভাবে—পালিয়ে গিয়ে উপস্থিত হলাম প্যারিসে। এতে হতভম্ব হয়ে পড়ল জি, পি, ইউ, এজেণ্টরা। কিন্তু অবিলম্বেই তারা তৎপর হয়ে উঠল।

একদিন বিকেলে আমি অবিবেচকের মতো বেড়াতে বেরিয়ে পড়লাম সেণ্ট-ক্লাউডএর অরণ্যে। পার্কটার চারিদিকে একটু পায়চারী করে বেড়াব, এই আমার উদ্দেশ্য ছিল। হঠাৎ দেখতে পেলাম আমার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে বিরাট দানবাকৃতি স্লাভ ধরনের একজন লোক। আমি বিপরীত মুখে ঘুরে চলতে আরম্ভ করলাম, দেখি সামনে দাঁড়িয়ে আছে একটা দৃঢ়পেশী ক্ষুদ্রকায় ফরাসী গুণ্ডা। যে রাস্তাটা খোলা ছিল, সেটা চলে গেছে গভীর জঙ্গলের দিকে। প্রথমে ভাবলাম যে ওদিকেই চলে যাই। কিন্তু—তখন পার্কে আরো লোকেরা পায়চারী করছেন। ঘাসের ওপর জোড় বেঁধে বসে আছেন প্রেমিক-প্রেমিকারা। ওদের উপস্থিতিই আমার নিরাপত্তা। ভাবলাম, জঙ্গলের দিকে গেলে ওদের দৃষ্টির বাইরে যেতে হয়। এ অবস্থায় একমাত্র পথ সাহস অবলম্বন করা। আমি ত্বরিত গতিতে ঘুরে আরও জনবহুল জায়গার দিকে এগিয়ে গেলাম। তারপর হাতদুটো প্যাণ্টের পকেটের ভেতর ঢুকিয়ে সেই ক্ষুদে গুণ্ডাটার পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে যেতে চাইলাম। লোকটা এক মুহূর্ত্ত যেন ইতস্ততঃ করলো, আরেকবার আমার দিকে তাকালো, তারপর পথ ছেড়ে দাঁড়াল।

সে সময়ে রাশিয়া থেকে অনবরত আসছিল সেই একই রকমের সংবাদ। সেই—অভিযোগ, গ্রেপ্তার, অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, প্রাণদণ্ড ইত্যাদি। যদি দেশে ফিরে যেতাম তাহলে আমার কি পরিণতি হতো সে সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ রইল না। জি, পি, ইউ, যে আমাদের সমস্ত কূটনৈতিক দপ্তরকে ধ্বংস করে দিচ্ছিল সে সংবাদ দুনিয়াসুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল। মাদ্রিদস্থ ভূতপূর্ব্ব রাষ্ট্রদূত মার্সেল রোজেনবার্গকে গ্রেপ্তার করা হল। গ্রেপ্তার করে গুলী করে মারা হলো তুরস্কের রাষ্ট্রদূত লিও কারাখানকে। টাল্লিনস্থিত ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী উস্তিনভের মৃত্যু হল অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে। বার্লিনস্থিত দূত কনস্তান্তিন ইউরেনেভ,

ওয়ারসস্থিত দূত দাভতিয়ান, কউনাসের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পোডেলস্কী, হেলসিংফোর্স স্থিত মন্ত্রী এরিক আস্‌মাস্‌, বুদাপেস্তপেরেসস্থিত মন্ত্রী ডেকজাবিয়ান, অসলোস্থিত মন্ত্রী ইয়াকুবোভিচ্‌—প্রত্যেককেই ফিরিয়ে নেওয়া হল মস্কোয় এবং এরপর তাঁরা অদৃশ্য হয়ে গেলেন পৃথিবীর বুক থেকে।*

যদিও ষ্টালিনের অনুচরেরা কয়েকবারই দুশ্চেষ্টা করেছে—আমার প্রতি অনবরত প্রখর দৃষ্টি ছিল তাদের তথাপি একটা বছর কাটালাম মন্দ নয়। আমি ম্যারীর সঙ্গে থাকতাম। অনেকটা নিরাপদই ছিলাম। চাকুরী জুটেছিল। বন্ধুও। জীবনটাকে আবার নতুন করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করছিলাম।

কিন্তু আমার কাছে এসবই যথেষ্ট ছিল না। দৈহিক নিরাপত্তার চেয়ে আরও একটা কিছুর প্রয়োজন ছিল আমার জীবনে। জীবনটা কাটালাম এমন একটা শাসনচক্রের জন্যে খেটে খেটে যার প্রতি এখন বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। এখন আমার প্রয়োজন এমন একটা নতুন সংহতিবদ্ধ জাতীয়তাবোধের যার বিকাশে আমারও থাকে একটা ভূমিকা, আমিও যেখানে গ্রহণ করতে পারি একটা দায়িত্ব। ফরাসী দেশের অধিবাসীদের আমি যতই কেন ভালবাসিনা, বাকী জীবনটা এখানে কাটিয়ে যাব বিদেশীরূপে কৃপার পাত্র হয়ে, আমার স্বদেশ বলে কিছু থাকবে না,—আমার কাছে এ অসহনীয়। এ নিয়ে আমি যত ভাবছিলাম, ততই অন্তরে এই স্থির বিশ্বাস ধ্বনিত হচ্ছিল যে, পৃথিবীতে মাত্র একটা দেশই আছে যে দেশে আমি সত্যিকারের মুক্ত মানুষ এবং দেশের নাগরিক বলতে যা বোঝা যায়, ঠিক সেই হিসেবে আবার গড়ে তুলতে

---

* তাদের মধ্যে প্রায় সবাইকে বিনা বিচারে গুলী করে হত্যা করা হয়। তবে কারাখান উরেনেভ এবং ইয়াকুবভিচ্‌ এর নাম আদালতে অভিযুক্তদের মধ্যে ছিল।

পারব আমার জীবনকে—সে দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সে দেশের গোটা জাতটাই তৈরী হয়েছে বিদেশী আর বহিরাগতদের বিরাট এক জাতীয় ঐক্যের বন্ধনে। এ নিয়ে ম্যারীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হল। তারপর দুজনেই ঠিক করলাম যে, মার্কিন মুলুকে গিয়ে আমরা নতুন জীবন যাপন শুরু করব।

১৯৩৯ সালের বসন্তকাল। একদিন আমরা প্যারিসের মার্কিন-দূতাবাসে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দূতাবাসের কর্ম্মকর্ত্তারা খুব মনো-যোগের সঙ্গে আমাদের সবকথা শুনলেন। তাঁরা আমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। কয়েক মাস পর আমাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবেশের অতিপ্রয়োজনীয় ভিসা পেয়ে গেলাম। এগুলো ছিল আমাদের পূর্ণ নতুনজীবনের পাসপোর্ট।

জাহাজ থেকে দূর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম, যে দেশকে আপনার করে নেবার জন্যে আমাদের এতো আকুলতা তার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। অন্যান্য বহিরাগতদের মতো আমরাও অন্তরের পরিপূর্ণ আনন্দোচ্ছ্বাসের সঙ্গে ওই ধূসর তটরেখাকে অভিনন্দন জানালাম। গগনচুম্বী সৌধমালার অরণ্যানী সমাকীর্ণ নগরীটিকে আর খোলা চটকদার তাসের প্রাসাদপুরী বলে মনে হচ্ছিল না। এই কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকালটার মধ্যে যেন অপেক্ষা করছিল একটা প্রাণময় বাস্তবতা।

বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্ম্মচারী আমাদের কাগজপত্র পরীক্ষা করে শীলমোহর এঁটে দিলেন। আমাদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হল।

"ধন্যবাদ," আমি বললাম। আমার মনের আবেগ দমন করতে পারছিলাম না।

"সুস্বাগতম," মামুলী উত্তর দিলেন তিনি। আমরা কিন্তু তখন তা' মামুলী শিষ্টাচার বলে বুঝতে পারিনি। আমাদের কাছে এসকল

সামাজিক ভদ্রতাসূচক কথাবার্তারও অনেক দাম ছিল। যে বন্ধুত্বপূর্ণ জগতে আমরা প্রবেশলাভ করছি—তার প্রবেশ পথে একথাগুলো ছিল আমাদের কাছে একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সাদর আহ্বান।

* * *

উনিশশ সতেরো সাল। সেদিন রাজধানী থেকে খবরের কাগজ এসে পৌছুল না। চলতে লাগল গুজবের রাজত্ব। কে একজন বলল, বিপ্লব আরম্ভ হয়ে গেছে। পথে ঘাটে কোন পুলিশের পাত্তা নেই। সব বাড়ীর ভেতর বসেছিল। পুলিশরা যখন বাইরে বেরোত তখন সাবধান হয়ে পুলিশের পোষাকের ওপর সাধারণ লোকের জামা চাপাত। সহরে কোন শাসন কর্তৃত্ব আছে বলে মনে হচ্ছিল না। খবরের কাগজ শেষ পর্য্যন্ত এল, সঙ্গে নিয়ে এলো জারের সিংহাসন ত্যাগের সংবাদ। সহরের কাজকর্ম প্রায় বন্ধ হয়ে গেল।

আমাদের ছোট্ট সহর গোমেলও সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলছিল। সাধারণ পার্কগুলোতে "মার্সেলিস্" গান গাইছিল জনতা। যুবকেরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হাতে বাঁধা ছিল লাল ফিতে, তাতে চিহ্ন ছিল ভি, এম, অর্থাৎ ভলান্টিয়ার মিলিশিয়া স্বেচ্ছাসৈনিক।—

যে স্কুলে আমি পড়তাম সেই স্কুলের কয়েকটি ছেলে লাল ফিতে লাগিয়ে ক্লাসে ঢুকবে এমন সময় অধ্যক্ষ ওদের লাল ফিতে খুলে ফেলতে বললেন। তিনি বললেন যে লাল ফিতে লাগানো স্কুলের রীতি বিরুদ্ধ। কিন্তু সত্বরই ব্যর্থ চেষ্টা তিনি ত্যাগ করলেন। ও-থেকেই আমরা বুঝতে পারলাম যে, একটা কিছু তুমুল কাণ্ড হচ্ছে নিশ্চয়ই।

সহরের সৈন্য শিবিরে সাপ্তাহিক প্যারেড ঠিকই হলো। তবে যে সৈন্যাধ্যক্ষ প্যারেড করাচ্ছিলেন তাঁর পোষাকে আঁ... ছিল লাল ফিতের গোলাপ আর ব্যাণ্ড পার্টি "গড্ সেভ দি জার" এর বদলে গাইলো "মার্সেলিস্।" অস্থায়ী সরকারের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলো

সৈন্যদল। কে একজন জাঁদরেল লোক বক্তৃতা করে বললেন, টিউটনদের হাত থেকে আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে এবং চরম বিজয়ের জন্য অবিরাম সংগ্রাম করে যেতে হবে।

কিন্তু কয়েকদিন পরে আমি জানতে পারলাম যে এছাড়াও আরও অনেক কিছু আছে। অদ্ভুত সব নতুন নতুন কাগজপত্র আসতে লাগল। নতুন নতুন সব রাজনৈতিক দলের নাম শুনতে পেলাম। উত্তরদিক থেকে নতুন ভাবধারাগুলি বন্যার মত আসছে সহরে। সমস্ত সহর প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে তাতে। শ্রমিক আর সৈন্যেরা মিলে গঠন করলো "সোভিয়েট", যার বেশীর ভাগ সভ্যরাই হল সোস্যাল্ ডেমোক্র্যাট। স্কুলের বয়স্ক ছেলেদের দাবী হল যে, নিয়মের কড়াকড়ি কমিয়ে দাও এবং তারাও একটা স্বতন্ত্র "সোভিয়েট" গঠন করতে চাইল। সব চেয়ে ভাল হচ্ছে একটা যুব সংস্থা গড়ে তুলবার পরিকল্পনা। একটা গ্রন্থাগার এবং ফ্রী পাঠাগার হচ্ছে পরিকল্পনার অন্যতম অংশ।

এ উপলক্ষেই আমি জীবনে প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম রক্তমাংসের দেহধারী একজন বলশেভিককে। সে সময়ে 'বলশেভিক' কথাটা ছিল গালাগালির। 'বলশেভিক'দের আমাদের দেশের সব চাইতে বড় শত্রু বলে বলে মনে করা হতো, যারা কাইজারের সম্মতিক্রমে জার্ম্মাণ থেকে আমাদের দেশে এসে প্রবেশ করেছিল। চূড়ান্ত জয়লাভের জন্যে সর্ব্বত্র আলোচিত যুদ্ধটা চালিয়ে যাওয়ার তারা ছিল বিরোধী। একদিন লাইব্রেরীর টাকাপয়সা নিয়ে বিতর্ক হচ্ছিল। এমন সময় মডেল নামে একটি বলশেভিক ছাত্র উঠে, যেভাবে দলগত পন্থায় টাকা পয়সার বিলি ব্যবস্থা হচ্ছে তার তীব্র প্রতিবাদ করতে লাগল। তখন পাঠাগারে বলশেভিক পার্টির মুখপত্র "প্রাভদা" আসত না। মডেলের কথা ডুবে গেল উচ্চ চীৎকারে, "লাথি মেরে তাড়িয়ে দাও, যত সব ঘৃণ্য লেনিনিষ্ট!" কিন্তু তা'তেও সে দমল না। সে তার কথা ঠিক বলে যেতে লাগল,

ভোট দাবী করল। সে যা চেয়েছিল অবশেষে তাই হল। "প্রাভদা" এর পর পাঠাগারে আনা হবে বলে স্থির হয়ে গেল। ছেলেটির সাহস আমার মনকে করলো অভিভূত আর লেনিনের নাম আঁকা হয়ে গেল আমার মনের পটে।

১৯১৮ সালে স্কুল থেকে উপাধি পরীক্ষায় পাশ করে বেরিয়ে আমি আমার বলশেভিক বন্ধু লেভাইনের ওখানে থাকব বলে চলে গেলাম। ওর ঘরে অনেক চাঞ্চল্যকর প্রচার পত্রের সাক্ষাৎ মিলল। সেগুলিতে আলোচিত হয়নি এমন কোন বিষয় এ পৃথিবীতে ছিল না। কত রাত দুজনে ওসব নিয়ে তর্ক করে কাটিয়েছি। তার কাছে দুনিয়ার মানব সমাজকে সাম্য এবং স্বাধীন শ্রমের ভিত্তিতে পুনর্গঠন করাটা খুব কঠিন ব্যাপার বলে মনে হত না। আমাদের বুভুক্ষু কৃষকদের মুক্তির একমাত্র উপায় ছিল কম্যুনিজম্। সে বল্‌ত, তর্কের খাতিরেই ধর, তিনজন চাষা আছে। তাদের একজনের আছে একটা ঘোড়া, একজনের আছে একখানা লাঙ্গল আরেকজনের আছে একবস্তা শস্য বীজ, এককভাবে তাদের কেউই নিজেদের ভাগের জমিটুকু চাষ করতে পারে না কিন্তু একসঙ্গে জোটবেঁধে তারা সন্তোষজনক ভাবে তা করতে পারে।

"আমরা যদি দারিদ্র্য, অবিচার এবং যুদ্ধের হাত থেকে বাঁচতে চাই তাহলে আমাদের প্রথমেই সকল ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান ঘটাতে হবে।" সে বলে যাচ্ছিল।

"বেশ, আমিও তাহলে এ ব্যাপারে বলশেভিকদের সঙ্গে আছি," আমি বললাম। যুক্তিটাকে অনুসরণ করতে পেরে নিজেকে যেন জয়ী বীর বলে মনে হলো। এটা অতি সহজ সরল বলে মনে হচ্ছিল আমার কাছে। দুনিয়ার পুনর্গঠনের কাজে ব্রতী শ্রমজীবীদের যারা বাধা দিচ্ছিল— তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করাই ছিল তখন আমাদের সরকারের একমাত্র কাজ।

লেভাইন একদিন আমাকে বলছিল, "নীপার নদীর বাঁ ধারে পিয়েটাকেভ* এক বলশেভিক সরকারের প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমাদের সীমান্ত পেরিয়ে সেখানে যেতে হবে। ওদের ওখানেই আমাদের স্থান। তুমিও আসচো তো?

"আলবৎ যাব।"

পেটলুরার পাহারাদারদের সীমা অতিক্রম করতে হলে উপযুক্ত কারণ না দেখালে চলবে না। আমরা, ছেলে ছোকরারা স্কুলের উপাধির সার্টিফিকেট দেখিয়ে বলতাম যে, আমরা মা বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। কারণ, তাঁরা আমাদের জন্যে নিত্য পরিবর্ত্তনশীল যুদ্ধ রেখার ওপারে অপেক্ষা করছেন।

আমরা একটা ছোট ব্যবসায়ী দলের সঙ্গে ভিড়ে গেলাম। ওরাও ঘরে ফেরার জন্যে সীমানা অতিক্রম করবার ফিকিরে ছিল।

ওদের সঙ্গে শ্লেজ গাড়ীতে চেপে নির্জ্জন রাস্তা ধরে আমরা এগিয়ে চললাম। পঞ্চম দিনের শেষ দিকে আমরা চার্নিসভ পার হয়ে লালফৌজ অধিকৃত এলাকার কাছাকাছি গিয়ে পৌছলাম। আশঙ্কায় মুখগুলো সব কালো হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে উঠল: "মিলিটারী!" অসামরিক পোষাক পরা অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত কতগুলো তরুণ কৃষক জীন ছাড়া ঘোড়ার খালি পিঠে চড়ে আমাদের কাছে এগিয়ে এল।

"তোমাদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র কিছু থাকলে দিয়ে দাও। কেউ লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করলে গুলী খেয়ে মরবে।" ওদের মধ্যে থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠল। মনে হল সেই তখন ওদের দলের নেতা।

---

*ইউক্রেনের বলশেভিক বিদ্রোহের নেতা। কেন্দ্রীয় সোভিয়েট সরকারের অন্যতম প্রধান প্রতিপত্তিশালী এবং সম্মানিত ব্যক্তি। ১৯৩৭ সালের মস্কো বিচারে তাঁকে জনগণের শত্রু বলে ঘোষণা করা হয় এবং গুলী করে মারা হয়।

অস্ত্রশস্ত্র আমাদের কাছে কিছুই ছিল না। ওরা চটকরে একবার আমাদের পোটলা পুঁটলীর ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। কিন্তু তল্লাসী কাউকে করল না।

আসল লালফৌজ তখনও অনেক দূরে ছিল। ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে আমরা তাদের নাগাল পেলাম। আমরা আবার আমার সেই বহু পরিচিত সহর গোমেলএ এসে পৌঁছলাম। শহরতলীর ছোট্ট একটা ফাঁড়িতে, চামড়ার জ্যাকেট পরা একজন তরুণ আমাদের কাগজপত্র পরীক্ষা করল। স্কুলের সার্টিফিকেটগুলো ছাড়া দেখার মতো কিছুই ছিল না। হঠাৎ লোকটি চোখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে দেখল।

"আলেকজাণ্ডার!" ও চেঁচিয়ে উঠল।

এ আর কেউ নয়, এ হচ্ছে আমার পুরনো স্কুলের বন্ধু সেই মডেল, যে পাঠাগারে প্রাভদা রাখার জন্য খুব লড়াই করেছিল—বেশীদিন নয়, মাত্র আঠার মাস আগের কথা।

মডেল খুব তাড়াতাড়ি বলশেভিকদের মধ্যে একজন হোমরা চোমরা হয়ে উঠল। কিন্তু পনের বছর পর আমার সঙ্গে যখন আর একদিন তার দেখা হয়েছিল মস্কোর কোন এক রাজপথে তখন তার মুখমণ্ডলে ছিল হতাশার কালো ছায়া আর একটা ভীত সন্ত্রস্ত ভাব যেন তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

"কি করছো আজকাল?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"কোন রকমে বেঁচে আছি। আমাকে পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এই কারণে যে, আমি নাকি বিরোধী দলে ভিড়েছি। আর চাকরীটাও গেছে। আমার সঙ্গে একদিন দেখা করো। তোমাকে এ ব্যাপারে সব কিছু বলব।"

সে আমাকে তার ঠিকানাটা দিয়েছিল। কদিন পর একদিন গিয়ে ওর বাড়ীতে কড়া নাড়ছি এমন সময় দরজা খুলে এসে দাঁড়াল এক

ভীতিগ্রস্তা বুড়ী। বুড়ী জানাল মডেল সেখানে নেই। সে আর কিছু বলতে পারবে না, আর মডেলকে নাকি সে চেনেই না। আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। সেটা উনিশশো পঁয়ত্রিশ সাল।

তারপরের বছরটা কাটলো নানা বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে। তার মধ্যে ছিল ভ্রমণ, যুদ্ধ এবং সব রকমের এ্যাডভেঞ্চার। শত্রুর সীমানা অতিক্রম করে কিয়েভে একটা সংবাদ পাঠাবার জন্যে আমি সোভিয়েট সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হলাম। কাজটা আমার পক্ষে তত বিপজ্জনক ছিল না, কারণ আমার ঐ জেলাটা ভাল করেই জানাশোনা ছিল এবং ইউক্রেনিয়ান ভাষাও খুব ভালভাবেই জানতাম। জার্ম্মান সেনাদল-পরিপূর্ণ ট্রেনের কামরায় আত্মগোপন করে আমি আমার সীমান্ত অতিক্রম করলাম। জার্ম্মান সৈনিকরা দেশে ফিরে যাচ্ছিল। তাদের ষ্টোভটা ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে মরার হাত থেকে আমাকে রক্ষা করল।

এই সকল হাঙ্গামা হুজ্জতের মধ্যে আমার যুক্তি ছিল সরল। যখন সোভিয়েট আজ বিপদের মুখে আর শত্রুরা দেশকে চারদিক থেকে আক্রমণ করেছে তখন আমি আর পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারি না। দেশকে রক্ষা করার কাজে আমাকে আমার যোগ্য অংশ গ্রহণ করতেই হবে। হাতে রাইফেল নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে সোভিয়েটকে রক্ষা করতে।

আমি লাল ফৌজে সাধারণ স্বেচ্ছাসৈনিকরূপে যোগ দেব বলে স্থির করলাম! আবেদন করলাম কিয়েভ জেলার সৈন্যাধ্যক্ষের কাছে। তিনি আমার কথা খুব আগ্রহ এবং সহানুভূতি সহকারে শুনলেন। তারপর আমার নাম লিখে নেবার জন্য তাঁর সেক্রেটারীকে বললেন।

আমি বেরিয়ে যাচ্ছিলাম ঘর থেকে, এমন সময় জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি পার্টি সভ্য? তা না হলে এখনি পার্টিতে যোগ দিতে হবে।

পু—২

লালফৌজ সচেতন যোদ্ধা চায়। তুমি পার্টি মেম্বার হলে দু'দিক থেকেই আমাদের কাজে লাগবে।"

সন্ধ্যাবেলায় আমি লেভাইনকে জানালাম স্বেচ্ছাসৈনিক হিসাবে লালফৌজে আমি নাম লিখিয়েছি। আরো তাকে বললাম কমিসার আমায় কি বললেন। বন্ধু প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে কমিসারকে সমর্থন করলে।

"কমিসার খুবই ঠিক কথা বলেছেন", সে বললে, "তোমার এখন-বলশেভিক পার্টিতে যোগ দেওয়া উচিত। সোভিয়েটের জন্যে তুমি অনেক করেছ, এখন সম্মুখ রণক্ষেত্রে লড়াই করতে যাচ্ছ। এরকম সঙ্কটকালে মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা কারো পক্ষেই চলবে না। তোমাকে আমাদের সঙ্গে শেষ সীমা পর্য্যন্ত এগিয়ে যেতেই হবে। কিয়েভ পার্টি কমিটিতে আমি তোমার নাম প্রস্তাব করে পাঠাচ্ছি।"

সে সময় বলশেভিক পার্টির সভ্য হবার পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত বিলম্বিত একটা অনুষ্ঠানের ব্যাপার। প্রথম দুজন পার্টি-সভ্যের পরিচিতি দরকার হত। ছ'মাস করে দুটো প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করতে হত। প্রথম স্তরে "সহানুভূতিশীল" আখ্যার অধিকারী হওয়া চলবে। তারপরের স্তরে হবে "প্রার্থী।" দুটো স্তর সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করে যেতে পারলেই তবে পূর্ণ সভ্য বলে গণ্য করা হতো।

কিয়েভ সমিতির সম্পাদক মিখাইল টুচারের নিকট লিভাইন একদিন আমাকে নিয়ে গেল। সিগারেটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন একটা ঘরে প্রবেশ করে দেখতে পেলাম একজন অমায়িক ধরনের ভদ্রলোক বসে আছেন। তাঁর কপালটি ছিল উঁচু। মাথার চুলগুলো কোঁকড়ানো। তাঁর গায়ে ছিল কাজ করা একটা জামা। ঠোঁটের কোণে হাসি নিয়ে তিনি আমাকে একচমক দেখে নিলেন।

ভদ্রলোক বললেন, "তুমি যখন সোভিয়েটের হয়ে কাজ করতে তখন দুবার সীমান্ত অতিক্রম করেছ বলে তোমার সম্পর্কে সাধারণ প্রাথমিক ব্যাপারগুলো নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না। মনে রাখবে প্রত্যেকটি বলশেভিক প্রথমে হবেন একজন যোদ্ধা, দ্বিতীয়তঃ হবেন একজন এজিটেটর—আন্দোলনকারী, তারপর তৃতীয়তঃ তাঁর একমাত্র অবিরাম চেষ্টা হবে, কোন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।

অবশেষে এখন আমি একজন বলশেভিক। আমার বিশ্বস্ততা স্বীকৃত হয়েছে বলে আমি গর্বানুভব করতে লাগলাম। তাহলে বিপ্লবে আমারও একটা স্থান আছে। অনুভব করলাম একটা নতুন জীবনের প্রবেশ পথে আমি এসে উপনীত হয়েছি—সে জীবন উত্তেজনাপূর্ণ, বিপদের সম্ভাবনায় ভরপুর।

লালফৌজে নাম লেখাবার পর আমাকে একটা বিশেষ শিক্ষানবীশ সৈনিক দলের অন্তর্ভুক্ত করা হল। আমাদের বলা হল সত্বরই আমাদের নতুন একটি রেজিমেণ্টে যোগ দিয়ে কৃষক বিদ্রোহ দমনে যেতে হবে। "কৃষকদের কুটীরে শান্তি আর প্রাসাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।"—এই শ্লোগান যুদ্ধ কমিসারিয়েটের দরজায় খোদাই করা ছিল। আদর্শ আর কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজতে গিয়ে বিপদে পড়ে গেলাম। কিন্তু বলা হয়েছিল, আমাদের বাস্তববাদী হতে হবে। আমরা কি করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব যে কৃষকেরা চালিয়ে যাচ্ছে প্রতিবিপ্লব—? তারা হত্যা করছে ইহুদীদের? সহরে সহরে অধিবাসীদের তারা অনশনে থাকতে বাধ্য করছে—বিভিন্ন বে-আইনি গুণ্ডাদলের সর্দ্দারদের নির্দ্দেশে দেশ জুড়ে নির্ব্বিচার হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে?

আমাদের ব্যাটেলিয়নের পার্টিমেম্বারদের আনকোরা নতুন ছেলেদের দ্বারা গঠিত কয়েকটি শাখা রেজিমেণ্টে ছড়িয়ে দেওয়া হল। বলশেভিক হিসেবে আমাদের কর্ত্তব্য হল ওই সব নতুন সৈন্যদের মেরুদণ্ড দৃঢ়

করে গড়ে তোলা। ব্যাটেলিয়ানে আমি বেশীদিন কাটবার আগেই আরও কয়েকজন কমরেড্‌দের সঙ্গে আমাকে ভল্‌গার কৃষকদের নিয়ে তৈরী নতুন একটা সৈন্যদলের ভার নিতে হয়েছিল। তাদের কিয়েভের দক্ষিণে পাঠানো হয়েছিল। ওখানে কৃষক গেরিলারা খুব তৎপর হয়ে উঠেছিল। ওদের ইউক্রেনে গিয়ে যুদ্ধ করার বিশেষ উৎসাহ ছিল না।

ষ্টুং এবং জেলিওনি নামক দুইটি আটামান দলের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে আমি অগ্নিদীক্ষা গ্রহণ করলাম। আমাদের অভিযানের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন বলশেভিক স্ক্রাইপনিক্—তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ত্রিপলী জেলাটাকে ঘিরে ফেলা। দু'মাস আগে জেলিওনি সহসা সেখানে এসে আক্রমণ করে একটা তরুণদের নিয়ে গঠিত বলশেভিক রেজিমেণ্টকে—তাদের প্রায় সবাইকে সে নিঃশেষে হত্যা করে। ছেলেগুলো তখন কতগুলো চুনকাম করা কুটিরে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল। সে সময় এসে উপস্থিত হল জেলিওনির গাড়ীগুলো। (আটামানরা তাদের অভিযানে গরু-ঘোড়ার গাড়ী ব্যবহার করতো—এতে বাহিনীর মধ্যে এসে গিয়েছিল অশ্বারোহী বাহিনীর গতিশীলতা।) ছেলেদের বন্দী করে সব নীপার নদীর মুখোমুখী উঁচু পাড়ে লাইন বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারপর মেশিনগানের গুলির মুখে উড়িয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল নদীর জলে।

আমরা এগিয়ে যেতে জেলিওনি নীপারের দিকে পালিয়ে গেল এবং তার প্রধান আড্ডা ভাসিলকভ থেকে ত্রিপলীতে পরিবর্তন করল। পরিত্যক্ত সেই প্রধান আড্ডায় পরে আমরা ওর সই করা কতগুলো কাগজ এবং ঘোষণা-পত্র পেয়েছিল।। তাতে কৃষকদের আহ্বান করে বলা হয়েছিল, "আমাদের প্রিয় ইউক্রেন মাতাকে উদ্ধার করতে হবে প্রতিটি ইহুদী আর কম্যুনিষ্টের কণ্ঠনালী ছেদন করে।"

অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে শুরু হল সংগ্রাম। প্রথমদিকে বিপদের চাইতে অসুবিধাই ছিল বেশী! আমার কানের পাশ দিয়ে হিস্ হিস্ করে গুলি যাবার শব্দ যখন আমি শুনতে পেতাম তখন আমার একমাত্র ভয় হতো যে আমি হয়তো ভয় পেয়ে যাব। হাত দিয়ে কেবলমাত্র সঙ্গীনের সাহায্যে ট্রেঞ্চ তৈরী করে নিতে আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এসব ট্রেঞ্চে রাত্রিকালে ছিল দুরন্ত শীত, দিনের বেলা ছিল উত্তপ্ততা আর ক্ষুধা তৃষ্ণার আর্ত্ততা। চারটি দিন ও চারটি রাত আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে কাটিয়েছি। স্বভাবতঃই খাদ্যবস্তু সরবরাহের কোন ভাল ব্যবস্থাই সেখানে ছিল না। শেষ দিনে খিদের জ্বালা এত তীব্র হয়ে উঠেছিল যে, আমরা রাইফেলের গুলিকে উপেক্ষা করে, দু' পক্ষের সৈন্যদলের মাঝখানে অবস্থিত মটরক্ষেত লুঠ করবার জন্য চেষ্টা করেছিলাম। প্রচণ্ড গুলিবৃষ্টি আমাদের পালিয়ে আসতে বাধ্য করল। আমি যতরকমের খাদ্য খেয়েছি তার মধ্যে আমার কাছে আর কোনটা ঐ নাগালের বাইরের মটরগুলোর মতো আকাঙ্ক্ষিত কখনও মনে হয়নি।

পাঁচদিনের দিন আমরা সঙ্কেত পেলাম, 'আক্রমণ কর'। প্রথমতঃ কোনরূপ প্রতিরোধের সম্মুখীন না হয়েই আমরা এগিয়ে গেলাম। মনে হচ্ছিল যেন শত্রুরা পালিয়ে গেছে। সহসা দেখতে পেলাম যে, আমার সঙ্গীরা সব রাস্তার পাশে একটা খাদের মধ্যে ঢুকে দৌড়াচ্ছে। "ওই দেখ! ঘোড়সওয়ার" একটা চীৎকার শুনতে পেলাম আর দেখতে পেলাম একটা ধূলোর মেঘ আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। সবাই দ্রুতগতিতে খাদের মধ্যে নেবে গেল। কিছুক্ষণ আমি ভাল করে ঐ মেঘের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। দেখে মনে হলো যে, এ তো ঘোড়সওয়ারদের নয়, এ মনে হচ্ছে ভেড়ার দলের উড়ানো ধূলো। চাবুকের আঘাতেও আমি এতোটা বিচলিত হতাম না। সৈনিকেরা একপাল ভেড়ার ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে! আমি জলে উঠলাম। নিজেই জানিনা কখন আমি অস্ত্র

আস্ফালন করে চীৎকার করতে আরম্ভ করেছি—মনে হচ্ছিল যেন আমিই কম্যাণ্ডিং অফিসার। এমন কি আমি পলায়মান সৈনিকদের মাথার উপর দিয়ে গুলিও ছুঁড়েছিলাম।

"কাপুরুষের দল! লাইনে ফিরে এসো!" আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। সহকর্মী কম্যুনিষ্টদের আবেদন করলাম রাস্তার উপরে উঠে এসে আমাকে সাহায্য করতে। পলাতক সৈন্যদের টেনে নিয়ে এলাম আমরা।

আমি উচ্চকণ্ঠে বললাম, "বোকার দল! ও একটা ভেড়ার পাল ছাড়া আর কিছু নয়।"

আমরা সবাই মিলে সৈন্যদলকে আবার জড়ো করলাম। তখন থেকে আমিই গ্রহণ করলাম নায়কত্ব। সৈন্যদের কোন রকম করে শৃঙ্খলাবদ্ধ করলাম। যখন ভারপ্রাপ্ত সৈন্যাধ্যক্ষ এলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন আমরা যথাস্থানেই রয়েছি।

একরকম কিছু না বুঝেই আমি এমন একটা গুরুতর কাণ্ড করে বসেছিলাম—গুলি খেয়ে প্রায় মৃত্যুর কাছাকাছি পৌঁছেছিলাম। এ নিয়ে সরকারী তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তদন্তের ফলে দেখা গেল যে, মোটামুটি আমাদের বাহিনীটা অনুপযুক্ততার পরিচয় দিয়েছে। কোন কোন কোন দল যা-তা ভাবে শত্রুদের আক্রমণ করে শত্রুদের সুবিধে করে দিয়েছে। এরই ফলে আমরা তাদের বেষ্টন করে যে অবরোধ রচনা করে-ছিলাম, সেই অবরোধের একটা জায়গা দিয়ে তারা পথ করে নিয়েছিল। ভ্রান্ত যোগাযোগ রক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য আমার নিজের দলটা রণক্ষেত্রে তার নিজস্ব লাইন থেকে সরে গিয়েছিল। পনিক উত্তেজনার বশে কখনো কখনো আত্মসম্বিৎশূন্য হয়ে পড়তেন। তিনি আদেশ দিলেন, "কম্যুনিষ্টদের গুলি করে মেরে ফেল। এটা অন্যদের কাছে উদাহরণ হয়ে থাকবে।" আমাদের দলের কম্যাণ্ডিং অফিসার ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে দিলেন যে, আমার বাহিনীর দুজন কম্যুনিষ্ট প্রশংসাজনক

দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তারাই সৈনিকদের পালিয়ে যাওয়া রোধ করেছে। স্ক্রিপনিক তখন বললেন, "আচ্ছা ঠিক আছে, তাদের পদোন্নতি হবে। তাদের কমিসার করে দাও।" আমি একটা ব্যাটেলিয়নের রাজনৈতিক কমিসার হয়ে গেলাম।

আমার পদোন্নতির পরেই একটা সমস্যা আমাকে পীড়া দিতে লাগল। আমি কমিসার ছিলাম সেইজন্য ব্যাটেলিয়ান কম্যাণ্ডার যা' মাইনে পান সেই হিসাবে আমি মাসে ৩,০০০ রুবল পাচ্ছিলাম। আমি যখন প্রথম টাকাটা পেলাম তখন পার্টির একজন নবাগত উৎসাহশীল সদস্য হিসাবে আমার বিবেক যেন অস্বস্তিকর ভাবে চাড়া দিয়ে উঠল। যখন সৈন্যেরা মাত্র ১৫০ রুবল করে পাচ্ছে তখন আমি কি এ রকম সুবিধা গ্রহণ করতে পারি? বাহিনীর অন্যান্য কম্যুনিষ্টদের আমার সম্মত আনতে বিশেষ কষ্ট পেতে হল না, আমাদের প্রকাশ্যে এই বৈষম্যের প্রতিবাদ করা উচিত। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের সম্পর্কে পার্টির অনুসৃত নীতির প্রতিবাদ করায় ব্রিগেডের রাজনৈতিক কমিসার আমাদের ভৎর্সনা করলেন। "কয়েক বছর অপেক্ষা কর", তিনি আমাদের বললেন, "আমরা যখন একদল কম্যুনিষ্ট অফিসারদের শিক্ষিত করে তুলতে পারব এবং সমাজবাদী সরকারকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করতে সক্ষম হব সেদিন আমরা সাম্যও প্রতিষ্ঠা করব।" হায়রে!

একটা গোটা বাহিনীর কমিসারের পদে উন্নীত হওয়ার ব্যাপারে এই সামান্য ভুলবোঝাবুঝি বিশেষ বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, কারণ, "পার্টি-শৃঙ্খলা"—এই কয়টি কথার ফিসফিসানিই আমাদের বিবেক বুদ্ধিকে চাপা দিয়েছিল। আমি যে রেজিমেণ্টের কমিসার হলাম, সে রেজিমেণ্ট নতুন করে গড়ে উঠেছিল কিয়েভ ত্যাগের পর ভেঙ্গে দেওয়া আরও তিনটি রেজিমেণ্টের অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে। আমাদের দলে যোগদানকারীদের মধ্যে জাকিরের দলেরও কিছু লোক ছিল—কিন্তু

কি অবস্থায়? প্রতি তিনজনের মধ্যে দুজনের জুতো ছিল না আর পোষাকের মধ্যে ছিল শুধু ছেঁড়া ন্যাকড়া। আর কিছু নয়। আমার পোষাকের অবস্থা যদিও এদের চেয়ে অনেকটা ভাল ছিল,—তথাপি উচ্চপদাধিকারী হলেও আমাকে খুব ভাল দেখাত না। আমার জুতো-গুলো প্রায় ছিঁড়ে গিয়েছিল আর প্যান্টের পা গুলোর ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ত দুটো হাঁটু, পোষাকটা হয়ে গিয়েছিল বিবর্ণ, অবশ্য যদি কোন কালে তার কোন বর্ণ থেকে থাকে। রেজিমেন্টের সঙ্গে বেশ মানিয়ে গিয়েছিলাম।

কয়েকমাস ধরে কিয়েভের উত্তরে অরণ্যে চলছিল আমাদের পশ্চাদ-পসরণের অবিরাম সংগ্রাম। সেই সংগ্রামে আমাদের ডিভিশনের প্রায় অর্দ্ধেক নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। লালফৌজের কর্ত্তারা আমাদের বাহিনীকে পুনর্গঠনের জন্যে আমাদের মধ্য রাশিয়ায় স্থানান্তরিত করবার আদেশ দিলেন। এই সময়ে যুদ্ধরত একটা দলের কমিসার হিসেবে কাজ করার ফলে সমরনীতির ব্যাপারে আমার বিরাট অজ্ঞতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিলাম। তৎকালীন লালফৌজের অধিকর্ত্তা ট্রটস্কী কম্যুনিষ্ট অফিসার হবার বিশেষ ট্রেনিং নেবার জন্যে প্রার্থী চেয়ে একটা আবেদন প্রচার করলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে, তিনি এই করে দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটাতে পারবেন—কমিসার ও পুরনো নিয়মিত সামরিক অফিসারদের মধ্যে কর্তৃত্বের ভাগাভাগিটা ঘুচে যাবে। আমি আগেই বলেছি যে, এই দ্বৈত শাসনের উদ্ভব হয়েছিল জার আমলের পূর্ব্বতন সৈন্যাধ্যক্ষদের প্রতি কম্যুনিষ্টদের তীক্ষ্ণ নজর রাখার প্রয়োজন পড়েছিল বলে এবং অন্যদিকে প্রয়োজন ছিল পার্টি কর্তৃত্বের আওতাভুক্ত সৈন্যদের দ্বারা রণক্ষেত্রে ঐ সব অফিসারদের সাহায্য করার। ট্রটস্কীর উদ্দেশ্যে ছিল যে, লালফৌজ নিজেই তার অফিসারদের রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে নেবে এবং কমিসার বলে আর কিছু থাকবে না—এবং

যুদ্ধ পরিচালনার উৎকর্ষের জন্য যে ঐক্যবদ্ধ কর্তৃত্ব অবশ্যম্ভাবী তা প্রতিষ্ঠিত হবে।*

*এই উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল প্রায় দশ বছর পর এবং উন্নত অবস্থা স্থায়ী ছিল ১৯৩৭ সাল পর্য্যন্ত। তারপরই ষ্ট্যালিন নিজে উচ্চস্থানীয় সামরিক কর্ত্তাদের ধ্বংস সাধন করে দেখলেন যে,-বিপ্লবের ফলে যে কম্যুনিষ্ট সৈন্যাধ্যক্ষেরা সৃষ্ট হয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে গুপ্ত পুলিশের কর্ত্তব্য দিয়ে নতুন রাজনৈতিক কমিসার জুড়ে দেবার প্রয়োজন পড়েছে। একথা প্রায় সর্ব্বজনবিদিত যে, এই পন্থা অবলম্বনের ফলে সৈন্যবাহিনীর উচ্চ এবং মধ্য শ্রেণীর সকল পদের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে। বছর দুই পর, ১৯৩৯ সালের হেমন্তে অপসারিত লালফৌজ অফিসারদের শূন্য পদগুলি পূরণ করা হল কতগুলো নতুন ছোকরাদের দিয়ে—ষ্ট্যালিনের প্রতি যাদের আনুগত্যকে সযত্নে লালন করা হয়েছিল দ্রুত পদোন্নতি, সম্মান প্রদর্শন এবং নানারকম বিশেষ সুখ সুবিধা দিয়ে। তারপরই রুশ ডিক্টেটর আবার কমিসার নিয়োগের প্রথা ভেঙ্গে দিলেন। আবার গড়ে তুললেন ফিনল্যাণ্ড আক্রমণের সময়, শান্তি স্থাপিত হতেই আবার তুলে দিলেন, আবার গড়ে তুললেন জার্ম্মানীর সঙ্গে যুদ্ধের সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে। যখন সমরনীতির দিক থেকে একেবারে অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে তখন তিনি ওটাকে গড়ে তোলেন আবার ভেঙ্গে দেন যখন বিপদের সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম থাকে। কারণ, অফিসারদের পার্জ (Purge বিশুদ্ধিকরণ, দলের পক্ষে অবাঞ্ছিত বিতাড়ন।) করার পর, তার নিজের প্রতি সৈন্যবাহিনীর অফিসারদের আনুগত্য সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস ছিল না।

ট্রটস্কীর আবেদনের সারবত্তা আমি উপলব্ধি করলাম। কমিসার হিসেবে, দ্বৈত ক্ষমতার অসুবিধাগুলো বুঝবার মতো অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। আমি রেজিমেণ্টের কমিসারের দায়িত্ব ত্যাগের এবং সেই সঙ্গে

আমার নাম প্রার্থী হিসেবে লালফৌজের অফিসার স্কুলে পাঠিয়ে দেবার জন্যে অনুরোধ জানালাম। লালফৌজের রাজনৈতিক কমিসার আমার অনুরোধ অনুমোদন করলেন।

অদ্ভুত ঘটনার যোগাযোগ। আমায় আবার গোমেল যেতে হবে। যে মিনস্ক পদাতিক অফিসার স্কুলে আমার যাওয়ার কথা, সেই স্কুলটি পোলিশ বাহিনীর অগ্রগতির জন্যে গোমেলে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

আমাদের পদাতিক বাহিনীর অফিসারদের স্কুলটি একটা বিরাট প্রাসাদে অবস্থিত ছিল। ঐ বাড়ীটিতে পূর্ব্বে ছিল একটা ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ক বিদ্যালয়। আমার খুব আনন্দ হচ্ছিল। তথাকার পরিচ্ছন্নতা আর সু-শৃঙ্খলা দেখে আমি একরকম বিস্ময়ই অনুভব করছিলাম। সত্যিকারের বিছানা, তার ওপরে সত্যিকারের চাদর বিছানো। এ কথাটার তখন আমার কাছে মূল্য ছিল অনেকখানি, কারণ, তখন আমাদের কাছে বছরে একবার করে কাপড় চোপড় বিছানাপত্র বদলানই অজানা ছিল। বক্তৃতা গৃহের দেওয়ালগুলিতে টাঙ্গানো হয়েছিল বন্দুক নির্ম্মাণ বিষয়ক নক্সা সমূহ। তাকগুলোর মধ্যে ছিল সতর্কতার সঙ্গে মোম লাগানো এবং পালিশকরা ছোটখাটো অস্ত্রশস্ত্র। আর প্রবেশপথে পাহারায় ছিল প্রহরীদল। এরা আমার সেই অতি পরিচিত ছিন্নভিন্ন পোষাক পরিহিত ক্লান্ত অবসন্ন সৈনিকেরা নয়—পোষাক পরিচ্ছদে ছিল এরা অত্যন্ত দুরস্ত। তারা কখনো দড়ি দিয়ে তাদের রাইফেলকে কাঁধে ঝুলিয়ে রাখত না।

মাথার চুল কেটে, স্নান করে, নতুন পোষাক পরিচ্ছদ এবং একটা বড় সামরিক কোট গায়ে দিয়ে আমার চেহারার যে পরিবর্ত্তন হয়েছিল তাতে আমি খুশীই হয়েছিলাম। ভূসংস্থান, সামরিক কূটনীতি এবং ফৌজী নিয়মাবলী প্রভৃতি নানাবিধ পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে আমি ডুবে রইলাম।

এই পদাতিক সৈন্য শিক্ষালয়ের স্মৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিল মধুর। যদিও অবস্থা ছিল তখন অত্যন্ত গোলমেলে, তাঁর ওপর শিক্ষালয়টি এমন একটা ছোট্ট সহরে অবস্থিত যার তিন দিকই ছিল শত্রুবেষ্টিত এবং শত্রু পক্ষের মধ্যে অন্তর্বিরোধের জন্যেই কোনরকমে আত্মরক্ষা করছিল— যদিও সাধারণতঃ সব দিকেই ছিল অভাব অভিযোগ, তথাপি এই শিক্ষালয় একটা প্রশান্ত দৃঢ় বিশ্বাসে তার কাজ ভালভাবেই চালিয়ে যাচ্ছিল।

আমার আজো মনে পড়ে কতটা গভীর উৎসাহ ও দৃঢ়তার সঙ্গে তরুণ চাষী এবং শ্রমিক ছাত্ররা সমর-নৈপুণ্য আয়ত্ত করতে চেষ্টা করছিল। সংশয়বাদী ও দুর্ব্বহ ভারগ্রস্ত শিক্ষকদের কাছে ওইসব ছাত্রদের অদম্য ইচ্ছা টনিক ওষুধের কাজ করছিল। তাঁরা ক্রমশঃ হতাশার স্তর থেকে ফিরে এসেছিলেন কর্ম্মতৎপরতার উদ্দীপনায়। অল্প দিনের মধ্যেই শিক্ষাচক্র মন্থর অথচ নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলতে লাগল।

সামরিক বিদ্যালাভের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ক্রাইলেঙ্কোর বিখ্যাত পাঠ্য-পুস্তকের সাহায্যে রাজনীতির পাঠও গ্রহণ করছিলাম। স্থানীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি কমিটি এ বিষয়ে অধ্যাপনার জন্য তাদের শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞদের পাঠিয়ে ছিলেন। এই সব স্বগৃহে তৈরী মার্কসবাদীরা আমাদের দলীয় কর্ম্মনীতি, সোভিয়েট সরকারের শাসন পদ্ধতি, এবং মার্কসের মতবাদের প্রাথমিক শিক্ষা দিতেন। আমার কিছুটা রাজনৈতিক শিক্ষা থাকায় আমিও শিক্ষকদের সাহায্য করছিলাম। এ সময়ে আর সব কিছুই দুষ্প্রাপ্য ছিল, কিন্তু বই ছিল প্রচুর। মস্কো এবং পেট্রোগ্রাডের প্রেসগুলি অতিরিক্ত সময় খাটছিল—এবং বোঝা বোঝা দলীয় প্রচারপত্র লালফৌজের মধ্যে বিতরিত হচ্ছিল। বলশেভিক শিক্ষা দ্রুত গ্রহণ করছিল ছাত্ররা। লেনিন ও ট্রট্স্কি কিভাবে মেহনতী জনতার বিশ্ব গঠনের জন্য চেষ্টা করছিলেন, বল্তে কি এরাই ছিল তার উদাহরণ। অতীতে তারা

শ্রমসাধ্য নীচ কাজ ছাড়া আর কোন ভবিষ্যৎ ভাবতে পারত না, এখন তারা অফিসার হবার জন্যে শিক্ষালাভ করছে।

শিশু সোভিয়েট রাষ্ট্রের পক্ষে ১৯১৯ ইংরেজীর শীতকাল ছিল গুরুতর সঙ্কটপূর্ণ কাল। জেনারেল য়ুডেনিকের পরিচালনাধীন একটি শ্বেতসৈন্য দল সম্পূর্ণভাবে ইংরেজদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পেট্রোগ্রাডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। জেনারেল ডেনিকিনের "স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী" ওরেল এবং সমস্ত ইউক্রেন অধিকার করে টুলা ও মস্কোর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ইংরেজ ও মার্কিন সৈন্যের সহায়তায় জেনারেল মিলার আরকাঙ্গেল ও শ্বেত সাগরের উপকূল অধিকার করেছিলেন। তিনি ভালগডায় অবতরণ করবার চেষ্টা করছিলেন। এ্যাডমিরাল কোলচাক ইউরাল জেলা ও ভলগা আক্রমণে উদ্যত। উইনষ্টন চার্চিল বলশেভিজমের আবর্জনার, বিরুদ্ধে চৌদ্দটি দেশের ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। মিত্রপক্ষের অবরোধ রাশিয়ার চতুর্দ্দিকে দুর্ভিক্ষের দৃঢ়মুষ্টি ধীরে ধীরে আবদ্ধ করে আনছিল।

শিক্ষালয়ের অল্পাধিক ছয়মাস কালের মধ্যে চার বার যুদ্ধক্ষেত্রের আহ্বান আমাদের শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল।

আমাদের চারশ ছাত্রের মধ্যে সম্মুখযুদ্ধের মহড়া দিতে গিয়ে দেড়শো মারা যায়। আমার নিজের ক্লাশের মোট তিরিশজন ছাত্রের মধ্যে চার মাসে পনের জনই সাবাড় হয়ে গেল। আমাদের প্রথমেই যে কাজ দেওয়া হয় তা মোটেই সুখকর ছিল না। দক্ষিণ রণাঙ্গনের একটি ভ্রাম্যমান সৈন্যদল বিদ্রোহ ঘোষণা করে লাইনে যেতে অস্বীকার করেছিল। আমাদের পাঠান হল সেখানে। আমরা ওইসব বিদ্রোহীদের ঘিরে ফেলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করলাম, কম্যাণ্ডিং অফিসার ও কমিসারকে গ্রেপ্তার করলাম এবং বিদ্রোহী সৈন্যদের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিলাম। আরও অনেকের সঙ্গে উভয় নেতারই অবিলম্বে কোর্ট মার্শাল বিচার হল এবং তাদের গুলি করে মারা হল। আমরা ওই অভিযান

থেকে প্রত্যাবর্ত্তন করলাম একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে। গৌরব-বোধের বেশী কিছু ছিল না আমাদের। তবে আমরা সে যাত্রায় শিখে এলাম সৈন্যদের প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছুটা।

*   *   *   *   *

লালফৌজের হেডকোয়ার্টারে কিছুটা সন্দেহের সঙ্গে আমি অভ্যর্থিত হলাম। একপাল এজিটেটরদের কাছে ছ'মাস কাল শিক্ষা পেয়ে একজন তরুণ অফিসার কি কাজে আসতে পারে? ট্রটস্কী কর্ত্তৃক বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিযুক্ত পুরনো অফিসাররা নিজেদেরই এই প্রশ্ন করছিলেন! তারা আমার একটা পরীক্ষা নিলেন, তাতে আমি সাফল্যের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হলাম। আরেকটি পরীক্ষা নিলেন রাজনৈতিক কমিসার। ওটা আরও কঠিন ছিল। কিন্তু তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, মার্কসীয় দর্শন সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অসম্পূর্ণ হলেও আমার উদ্দেশ্যের অকৃত্রিমতা ও মানসিক দৃঢ়তা সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ।

ইল্লুচেংকো নামক এক পূর্ব্বতন নন-কমিশনড অফিসারের অধীনস্থ একটা রিজার্ভ পদাতিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হল আমাকে। আমাদের দু'জন নতুন গ্রাজুয়েটকে তাঁকে দলে নিতে হয়েছিল। এই কর্কশ-মুখো ভদ্রলোকটি বেশ লম্বাচওড়া ছিলেন আর ছিলেন নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে নিত্য সচেতন। তাঁর পদমর্য্যাদাটাকে জাহির করার জন্যে তিনি তাঁর বাড়ী থেকে রেজিমেণ্ট এবং লালফৌজের হেডকোয়ার্টার যেতেন ঘোড়াগাড়ীতে চেপে, যদিও দূরত্ব মাত্র কয়েকশ' গজের বেশী ছিল না। তৃতীয় ব্যাটেলিয়নের মধ্যে নবম এবং শেষ কোম্পানীটির শেষ প্লেটুনের অধিনায়কত্বে আমাকে নিযুক্ত করে তিনি যেন একটা বিজাতীয় আনন্দ উপভোগ করছিলেন। রেজিমেণ্টগুলো সাজানো ছিল সৈনিকদের উচ্চতা অনুসারে। প্যারেডের কালে আমি দেখতে পেলাম আমাকে

কর্তৃত্ব করতে দেওয়া হয়েছে সবচেয়ে খর্ব্বকায় সৈন্যবিশিষ্ট দলটির যদিও আমি ছিলাম সেখানকার দীর্ঘাকৃতি অফিসারদের অন্যতম।

কমিসার ব্লুকভ আমাদের রেজিমেণ্টে পুনর্ব্বার যোগ দিলেন। তখন আমাদের মধ্যে যে একটা আলোচনা হয়েছিল সেটাই ছিল আমার ভবিষ্যত জীবনের দিকদর্শন-স্বরূপ, কারণ তখন সে সম্বন্ধে আমার জ্ঞান ছিল অতি অল্প। আমরা সে সময় একটা সংবাদ পাঠ করলাম যে, লাল নৌবাহিনীর কম্যাণ্ডার রাস্কলনিকভ কাস্পিয়ান সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী পারস্যের ক্ষুদ্র বন্দর এঞ্জেলীতে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি সেখানকার কর্তৃপক্ষকে একটি চরম পত্র দিয়েছেন, সেখানকার দুটা রাশিয়ান গানবোট দখল করেছেন এবং তাঁর একদল সৈন্যও অবতরণ করেছে বন্দরে। *প্রাভদার* মতে স্থানীয় জনগণ তাদের উৎসাহভরে সমর্থন জানিয়েছে। সংবাদ পাঠ করে কমিসার ব্লুকভ এবং আমি পরস্পরের দিকে তাকালাম। আমাদের দুজনের অন্তর একই প্রচণ্ড সম্ভাবনার আলোড়নে উদ্বেল। তাহলে পারস্য আমরা মুক্ত করলাম বলে! সেখান থেকেই আরম্ভ হবে এসিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। আমাদের উপস্থিতি প্রাচ্যের সমস্ত নিপীড়িত জনগণকে বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করবে।

আমি হয়তো আমাদের আশাবাদের সেই অকৃত্রিমতা ফিরিয়ে আনতে পারব না কিন্তু আমাদের চিন্তাধারার গতি প্রগতির সত্য রূপদান করতে পারব। আমরা নিজেদেরই জিজ্ঞাসা করছিলাম যে, কি করে প্রচণ্ড সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে? প্রাচ্যের জনসাধারণকে কি করে জাগিয়ে তোলা যাবে? প্রশ্ন উত্তর খুঁজে পেল নিজেদের মধ্যে; স্থির করলাম প্রাচ্যের ভাষাগুলো শিখতে হবে, বণিকের ছদ্মবেশে প্রবেশ করতে হবে আফগানিস্থান ও ভারতবর্ষে। তারপর সেখানে চলবে জাতীয় বিপ্লবের প্রস্তুতি। এক মহাযুদ্ধের কোলাহলে বিপর্য্যস্ত একটি ক্ষুদ্র অফিসারের কাছে এ যতই মারাত্মক হোকনা কেন

এই ধারণা আমার মন জুড়ে বসে ছিল। আপনারা দেখতে পাবেন, এ ধারণা আমার জীবনে এনেছিল পরিবর্তন।

পোলিশ অভিযানের শেষে ষোড়শ বাহিনীর মিলিটারী কাউন্সিল আমাকে সিনিয়র অফিসারদের জন্য নব গঠিত জেনারেল ষ্টাফ কলেজে শিক্ষা লাভের নির্দেশ দিলেন। আমি মস্কো অভিমুখে যাত্রা করলাম। লালফৌজে যোগ দেওয়ার কালে ব্যবহৃত লেফ্‌ট্যানণ্টের আয়তক্ষেত্রাকার চিহ্নের পরিবর্তে তখন আমি আমার জামার হাতায় রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডারের চারটে সোনালী চতুষ্কোণ ব্যাজ ব্যবহার করছিলাম।

সামরিক অফিসারদের ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট হোটেলগুলির একটাতে থাকবার অধিকার পত্র হিসেবে জেলা-কম্যাণ্ডার আমাকে একটা কার্ড দিলেন। হোটেলটা অবস্থিত ছিল নিকিট্‌স্কী ভরোটার পাশে (নিকিটা গেট্‌স) গোলাকারে অবস্থিত একটি প্রশস্ত রাস্তার উপর। পার্কটা ছিল ছোট্ট, ১৯৪৫ সালে বিখ্যাত ডারউইনিয়ান আচার্য্য টিমিরিয়াজেভের একটা শিল্প নৈপুণ্যহীন স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে। সে পার্কটা ছিল তখন নয়ন মনোহর ছবির মতো। সমগ্র মধ্যভাগটা ছিল ইট পাটকেলের ভগ্ন স্তূপে পূর্ণ—অক্টোবর বিপ্লবকালে গুলিগোলা তথাকার ঘরবাড়ীগুলোকে ধ্বংস স্তূপে পরিণত করেছিল। প্রশস্ত রাস্তার ডানদিকে অবস্থিত বিরাট প্রাসাদটি একদম পুড়ে গিয়েছিল এবং একটা বৃহদাকার কাঠামো ছাড়া আর কিছুই তার অবশিষ্ট ছিল না। পার্কটার সুদূর কোণে অবস্থিত বাড়ীর সামনাগুলোর ক্ষত বিক্ষত দেহ রাজপথে অনুষ্ঠিত যুদ্ধের সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে ছিল।

আমার ঘরের পাশের ঘরেই পেলাম গোমেলে স্কুলের বিগত দিনের একজন সহপাঠির দেখা। সে আমাকে সহর ঘুরিয়ে দেখাবে বলে কথা দিল। তার নাম ছিল শুরা রিচেভিচ এবং সে ছিল আর্টস্‌ কমিশনের

সেক্রেটারী। আসলে টাকার কোন দাম ছিল না বলে শিল্পী এবং অন্যান্য আমোদ-প্রমোদকারীরা তাদের প্রতিভার প্রদর্শনী করত ময়দার, চিনি অথবা আলুর বস্তার বা মাখনের বিনিময়ে এবং সেই সকল বিনি ব্যবহার পরিচালনার দায়িত্ব ছিল শুরার ওপর। বেআইনীভাবে শু কমিশনস্বরূপে কিছু খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করত, ফলে খাওয়া দাওয়া তার বে ভালই চলত। সে শ্লাকাবিন পেত এবং আমাকে মিষ্টি দেওয়া চা খেতে দিত আর মাঝে মাঝে দিত শুকনো গাজরের একরকম তরকারী— ছিল আমার কাছে দুষ্প্রাপ্য বিলাসিতা স্বরূপ। সে আমাকে (নিষ্ঠা সহকারে দেখাশুনা করত যে আমি সঙ্গীত মুখর মিলনান্ত নাটকের রোমান্স উপভোগ করতাম।

জেনারেল ষ্টাফ কলেজে গর্ব্ব অনুভব করার মতো বিপ্লবের ঐতিহ্য সম্পন্ন কোন একটি শিক্ষকও ছিলেন না। সমস্ত শিক্ষকেরাই ছিলে পূর্ব্বতন রাজকীয় বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ। তাঁদের খ্যাতি ছিল, বীরত্বে জন্যে রাজকীয় পুরস্কারে তাঁরা ভূষিতও হয়েছিলেন এবং কেহ কেহ তাঁদে নিজেদের পেশার গণ্ডীর বাইরেও সুনাম অর্জ্জন করেছিলেন, যেমন— নভিটস্কী ভ্রাতৃদ্বয়; বহু বিখ্যাত সামরিক পুস্তকের গ্রন্থকার নেজনামভ; ১৯১৭ সালের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের যুদ্ধমন্ত্রী ভারখভস্কী; ১৯০৫ সালের জাপানী যুদ্ধের যোদ্ধা মার্টিনর্ভ; “কুরোপাটকিনের অসৎপ্রতিভা” হিসেবে বিখ্যাত এবং পোর্ট আর্থারের যুদ্ধের ভারপ্রাপ্ত ভেলিচকো; অশ্বারোহী যুদ্ধের বিশেষজ্ঞ গেটভস্কী; এবং বিখ্যাত নীতি-নির্ধারক ও ঐতিহাসিক স্‌ভেটচীন।

ঘটনাবলীর অস্বাভাবিক এবং অভাবিত অ ‌ গুনে পড়ে এদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই তাদের ভাগ্যকে বরণ করে নিয়েছিল সাধারণ পেশাদার সৈনিকের শান্তজীবন যাপনের আদর্শের ভিত্তিতে। যে কোন সরকার মুমূর্ষু রাশিয়াকে পুনর্গঠিত করবার কাজ করবে তার হয়েই

কাজ করার জন্যে এঁরা প্রস্তুত ছিলেন কাজে তাঁরা আনুগত্যের সঙ্গেই ানিন এবং ট্রটস্কীর নতুন ফৌজ গঠনের আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। াদের ক্ষমতানুযায়ী সবরকমের সাহায্য করতে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন। তাঁদের কাজ আরও প্রসারিত হল লাল ফৌজকে নতুন নতুন জেনারেল ষ্টাফ এবং সুদক্ষ অভিজ্ঞ অফিসারবর্গ দিয়ে সাহায্য করাতে। তাঁরা যা ংরেছেন তার জন্যে তাঁরা প্রশংসার্হ।

কলেজের ছাত্ররা অস্বাভাবিক ভাবেই ছিল শিক্ষকমণ্ডলীর বিপরীত-ধর্মী। এদের সকলেই গৃহযুদ্ধে লড়াই করেছিল এবং প্রত্যেকেই জানত যুদ্ধ কাকে বলে। এর মধ্যে অনেকে কুশলীযোদ্ধা এবং যুদ্ধনীতিতে াবিশেষজ্ঞও হয়েছিল—যদিও এসবের পুঁথিগত দিকটা তাদের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রায় অশিক্ষিতই ছিল। কিন্তু এতে করে অশ্বারোহী দলের নেতা হিসেবে তাদের বিস্ময়কর কৃতিত্বের উজ্জ্বলতা বিন্দুমাত্রও ম্লান হয় নি—শুধু বর্তমান শিক্ষকদেরই কেন—ক্লজেউইটজ এবং নেপোলিয়নের রণনীতি অনুসারে বিশেষজ্ঞ সমরনায়কদেরও তারা বাস্তব ক্ষেত্রে পরাজিত করেছে।

এইসব ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন ছাত্রদল মুহূর্তের বিজ্ঞপ্তিতে তাদের বিদ্যালয়ের মায়া কাটিয়ে রাষ্ট্রের সাহায্যার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে প্রস্তুত ছিল। অধ্যাপকদের কাজকর্মেও বছরে অন্ততঃ তিনবার করে বাধা পড়ত। চেকার বন্দী নিবাসে অল্প সময়ের জন্য হয় বন্দীরূপে অথবা সন্দেহভাজন-রূপে গিয়ে তাঁদের বাস করতে হত। আভ্যন্তরীণ অবস্থা যখনই একটু খারাপ হয়েছে অমনি তাদের কারাগারে গিয়ে প্রবেশ করেছেন তাঁরা। এ নাটকীয়তা তাঁদের মনে কোন বিস্ময় উৎপাদন করত না এবং একথাও পর্য্যন্ত বলা হয়ে থাকে যে, তাঁরা নাকি সব সময়েই জিনিসপত্র সব গুছিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকতেন।

কলেজটি তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল। জুনিয়র, মিডল্ এবং সিনিয়র। সেখানে প্রায় ছ'শ ছাত্র অফিসার ছিল। আমাদের পাঁচজন নিয়ে তৈরী এক একটা গ্রুপ থাকত। প্রত্যেক গ্রুপের থাকত নিজস্ব শিক্ষক—জারের আমলের জেনারেল ষ্টাফের একজন অফিসার।

একদিন আমি বিস্মিতপুলকে এই মর্ম্মে একটা ঘোষণা পাঠ করলাম যে, আমাদের সামরিক বিদ্যালয় এবং পররাষ্ট্র বিভাগের যুক্ত পরিচালনায় উভয় প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের জন্য প্রাচ্যভাষা শিক্ষার একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠান খোলা হবে। যদিও প্রাচ্যে বিপ্লব সংগঠনের আমার পূর্ব্বতন স্বপ্নকে নিরাশার সঙ্গে প্রায় পরিত্যাগ করেছিলাম তবুও সে স্বপ্ন আমার মনে তখনও ছিল জাগ্রত। আমার সামরিক কাজের ফাঁকে ফাঁকে ওরিয়েণ্ট্যাল ফ্যাকাল্টিতে শিক্ষালাভ করার জন্যে আমি আবেদন করলাম এবং সে আবেদন অনুমোদিত হল। আমি একসঙ্গে তিনটে ভাষা শিখতে লাগলাম - পারসিক, হিন্দুস্থানী এবং আরবী।

এই ওরিয়েণ্টাল ফ্যাকাল্টির প্রধান ছিলেন বিখ্যাত ভাষাবিদ্ ডলিভ-ডব্রভলস্কী নামক সদ্বংশজাত জার আমলের একজন নৌ-সৈন্যাধ্যক্ষ। পররাষ্ট্র বিভাগীয় কার্য্যালয়ে ডিরেক্টার ভ্লাডিমির জুকারম্যান ছিলেন রাজনৈতিক কমিসার। (রাষ্ট্রদূত লিওঁ কারাখান এবং সেণ্ট্রাল একজিকিউটিভ কমিটির সেক্রেটারী ইয়েনুকিদজের সঙ্গে তাঁকেও ১৯৩৭ সালের ১৬ই ডিসেম্বর গুলী করে মারা হয়।)

ওরিয়েণ্টাল ফ্যাকাল্টির উদ্বোধন উপলক্ষে আমরা সবাই এসে জেনারেল ষ্টাফ কলেজের বিরাট হলঘরে সমবেত হলাম। ওখানে ছিলাম প্রায় সত্তরজন ছাত্র, অর্দ্ধেক অফিসার আর অর্দ্ধেক ছিলেন পররাষ্ট্র দপ্তরের বেসামরিক লোকজন। প্রতিষ্ঠানের প্রধান, জেনারল স্নেসারেভ, বক্তৃতা দিলেন। এঁর জীবনের চল্লিশটি বছরই কেটে গেছে প্রাচ্যে জারিষ্ট জেনারেল ষ্টাফের কর্ম্মচারী হিসেবে। এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি

তাঁর ওজস্বিনী বক্তৃতার মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, রুশ-বৃটিশ সাম্রাজ্যের মিলনস্থল মধ্যপ্রাচ্যের সীমান্তে আমাদের কাজের তাৎপর্য্য।

"পিটার দি গ্রেটের আমল থেকে অপ্রতিহতভাবে রুশ সাম্রাজ্যের সীমা উষ্ণসাগর এবং ভারতমহাসাগর অভিমুখে বিস্তৃত হচ্ছিল, সেই অঞ্চলে রাশিয়ান সাম্রাজ্যের প্রসারে বাধা ছিল বৃটিশরা।

"তোমরা হয়তো আমায় প্রশ্ন করবে যে, রুশবিপ্লবের পর সাম্রাজ্যবাদের যখন অবসান ঘটেছে তখন আর এসব কথা বলা কেন। এটা সত্য যে, সোভিয়েট রিপাব্লিকের কোন সাম্রাজ্যলিপ্সা নেই। সব জায়গায়ই সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে শোষিত জনসাধারণের মুক্তির জন্য রুশ বিপ্লবের প্রসার প্রয়োজন সারা দুনিয়ায়, বিশেষ ভাবে প্রয়োজন প্রাচ্যের জনসাধারণের স্বাধীনতার জন্য। কিন্তু এই মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে বড় বাধা বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদ। আমাদের যদি এশিয়াবাসীকে স্বাধীনতা দিতে হয় তাহলে আমাদের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর শক্তিকে চূর্ণ করে দিতে হবে। এরাই হচ্ছে এখন আমাদের ও ওদের উভয়েরই ঘোর শত্রু। এই হচ্ছে তোমাদের কাজ এবং এর সম্মুখীন কি করে হতে হবে তা তোমাদের শিখে নিতে হবে আমাদের কাছে এবং আমাদের অভিজ্ঞতার কাছে।"

তিনি যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন আমি সহপাঠিদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। বেশীর ভাগই ছিল যুবক, দুর্দমনীয় সাহসের অধিকারী এবং নিজেদের শক্তিতে দৃঢ়বিশ্বাসী। কিন্তু এই দ্বৈত শিক্ষাগ্রহণের জন্য প্রয়োজন পরিশ্রমের এবং অনেককে তাদের জেনারেল ষ্টাফ কলেজের পাঠ বজায় রাখার জন্যে এটা ছাড়তে হয়েছিল। কিন্তু ফ্যাকাল্টিতে প্রতি বছরই নতুন একদলকে নেওয়া হত।

আমার সঙ্গে উপবিষ্ট বহু শ্রোতা পরে সমরনায়ক এবং কূটনৈতিক বিভিন্নপদে উন্নীত হয়েছিলেন। পাঁচ বছর পরের কথা। দু'বছর ধরে

কন্সাল জেনারেল হিসেবে কাজ করার পর আমি যখন পারস্য ছেড়ে যাচ্ছিলাম তখন নিকট এবং মধ্য প্রাচ্যে অবস্থিত সমগ্র সোভিয়েট কূটনৈতিক এবং দূতাবাসী কর্ম্মচারীর তিন চতুর্থাংশ ছিল ঐ ওরিয়েন্টাল ফ্যাকাল্টির গ্র্যাজুয়েট। বহুবছর পর্যন্ত চীন, জাপানসহ প্রাচ্যের ঐ সব দেশে এই ব্যবস্থাই চলছিল।

১৯২০ সালে এই কলেজস্থিত শতকরা প্রায় ৮০জন ছাত্র নিয়ে গঠিত একটি সভার অনুষ্ঠান হয়। তা'তে ট্রেড ইউনিয়ন সম্বন্ধে এক উগ্র আলোচনা চলে। সোভিয়েট রাষ্ট্রেতে ইউনিয়নগুলো কিরূপ হওয়া উচিত? লেনিন, জিনোভিভ এবং রুডজুটাক ইউনিয়নগুলোকে পার্টি-কর্তৃত্বের অধীনে রাখার সুপারিশ করেন, তবে নিজেদের স্বার্থরক্ষাক্ষেত্রে শ্রমিকদের কিছুটা স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করার তাঁরা পক্ষপাতী। ট্রট্স্কী চাইলেন যে, ইউনিয়নগুলো অধিকতর ভাবে রাষ্ট্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে যাক। তিনি বললেন যে, মজুরদের রাষ্ট্রে মজুরদের অর্থনৈতিক স্বার্থ-রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র কোন সংস্থার প্রয়োজন নেই। বুখারিন একটা আপোষ মীমাংসা করতে চাইলেন। অন্যদিকে, বিরোধী পক্ষের শ্রমিকদের অভিমত এই যে, রাষ্ট্রের কোনরূপ হস্তক্ষেপের বাইরে থেকে উৎপাদন ব্যবস্থা ট্রেড ইউনিয়ন গুলোই নিয়ন্ত্রণ করবে।

মতবিরোধ ছিল তীব্র। চারটি দলের মুখপাত্ররা সামরিক কলেজে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করবার জন্য এসেছিলেন।

ভোটের সময়ে দেখা গেল যে, ৩০০ কম্যুনিষ্ট ছাত্রের মধ্যে ১৩জন ভোট দিল ট্রটস্কীর পক্ষে, ৩২জন সমর্থন করল লেনিনকে আর ২৫০ জন ভোট দিল বিরোধী শ্রমিক পক্ষে। সৌহার্দ্দপূর্ণ আবহাওয়ায় পূর্ণ স্বাধীনভাবে পার্টি সেদিন তার মতামত প্রকাশ করল। যদিও আমাদের কমাণ্ডার-ইন-চীফ ট্রটস্কীকে আমি খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম তবুও আমি ভাবছিলাম যে, ঐ ব্যাপারে

তিনি ভুল করছেন আর সেইজন্য আমি ভোট দিয়েছিলাম লেনিনের পক্ষে।

১৯২২ সালের শেষ। মস্কো প্রদেশের একটি সম্মেলনের অনুষ্ঠান হচ্ছে। সেই অনুষ্ঠানে লেনিন তাঁর শেষ বক্তৃতা করছিলেন। আমি দাঁড়িয়েছিলাম বক্তৃতা মঞ্চের কাছে। তিনি অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে কথা বলছিলেন বলে মনে হচ্ছিল। তথাপি আমাদের কারো মনে তখন একথা জাগেনি যে, এই তাঁর শেষ বক্তৃতা। আমরা এটা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়েছিলাম লেনিন চিরকালই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সহজ ও সরল ভাষায় ক্ষুদ্র কথায় সবকিছু বুঝিয়ে দেবেন আমাদের। কিন্তু তিনি যখন বক্তৃতা দিয়ে বসে পড়লেন তখন আমরা দেখলাম তাঁর ভুরুতে জমে আছে স্বেদবিন্দু। মনে হচ্ছিল তাঁর সেই চিন্তা এমন কি তার প্রকাশ পর্য্যন্ত যেন বহু আয়াসসাধ্য। তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস পড়ছিল গভীরভাবে, ভেতরে যেন একটা তীব্র বেদনা। অন্যান্য বলশেভিক নেতারা ছিলেন শ্রদ্ধা ও প্রশংসাভাজন কিন্তু লেনিন ছিলেন সকলের ভালবাসার পাত্র। ব্যক্তিগত ক্ষমতার লোভ তাঁর কাছ থেকে ছিল অনেক অনেক দূরে।

তখনও, যখন ষ্ট্যালিন তাঁর ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করছিলেন ক্ষমতার চাবি-কাঠিগুলোকে হস্তগত করবার জন্য, লেনিন তৈরী করে তুলছিলেন এমন সমাজ সচেতন এবং সক্ষম নাগরিক যাতে যে কোন রাম শ্যামই রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারে। লেনিনের কালে পার্টির বাইরে বিরুদ্ধমত প্রকাশ উত্তরকালের মত এত তীব্রভাবে উপেক্ষিত হত না; যেমন হচ্ছিল পরে "বিপ্লবের বৃহত্তর স্বার্থের" নামে। তখন পার্টির আভ্যন্তরীণ কর্ম্ম ব্যবস্থাও ছিল গণতান্ত্রিক। সব প্রশ্নের আলোচনাই হত অবাধ এবং খোলাখুলি ভাবে। কেউ যদি আমাদের ভাবধারার সীমা পেরিয়ে ভুল পথে চলে যেত তথাপি তার কোন প্রতিশোধের ভীতির কারণ থাকত না।

এই প্রসঙ্গে ১৯১৯ সালের—গৃহযুদ্ধের সঙ্কটময় বছরের—একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। তখন লালফৌজের মিশনের সঙ্গে আমাকে সিমফারোপোল পাঠানো হল সেখানকার কম্যাণ্ডার ডাইবেঙ্কোর ষ্টাফের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করার জন্যে। আমাদের মিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন ইউক্রেনের মেনশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য ম্যাক্সিম ষ্টার্ণ। যদিও সিমফারোপোল তখন অবরুদ্ধ ছিল এবং ডেনিকিন এর শ্বেতসৈন্য মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে পূর্ব্ব ক্রিমিয়ায় অবস্থিত, তবুও ষ্টার্ণ রাজনৈতিক সমাবেশের জন্য সিমফারোপোল সিটি থিয়েটারকেই মনোনীত করলেন। থিয়েটারটা তাকে এমনিই দিয়ে দেওয়া হল এবং তিনি সেখানে লালফৌজের সৈন্য এবং নাগরিকদের নিয়ে এক সভা করলেন। তিনি ওজস্বিনী ভাষায় মেনশেভিক ভাবধারা তাদের বুঝিয়ে দিলেন এবং একদলীয় একনায়কত্ব সম্বন্ধে তাঁর প্রধান বিরোধিতার কথাও বললেন। সাধারণ জনসভার রীতি অনুসারে এবং সেই উপযোগী বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব নিয়ে আমি এবং আরও দু'জন বলশেভিক তাঁর কথার উত্তর দিলাম। যদিও আলোচনা ছিল গরম গরম অর্থাৎ উত্তেজনাপূর্ণ, তবুও কখনও তা শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করে যায়নি এবং যদিও সূক্ষ্ম বিচারের ভান না করে তিনি যা বলতে চেয়েছেন সবসময় তাই বলে গিয়েছেন তবুও সমবেত জনমণ্ডলী বিপুল ভোটাধিক্যে আমাদের প্রস্তাবই গ্রহণ করল।

আমি এই প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম এই কারণে যে, বর্ত্তমানে ষ্ট্যালিনের হিংস্র নিপীড়নের রাজত্বে সমালোচনাকারী বহু ব্যক্তির মধ্যে এইভাব লক্ষ্য করেছি যে, তাঁরা মনে করেন লেনিনের কালে এবং বিপ্লবের প্রথম দিকেও বোধহয় অবস্থা একই রূপ ছিল।

১৯২১ সালের প্রথমদিকে যে কোনও বহিরাক্রমণের আশঙ্কা থেকেও মারাত্মকভাবে একটা আভ্যন্তরিক সঙ্কট রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে

তুলেছিল। এই সঙ্কটের প্রধান কারণ ছিল খাদ্যাভাব। খাদ্য সঙ্কটের কারণ হচ্ছে গৃহযুদ্ধের কালের সকল সঞ্চয় নিঃশেষ করে ফেলা এবং কৃষকদের প্রতি অবলম্বিত নীতি। সে নীতিকে এক কথায় বলা যেতে পারে—'রিকুইজিশন' অর্থাৎ জোর করে ছিনিয়ে নেওয়া।

কৃষকেরা বাজেয়াপ্ত শস্যের বিনিময়ে কিছুই পায়নি বলে শস্য বপনে অনিচ্ছুক ছিল। সহরের বাজারে কোন নিত্য প্রয়োজনীয় শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করতে পাচ্ছিল না বলে তারা তাদের উৎপাদিত শস্য হাতছাড়া করতেও রাজী নয়। অন্যদিকে সহরগুলো হয়েছিল দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন এবং উৎপাদন কমতে কমতে প্রায় শূন্যে গিয়ে ঠেকেছিল। ক্ষুধিত এবং ক্লান্ত মজুরেরা বলশেভিকদের আশ্বাসবাণীতে আর বিশ্বাস করতে পারছিল না। অসন্তোষের,—এমনকি বিদ্রোহেরও পর্যন্ত গুজব রটেছিল। মনে হচ্ছিল যেন শ্রমিক জনতা অস্ত্র সজ্জিত হয়ে তা' প্রয়োগ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। মস্কোর অবস্থা খুব উত্তেজনাপূর্ণ ছিল। ফৌজের কোন কোন রেজিমেণ্ট থেকেও অশান্তির সংবাদ পাওয় যাচ্ছিল।

ছাত্রদের হঠাৎ আদেশ দেওয়া হল যে, তারা যেন কেউ দিনে কি রাত্রে কোন সময়ই বিদ্যালয় ভবন ত্যাগ না করে। প্রয়োজনানুসারে বক্তৃতা-ঘরগুলো শয়নঘরে রূপান্তরিত হওয়ায় রাইফেলে সজ্জিত হয়ে রাত্রে ওখানেই আমরা ঘুমাতাম। কেন্দ্রীয় কমিটির তরফ থেকে কার্ল রাডেক আমাদের কাছে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার জন্যে এলেন। রুগ্ন, ফ্যাকাশে চোখ, কুৎসিত এবং সুচতুর রাডেক মুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর কানের কাছে ঝাড়া তিন ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়ে গেলেন। যদিও তাঁর পোলিশ উচ্চারণগুলো ছিল ভীতিজনক তবুও তাঁর আগ্রহ এবং ব্যাখ্যার অকুণ্ঠ গভীরতায় আমরা এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম যে, প্রথম পনের মিনিটের পর আমরা সেকথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

তিনি সঙ্কটের গুরুত্বকে কখনও আমাদের কাছে গোপন করার চেষ্টা করেননি। সোভিয়েট রিপাব্লিকের সভাপতি কেলিনিন কলকারখানায় আপ্যায়িত হচ্ছিলেন বেড়ালের ডাক, ছি ছি এবং 'অনেক বাৎ শুনেছি এবার রুটী দাও' প্রভৃতি ধ্বনি সহযোগে। বল্টু এবং রেঞ্চ প্রভৃতি হাতিয়ারও তাঁর প্রতি ছোঁড়া হয়েছিলো।

রাডেক বললেন, "পার্টি হল শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন অগ্রগামী দল। আমরা এখন এমন একটি স্তরে এসে পৌছেচি যখন শ্রমিকেরা সহনশীলতার শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। আজ যে অগ্রগামী দল তাদের সংগ্রাম এবং ত্যাগের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের আর অনুসরণ করতে তারা প্রস্তুত নয়। আমাদের কি ঐসব শ্রমিকদের দাবীর চীৎকার মেনে নেওয়া কর্ত্তব্য? তারা ধৈর্য্যের সীমান্তে গিয়ে উপনীত হয়েছে সত্য, কিন্তু তাদের সত্য স্বার্থ তারা উপলব্ধি করতে অক্ষম। সেটা বুঝি আমরা। খোলাখুলি বলতে গেলে, বর্ত্তমানে তাদের মনোবৃত্তি প্রতিক্রিয়াশীল। কিন্তু পার্টি স্থির করেছে, আমরা ওদের দাবীর কাছে কিছুতেই মাথা নোয়াব না। জয়লাভের পথে আমাদের শ্রান্ত এবং অবসাদগ্রস্ত অনুগামীদের উপর আমাদের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতেই হবে। গুরুতর ঘটনাবলী এগিয়ে আসছে, তোমাদের প্রস্তুত হতে হবে...।" এর অর্থ হল এই যে, আমাদের অস্ত্র প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার না করে পার্টির সমর্থনকারী জনতার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা প্রয়োজন হতে পারে।

এক কি দুই সপ্তাহ পর ১৯২১ ইংরাজীর মার্চ্চ মাসে ঠিক এমনি ঘটনা ঘটল ক্রোনষ্টাডে। সে সময়ে মস্কোতে দশম পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশন চলছিল। রুশ রিপাব্লিকের প্রধান দুর্গ ঐ ক্রোনষ্টাড্। তাদের সেই দুর্গের উপরই নির্ভর করছিল পেট্রোগ্রাডের নিরাপত্তা। তথাকার সৈন্যবাহিনী এবং বে-সামরিক অধিবাসীরা বিদ্রোহ করে বসল। যখন

দেশে অত্যন্ত খাদ্যাভাব, মানুষের নৈতিক শক্তি নিম্নতম স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে, সে সময়ে এই বিদ্রোহ গণতন্ত্রের ধ্বংসের আশঙ্কা নিয়ে দেখা দিল। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি এই বিদ্রোহের সুযোগ গ্রহণ করে আবার গৃহযুদ্ধকে নূতন করে চাগিয়ে তুলবে বলে আশা করছিল।

সর্ব্বব্যাপী একটা অবসাদের সময়ে ইহা প্রতিবিপ্লবে পরিণত হতে পারে। বলশেভিকদের বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করছিল তারা এতে হৃদয়ে নূতন প্রেরণা লাভ করল। রাজতন্ত্রের পক্ষপাতীরা, রাঙ্গেল এবং ডেনিকিনের অনুগামীরা বিদ্রোহীদের সমর্থন পাবার জন্য ক্রোন্ষ্টাডে দূত প্রেরণ করল। বলশেভিকদের ভয় হল সোভিয়েট্ পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে "কম্যুনিষ্টহীন সোভিয়েট" আওয়াজ তুলে ক্রোন্ষ্টাড সত্বরই বিপ্লবের সম্পূর্ণ পরাজয় এবং ধনতন্ত্রবাদের পুনঃপ্রবর্ত্তনের সূচনাস্থল বলে পরিগণিত হতে পারে। যদি ব্যাপারটির গুরুত্ব অল্প হত তাহলে বিদ্রোহীদের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ-আলোচনার সময় পাওয়া যেত, কিন্তু পরিস্থিতির গুরুত্ব সোভিয়েট সরকারকে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য করল।

পার্টি-কংগ্রেস এ অবস্থায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা বন্ধ করে দিলেন। শ্রমিকদের বিরোধীদল ভেঙ্গে দেওয়া হল। অসন্তুষ্ট বিরুদ্ধবাদী দলগুলি এবং সর্ব্বপ্রকারের আন্দোলন নিষিদ্ধ হল। শত শত প্রতিনিধি ক্রোন্ষ্টাডের যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রামের জন্য রওনা হলেন। আমাদের কলেজের একটি গোটা ক্লাসের ছেলেরা তথাকার সৈন্যবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধির জন্য প্রেরিত হল।

দু'সপ্তাহ পরে আমার বন্ধুর দল ফিরে এল ক্রোন্ষ্টাড থেকে—বিজয়ী হয়ে, কিন্তু অতি তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে। কউরসান্টি প্রথম ব্রিগেডের অধিনায়ক ছিল টুরচান্। 'কউরসান্টি' মিলিটারী স্কুলের ছেলেদের নিয়ে গঠিত। টুরচানের দল বরফের মধ্য দিয়ে আক্রমণ চালাতে গিয়েছিল। তারা রওনা হয়েছিল ফিন্ল্যাণ্ড উপসাগরের উত্তর তীর থেকে।

বিদ্রোহী দুর্গগুলির গোলাগুলির আঘাতে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছিল। গুলীর মুখে বরফের সমগ্র স্তূপ ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল। হিমশীতল জলস্রোতে শত শত সমরশিক্ষার্থী বালকেরা ডুবে মরল। গলে যাওয়া বরফের স্রোতের ভয়ে ত্বরিৎগতিতে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করা হল, নইলে বিদ্রোহীদের যুদ্ধ জাহাজ ব্যবহার করবার সুযোগ দেওয়া হত। এবার ডাইবেঙ্কো এবং ফেডকোর পরিচালনাধীন আক্রমণকারী সৈন্যের দুইটি ডিভিসন দক্ষিণ তীর থেকে অগ্রসর হল। সৈন্যেরা জমাট-বাঁধা বরফের উপর দিয়ে নিজেদের এগিয়ে যাওয়া গোপন রাখবার উপায় হিসাবে সাদা আলখাল্লা পরে অগ্রসর হতে লাগল। আদেশ ছিল, যে কোনভাবেই হোক ক্রোনস্টাডে পৌছতেই হবে। দুর্গের গোলাগুলি বহু আক্রমণকারী সৈন্যদের হত্যা করল, কিছু সময়ের জন্য দ্বীপের অল্পদূরে তাদের অগ্রগতি রুদ্ধও হয়েছিল। দুটি ভীতি-উন্মাদ সৈনিক বরফ-স্তূপে আটকে থাকা একটি বার্জের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল—তারা অস্বীকার করেছিল লাইনে ফিরে আসতে। বোরশ্চেভস্কি ছিলেন সেই রেজিমেন্টের কর্ত্তা। তিনি তাঁর সৈন্যদের সম্মুখেই সেই দু'জনকে গুলী করে মারলেন। তারপর সৈন্য দলকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। দারুণ সৈন্যক্ষয়ের পর সোভিয়েট বাহিনী দুর্গে পৌছুতে সক্ষম হল। দু'এক ঘণ্টা যাবৎ পথে যুদ্ধ চলল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ দমিত হল। বিদ্রোহীরা পার্টির অনুরক্ত যেসব কম্যুনিষ্টদের বন্দী করে রেখেছিল তারা সকলে পেল মুক্তি। আমি আমার বন্ধুদের কাছে শুনেছিলাম এসব কাহিনী, তারা অত্যন্ত বিমর্ষচিত্তে বর্ণনা করেছে আমার কাছে।

আমার শিক্ষাকালের মাঝখানে একখানি চিঠি এসে পৌছল আমার কাছে—মায়ের অসুখ। দু'বার টাইফাসের আক্রমণ হয়েছিল তাঁর ওপর, ফলে গুরুতর পীড়িত অবস্থায় তিনি এখন একটি ফিল্ড-হাসপাতালে

শয্যাশায়িনী। আমি তাঁকে দেখতে যাবার জন্য ছুটি চাইলাম। ক'মাস আগে পথের ক্ষুদ্র একটি রেলওয়ে ষ্টেশনে আমি যখন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেই তখন চল্লিশ বৎসর বয়স্কা নারী আমার মাকে দেখেছি—জীবনী শক্তিতে ভরপুর সমুন্নত দেহধারিণী। এখন দেখলাম দেহ হয়ে গেছে শীর্ণ, সর্ব্বাঙ্গে পড়েছে কুঞ্চন রেখা, তিনি নুয়ে পড়েছেন এবং মনে হচ্ছিল তাঁর কুড়ি বছর বয়স বেড়ে গেছে। তাঁর চুলগুলি ছেঁটে দেওয়া হয়েছে এবং মন তার হয়ে পড়েছে বিপর্য্যস্ত। আমি তাঁকে আমার সঙ্গে বাস করতে নিয়ে এলাম। আমার এক পাউণ্ড রুটি ভাগ করে দু'জনে প্রত্যেকদিন খেতাম। আরো ছিল আমাদের খাদ্য—ময়দা ও দু'টি কি তিনটি হ্যারিং মাছ। এ খাদ্য খেয়ে অল্পে অল্পে তাঁর শক্তি ফিরে আসছিল।

মস্কোর অধিকাংশ অধিবাসীদের চেয়ে আমাদের অবস্থা যদিও কোন অংশে খারাপ ছিল না তথাপি মা তিক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বলশেভিকদের নামে জ্বলে উঠতেন এবং আমি একটা অসৎ আদর্শে আমার জীবন উৎসর্গ করেছি বলে আমাকে অভিযুক্তও করতে লাগলেন। তিনি বললেন, "দু' বছর ধরে লড়াই করছ কিসের জন্য ? ফল হয়েছে ঐসব মৃত্যু আর দুঃখভোগ। আমরা যখন না খেয়ে আছি তখন ক্রেমলিনে বসে কমিসারেরা বিলাসে গড়াগড়ি দিচ্ছে। এরি জন্য যুদ্ধ করছ ?"

তাকে একথা বলে লাভ নেই যে, আমাদের নেতারা অত্যন্ত সাধারণ ভাবেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করছেন। বেশ কিছুদিন আমি ধৈর্য্য ধরে ছিলাম, কিন্তু উত্তর দিতে বাধ্য হলাম, "তুমি কাউণ্টেস্ ব্রেন্‌নিটজ কায়ার জন্যে দৈনিক পঁচিশটি কোপেকের (রাশিয়ান মুদ্রা) বদলে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেছ। আমরাও দুঃখভোগ করছি সত্য, কিন্তু এ দুঃখভোগ একটি নতুন সমাজ গড়ে তোলবার জন্য। সে সমাজে থাকবে প্রত্যেকটি মানুষের জন্যে প্রচুর সুখভোগ।"

য়ুরেনেভ বোখারার সোভিয়েট দূত নিযুক্ত হওয়ার পর প্রাচ্য দেশের ভাষাজ্ঞান জানা আছে এমন কয়েকজন কর্ম্মচারী চাইলেন জেনারেল ষ্টাফের কাছে। জেনারেল ষ্টাফ আদেশ পাঠালেন কলেজে। কলেজ থেকে তেমনই পাঁচজন ছাত্র নির্ব্বাচিত হলেন রাশিয়ান মিশনের সামরিক সহকারীরূপে বোখারাতে যাবার জন্যে। আমি হলাম সেই পাঁচজনের একজন।

এ এক অদ্ভুত অভিযান; এ যেন ঠিক মধ্যযুগে অজ্ঞাত রাজ্যে যে ভাবে লোক পাঠান হত অনেকটা সেইরূপ। দূতাবাসের কর্ম্মচারী সংখ্যায় ৪৬ জন। আমরা একটি সম্পূর্ণ ট্রেন দখল করে বসলাম। একখানি প্রথম শ্রেণীর কাম্‌রা সমন্বিত হাস্‌পাতাল-ট্রেন অস্থায়ীভাবে আমাদের দেওয়া হয়েছিল। বে-সামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে একজন পাচক এবং কয়েকজন টাইপিষ্টও ছিল, তাছাড়া আমরা আমাদের সঙ্গে নিয়েছিলাম লালফৌজের একদল সৈন্য। খাদ্যবস্তু, ওষুধপত্র, অস্ত্র-শস্ত্র, ব্যবসায়ের কিছু জিনিসপত্র এবং কিছু উপহারের দ্রব্যও সঙ্গে ছিল। মিশনের বিবাহিত সদস্যেরা তাদের পরিবারও সঙ্গে নিয়েছিল।

আমাদের গাড়ীর প্রথম শ্রেণীতে একটি রিজার্ভ কামরা অধিকার করেছিলেন একটি অপরিচিতা মহিলা। শোনা গেল বোখারার একজন কূটনৈতিকের বিধবা স্ত্রী তিনি। আমি ভেবেছিলাম দেখব একটি ছোট্ট এশিয়াটিক মেয়েকে, রোদে-জলা কালো হবে তার চেহারা। বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম তা নয়—আমি পরিচিত হলাম একটি সুন্দরী নির্ভেজাল রাশিয়ান টাইপের তরুণীর সঙ্গে। মনে হল অতি তরল হৃদয়ে সে তার দুঃখের হাল্কা বোঝা বহন করছে। আসলে মহিলাটি ছিলেন ভূতপূর্ব্ব সোভিয়েট দূত আপ্রেলেভের বিধবা স্ত্রী। আপ্রেলেভের মৃত্যুর কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। মস্কো-জগৎ থেকে পালিয়ে যাবার জন্য মহিলাটি মধ্য এশিয়ায় যাচ্ছিলেন। সম্ভাবিত

সামাজিক পরিবর্ত্তনের প্রতি তাঁর কোন অনুরাগ ছিল না, তিনি তা এড়িয়ে থাকতে চান, তিনি চান নির্জন স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন-যাপন করতে। যতই আমাদের যাত্রা এগোতে লাগল ততই তিনি দেখতে পেলেন, আমরা সেখানে একটা ক্ষুদ্রাকৃতি মস্কো গড়ে তুলেছি। প্রায় সবগুলি লোকই তাঁর পায়ে পায়ে ফিরছিল। সময়ে সময়ে একঘেয়েমির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে তিনি তাদের সঙ্গ দিতেন, কিন্তু পরে আমাদের ওপর এবং তাঁর নিজেরও ওপর তাঁর অসন্তোষ প্রকাশ পেল। একদিন তিনি আমার কাছে তার নির্জনতার ইচ্ছাটা ব্যক্ত করলেন। আমি তার উত্তরে প্রায় নীচের কথাগুলি বলেছিলাম, "আপনি যদি সত্যিই একাকী থাকতে চান তাহলে আমি আপনাকে এ সমস্যার একটি সমাধান বাৎলাতে পারি মনে হচ্ছে। আপনি যতদিন পর্য্যন্ত কারো সঙ্গে অসম্পর্কিত হয়ে থাকবেন ততদিন আপনার মত সুন্দরী এবং সর্ব্বজনকাম্য একজন তরুণী মেয়ে ঐসব বিপদপূর্ণ জীবনপথের যাত্রী তরুণদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেনই। আমি গভীর ব্যর্থতা লাভ করেছি, ফলে আপনার আকর্ষণ অনুভব করতে পারি না, আর আমাকেও মেয়েরা আকর্ষণ করে না। আমি নামে মাত্র আপনাকে বিয়ে করতে রাজী হতে পারি। বাহ্যতঃ, আপনি হবেন আমার স্ত্রী, কিন্তু আসলে আপনি সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবেন। আমরা দু'জনেই বিবাহ চুক্তির কোন ধার ধারব না। এ প্রস্তাবটা আপনার কাছে কেমন লাগছে ?"

ওলগা ফেডোরোভ্না আমার পরিকল্পনা শুনে হাসিতে ফেটে পড়লেন, কিন্তু যখন তিনি অনুভব করলেন যে, আমি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গেই কথাটা বলেছি তখন তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "তোমার প্রস্তাব আমি গ্রহণ করলাম। বোখারা গিয়েই আমাদের বিয়ে হবে।"

এই শুভ-সংবাদ আমরা আমাদের সঙ্গী-সাথীদের কাছে ঘোষণা

করলাম। কোনরকম ঈর্ষাকাতর না হয়ে আমার ওপর অভিনন্দন বর্ষণ করল ওরা।

বোখারা সোভিয়েট দূতাবাসে গিয়ে যেসব সহযোগিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল, তাদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। তাদের দেহে কুইনিনেরও কোন প্রতিক্রিয়াই হচ্ছিল না। প্রত্যেকেই জ্বরে শয্যাগত, সে জ্বর মধ্য-এশিয়ার এক অদ্ভুত রকমের ম্যালেরিয়া। প্রায়ই তাতে রোগীর মৃত্যু ঘটে, যখন মৃত্যু ঘটে না তখন রোগীকে একেবারে শক্তিশূন্য নির্জীব করে রাখে। আমরা যেন একটি প্রতাত্মাতে পূর্ণ দূতাবাসে ওদের মুক্ত করতে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

আমার ভাবী বধূ ওল্‌গার একটি প্রিয় বান্ধবী ছিল সেই দূতাবাসের কর্মচারীদের মধ্যে—তার নাম মারুস্যা। মারুস্যা প্রবেশপথে সানন্দে ওল্‌গাকে অভিনন্দন জানাল। মারুস্যা অর্দ্ধ-বয়সী স্থির-প্রতিজ্ঞ একটি মেয়ে মানুষ, ম্যালেরিয়াও তার উচ্ছল প্রাণশক্তিকে দমন করতে পারেনি। এই তরুণী বিদবাটির দেখাশোনা সে তার কর্ত্তব্য বলে মনে করেছিল। সে আমাদের বিয়ের সব কিছু আয়োজনের ভার গ্রহণ করল—তাতে তার উৎসাহও ছিল প্রবল। সে মোটেই জানত না যে, আমাদের এ বিয়েটি শুধু আনুষ্ঠানিক মাত্র। মুরেনেভ তাঁর নিজস্ব গাড়িখানি এই উপলক্ষ্যে ধার দিলেন। সেটা এসে পৌঁছল পুষ্পসম্ভারে পরিপূর্ণ হয়ে। যখন আমরা সিটি হলে গিয়ে পৌঁছলাম তখন আবিষ্কৃত হল যে, মারুস্যা ছাড়াও আমাদের বিয়ের আরেকজন সাক্ষী প্রয়োজন। আমি দেখতে পেলাম আমাদেরই সহযোগী সিং-কিয়াং-এর সোভিয়েট কনসাল রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। এক সঙ্গেই আমরা এসেছি। তাঁকে আমাদের অনুষ্ঠানে সাক্ষী হতে অনুরোধ করলাম। রেজিষ্ট্রেশন অফিসে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে একটা প্রতিদ্বন্দ্বীসুলভ হাসি মুখে নিয়ে ওল্‌গা আমার দিকে ফিরে চাইলেন।

"তুমি কি এখনও এ বিয়েতে রাজী আছ? তুমি কি মনে কর না ব্যাপারটাকে আমরা আগাগোড়া অতিরিক্ত হাল্কাভাবে গ্রহণ করছি?"

"পিছিয়ে পড়বার কোন কারণ নেই", আমিও উত্তর দিলাম।

বিয়ে রেজিষ্টারী করার চেয়ে সহজ ব্যাপার আর কিছু নেই আমরা আমাদের নাম দস্তখত করলাম, সাক্ষীরা তাদের।

"সুখী হও" সোভিয়েট কর্মকর্ত্তাটি তার লেজার বইখানা বন্ধ করতে করতে বললেন। সমস্ত অনুষ্ঠানটি এখানেই শেষ হল।

আমরা চারজন একটি ছোট জর্জিয়ান রেস্তোরায় গেলাম। পূর্ব্ব-রাশিয়ায় এ-জাতীয় রেস্তোঁরাতেই শাশলিক্ মিষ্টান্ন এবং ড্রাই মদ পাওয়া যায়। এগুলি এই ধরনের রেঁস্তোরাগুলিরই এক চেটিয়া। রেস্তোঁরার মালিক আমাদের চিরপ্রচলিত সাদর আহ্বান জানাল। হাসি হাসি মুখ স্থূলদেহ ঐ জর্জ্জিয়ানটির মাথায় ছিল গাঢ় রক্তবর্ণ একটি ভেলভেটের টুপি এবং পায়ে ছিল কাজ করা চটি।

রাত্রির আঁধার যখন এল, তখন আমরা দূতাবাসে ফিরে এলাম। আমি আমার স্ত্রীকে শুভরাত্রি জানিয়ে বারান্দায় গিয়ে মুক্ত আকাশের নীচে ঘুমিয়ে পড়লাম।

এ ব্যাপার নিয়ে আমাদের বান্ধবী মারুস্যা কেমন যেন উদ্বিগ্ন এবং বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। এই নব-বিবাহিত দম্পতির সুখের দায়িত্ব কি তারও কিছুটা নয়? অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সে কঠোর পরিশ্রম করেছে। এখন আমরা তাকে যে কৈফিয়তের প্রবোধ দিচ্ছি তা তার কাছে মনে হল অপমানজনক। সমস্ত ব্যাপারটাই কি তবে তামাসা? আমরা তাকে বোকা বানিয়েছি! প্রত্যেককেই আমরা বোকা বানিয়েছি! ব্যর্থতার ক্রোধে জ্বলে উঠে সে আমাদের বলল, আমরা দুটি ইডিয়ট। বলে সে তার ঘরে চলে গেল।

সে রাত্রি এবং তারপর আরো বহু রাত্রি আমি কাটিয়েছি একাকী আমার রোয়াকে, আকাশের তারার নীচে শুয়ে।

আমরা তথাকার অবস্থার তথ্যসংগ্রহ করতে আরম্ভ করে দিলাম। খোদজায়েভ এবং মুখেদিনভ্ নামক দুইটি জাতি থাকা সত্ত্বেও বোখারা নাজীরদের দ্বারা গঠিত একটি গণতন্ত্রদ্বারা শাসিত হচ্ছিল। নাজীরদের অনেকটা আমাদের পিপ্‌ল্‌স্ কমিসারদের মত মনে হত। নাজীরেরা সকলেই বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং তরুণ বোখারা পার্টির সদস্য। এরা সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীদের তরুণ বংশধর। নবীন তুর্কীদের কাছ থেকে তাঁরা প্রেরণা লাভ করেছিলেন এবং জাতীয় পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন দেখছিলেন। যে দেশে আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব, যেখানে নেই আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠান, নেই শ্রমজীবী শ্রেণী, সেখানে "শোওরা" (সোভিয়েট) শব্দটি অদ্ভুত শোনায়।

একটি স্থানীয় সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট গঠন করা হয়েছিল এবং তরুণ বোখারা পার্টিকে 'বোখারা কম্যুনিষ্ট পার্টি'তে নামান্তরিত করে কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থায় তাদের "সহানুভূতিশীল" বলে গ্রহণ করা হয়েছিল। আমীরের এবং বড় বড় অভিজাতবর্গের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, কিন্তু ব্যবসায়ী এবং কৃষিজীবীদের উপর মোটেই হস্তক্ষেপ করা হয়নি। সেখানে দুজন রুশ পরামর্শদাতার কর্তৃত্বাধীনে একটি চেকা (গোপনে পুলিশের কাজ করে এরূপ সোভিয়েট সমিতি) প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। চেকা অনেক সন্দেহ ভাজন ব্যক্তিকেই গ্রেপ্তার করেছে কিন্তু কাকেও গুলী করে মারেনি। নূতন সরকার বোখারাতে বহুশতবর্ষযাবৎ যে ভাবে সরকারী কার্য্য পরিচালিত হয়েছে সেই ভাবেই কাজ করে যাচ্ছিল। হয়তো দেখেছি একজন নাজীর বা মন্ত্রী একখানি কার্পেটের উপর আসন করে বসে আছেন। অনুলিপিকারকে তাঁর আদেশ মুখে মুখে বলে যাচ্ছেন, সে পুরনো পারসী হরফে হাতের উপর

রাখা একখানি বোর্ডে লিখে যাচ্ছে। এসব ব্যাপার যখন ঘটছে তখন বাদামাকৃতি চোখওয়ালা তরুণেরা আসা-যাওয়া করত, তাদের কয়েকজন হয়ত বা চামড়ার জামাপরা, তার সঙ্গে খাপে ঝোলান আছে রিভলবার; কিন্তু এ দেখেও কিছুতেই মনে সন্দেহ হবে না যে তারা সামরিক।

বোখারার নূতন কর্ত্তারা আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করতে পারেন, কিন্তু অন্তরে অন্তরে তারা আমাদের শত্রু বলে ভাবতেন। তাঁদের কাছে সোভিয়েট শক্তি রাশিয়ার শক্তি ছাড়া কিছুই নয় এবং সে শক্তিকে তারা ভয় করত। কাজেই তাদের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে আমরা যথাসাধ্য কোনরূপ হস্তক্ষেপ করতাম না; সত্যি কথা বলতে কি, আমরা সেই সম্বন্ধে কিছু জানতামও না। আমরা এটুকুই জানতাম, দিনের বেলার ব্যবসায়ী বোখারার কম্যুনিষ্টেরা সম্পূর্ণ ঘটনাক্রমে ব্যবসায় কালের পরে সন্ধ্যাবেলা তাদের পার্টির সভা করত। তাদের অন্তরে বিপ্লবের চেয়ে জাতীয়তাবাদ ছিল বেশী প্রবল। তারা প্রকৃতপক্ষে রক্ষণশীল মুখেদিনভ্ জাতির অনুরাগী ছিল। আমাদের বন্ধু ফয়জুল্লা খোদজায়েভের অদম্য কর্ম্মশক্তিকে ধন্যবাদ! তা না হলে প্রতিদ্বন্দ্বী মুখেদিনভ্ দলের ঐশ্লামিক শক্তিসৌধ গঠনের সহানুভূতিশীল প্রেরণা সেখানে কার্য্যকরী ভাবে রূপলাভ করত।

শীঘ্রই আমাদের মিশনের নবাগত কর্ম্মচারীরা প্রায় সকলেই একে একে ম্যালেরিয়ার কবলে পড়ল। কোন কোন দিন আমরা সকলেই শয্যাগত হয়ে থাকি এবং দূতাবাসের দ্বার থাকে বন্ধ।

ওলগা ফেডোরোভ্‌নাও জ্বরে শয্যাশায়িনী হয়ে পড়েছিল। বহুদিনের ঘনিষ্ঠতায় আমাদের পরস্পরের সম্পর্ক কিছুটা মার্জ্জিত বিনয়নম্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কখনো কখনো আমি তার কাছে গিয়ে তার শয্যা-পার্শ্বের টেবিলের উপর কয়েকটা ফুল রেখে দিতাম এবং তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে

জিজ্ঞাসাবাদ করতাম, তারপরেই ঘোড়ায় চড়ে পরিদর্শন কার্য্যে বেরিয়ে পড়তাম। আমি জানতে পারিনি কি করে আমাদের মধ্যে সম্পর্কটা তিক্ত হয়ে উঠছিল। আমি নিজে নিজে যদিচ গর্ব্ব অনুভব করছিলাম যে, একটি অত্যন্ত ঠুন্‌কো অবস্থার সঙ্গে আমি নিপুণ কুশলতায় খাপ খাইয়ে চলছিলাম—কিন্তু একদিন সে তার প্রতি আমার মনোযোগের অভাবের জন্য আমাকে ভৎর্সনা করল। আজো মনে আছে একদিন তীব্র কথা কাটাকাটির পর আমি ত্বরিৎগতিতে সেখান থেকে চলে এসেছিলাম। ঘোড়ায় চড়ে রাস্তায় চল্‌তে চল্‌তে আমার পদলগ্ন ঘোড়াকে আঘাত করবার তীক্ষ্ণ বস্তুটি তার পাশে জোরে বসিয়ে দিলাম তারপর জোর কদমে আমার দলের থেকে অনেকখানি এগিয়ে চললাম। দলে আমিই ছিলাম একমাত্র দক্ষ ঘোড়সওয়ার। আমি সকলকে একটা উন্মাদ ঘৌড়দৌড় প্রতিযোগিতায় মাতিয়ে তুললাম। লাফ দিয়ে পার হচ্ছিলাম স্রোতধারাগুলি, পূর্ণগতিতে বহু উদ্যানের ভিতর দিয়ে চলছিলাম। য়ুরেনেভ প্রায় পড়েই যাচ্ছিল, তার গালিবর্ষণে আমি কোনই উত্তর দিলাম না। আমাদের সেই মারাত্মক অশ্বারোহণ পর্ব্ব চলতে লাগল। আমার বন্ধুরা সকলেই সেদিন নিজেদের জীবন বিপন্ন করেছিল। শেষ পর্য্যন্ত য়ুরেনেভ এমন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল যে, সে তার রিভলবার হাতে নিয়ে আমাকে থামতে আদেশ করল। পরে যখন সে তার আত্মসম্বিৎ ফিরে পেল তখন বলেছিল, "আশ্চর্য্য লোক তুমি! আমার কথা যদি না শুনতে, আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি, নিশ্চয়ই তোমার ঘোড়াকে আমি খুন করতাম।"

একটা নিয়মিত বিশ্রামান্তে জ্বরের ক্রমাগত আক্রমণ আমাকে বিছানা থেকে একবার তুলছিল আবার পাশ ফেরাচ্ছিল। রোগের সময় আমার একটি নতুন বন্ধু দেখা করতে আসত। সে হল আমু দরিয়া নদীর লাল নৌবাহিনীর একজন নাবিক। সেই নৌবাহিনীটি পুরানো জীর্ণ

যুক্তজাহাজগুলির সমবায়ে গঠিত একটি বিশেষ বাহিনী। সেই অঞ্চলের ঘটনাবলীতে তারা একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। মিচা সঙ্গে নিয়ে আসত তার স্ত্রীকে। তার স্ত্রী ছিল একটি ছোট রাশিয়ান কৃষক রমণী। স্বামীর ফরাসী ব্র্যাণ্ডি-প্রীতির সেও অংশভাগিনী হত। মিচার ব্রাণ্ডি পান করে জ্বরের গতিরোধ করবার চেষ্টার ফলে আমি অস্বস্তিকর খারাপ অবস্থায় পড়েছিলাম। ওল্গা তার নীচের ঘর থেকে শুনতে পেত তারা মদ্যপান করছে, হাসছে, গান গাইছে। সে মনে মনে দুঃখিত হত। আমি নিজেকে মনে করতাম তিরস্কৃত। আমরা নিজেদের এমন এক অবস্থায় ফেলেছিলাম যাতে কেউ কারো নিজের মনের কথা ব্যক্ত করতে পারতাম না। অবশেষে সে স্থির করল রাশিয়ায় ফিরে যাবে। আমি তার ব্যাগটি নিয়ে গাড়ীতে তুলে দিলাম, সেই গাড়ী যে গাড়ী আমাদের বিবাহ-বাসরে নিয়ে গিয়েছিল। শেষ আলাপের বিনিময় হল আমাদের দুজনের মধ্যে। কথাগুলি ছিল অর্দ্ধগুপ্ত দুঃখিত অন্তরের অভিব্যক্তিতে আবৃত।

পূর্ব্ব বোখারার অবস্থা দিন দিন মন্দ থেকে মন্দতর হয়ে উঠছিল। পদচ্যুত আমীরের দলীয় বাসমাচিরা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। সেই অঞ্চল থেকে যেসব রিপোর্ট আসছিল, তা অনেক সময় ছিল অসম্পূর্ণ এবং পরস্পর বিরুদ্ধ। কৃষকদের কাছ থেকে গম কেনবার জন্য যে সমস্ত সোভিয়েট এজেন্টদের পাঠানো হয়েছিল, তারা সব নিখোঁজ হয়ে গেছে। স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে স্থানীয় সামরিক ও বে-সামরিক কর্তৃপক্ষ অবস্থা আয়ত্তে রাখতে পারছে না। তথাকার সোভিয়েট কনসালকে ডেকে পাঠালেও তিনি সেখানেই রয়ে গেছেন, রিপোর্ট করেছেন যে, তিনি ম্যালেরিয়ায় গুরুতর পীড়িত। য়ুরেনেভ্ আমাকে পূর্ব্ব-বোখারার কনসাল জেনারেল এবং মিলিটারী রেসিডেন্ট নিযুক্ত করলেন। আমি অবিলম্বে সেই অঞ্চলের শাসনকেন্দ্র কারসিতে রওনা হয়ে গেলাম।

কাবুসি একটি ক্ষুদ্র অর্দ্ধপরিত্যক্ত সহর, পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। সেখান থেকে আফ্‌গান সীমান্ত একশ' পঞ্চাশ মাইলেরও কম। সেখানে যে এক ব্রিগেড সোভিয়েট্ পদাতিক বাহিনী ছিল, তাদের প্রায় দশমাংশ জ্বররোগে নিঃশেষ হয়ে গেছে। স্থানীয় কম্যুনিষ্টরা তাদের সময়কে ভাগ করেছে ব্যবসায়ে, মস্‌জিদে গিয়ে প্রার্থনায় এবং মিউনিসিপাল কার্য্যে যোগদান। আমাদের আর ওদের মধ্যে সম্পর্ক হয়ে উঠেছিল তিক্ত। তারা আমাদের খাদ্যবস্তু সরবরাহে অনিচ্ছুক ছিল, আমাদের বাইরে থেকে সরবরাহ আনতে বাধ্য করেছিল।

আমি তাদের বললাম, "লাল-ফৌজকে বেঁচে থাকতে হবে, একথা ভুলে যেও না যে, আমরা যদি চলে যাই তাহলে আমীরের বাস্‌মাচিরা এসে তোমাদের সকলের গলা কাটবে।"

আমার এই যুক্তি যতই কেন না সারবান হ'ক, তারা তাদের চাল-ময়দার বস্তা হাতছাড়া করতে রাজী নয়। দু'বার বাস্‌মাচিরা এসে সহর লুঠ করে নিয়ে গেছে। বাড়ীগুলির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ধ্বংস করে গেছে। অধিবাসীরা হয় পালিয়ে গেছে পাহাড়ে, না হয় হত হয়েছে। ঐসব ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ীগুলির ভগ্নাবশেষ সূর্য্যালোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। তার চারিদিকে দেয়ালহীন সেরা বাগানগুলিতে মিষ্টি আঙ্গুরের গাছগুলি দেখে সত্যই দুঃখ হয়।

সৈনিকের জীবন দুঃখ-কষ্টের জীবন। মাঝে মাঝে রাত্রিকালে বাস্‌মাচিরা শহরে এসে হানা দেয়। তারা আক্রমণ এবং লুঠতরাজ করে, সৈনিকেরা এসে উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বেই পালিয়ে যায়। তখন আবহাওয়া ছিল গরম এবং অত্যন্ত অবসাদজনক। প্রত্যেক সপ্তাহে জ্বররোগে মৃত কয়েকজন লোককে আমরা সমাধিস্থ করতাম। আমাদের গুপ্তচর বিভাগ বাস্‌মাচিদের গতিবিধি সম্বন্ধে ভাল করে খবর দিচ্ছিল না। ঐ বাসমাচিদের সঙ্গে ইংরেজের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। কয়েকদল

ইংরেজ আফগানিস্থান এবং "বিশ্বের ছাদ" নামে কথিত পামীর পর্ব্বতমালার দুর্গম অঞ্চলের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিল। তারা সেখানে খাদ্যবস্তু কিনছিল স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বিনিময়ে।

আমি কারশিতে প্রায় দু'মাস ছিলাম। কিন্তু সে দু'মাসই আমার স্বাস্থ্যটাকে ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। জ্বরই একমাত্র উপদ্রব নয়, আমি একটা স্থায়ী পায়ের ঘায়ে ভুগছিলাম। সে অঞ্চলের ইউরোপীয়দের এ একটা সর্ব্বজন-ভোগ্য রোগ। আমি আমার আদেশ ও চিঠিপত্র বিছানায় শুয়েই শুয়েই অন্যকে দিয়ে লেখাতাম। আমার পা ঘরের মাঝখানে রক্ষিত একটি ষ্টোভের দিকে প্রসারিত থাকত। আমি দর্শনপ্রার্থীদের সঙ্গে সেই অবস্থায় থেকেই দেখা করতাম। আমার বাম পা ঘায়ে এমন পরিপূর্ণ ছিল যে সে-পায়ে বুটজুতা পরতে পারতাম না—একপায়ে টার্কিশ চটি পরেই আমাকে বাইরে যেতে হত।

আমার কাজকর্ম্ম অনেকটা অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল। আমাদের অফিসারেরা ফ্রণ্ট থেকে রেশনের অভিযোগ নিয়ে আসতেন এবং অনুরোধ করতেন স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে খাদ্যবস্তু রিকুইজিশন্ করে নেওয়ার অধিকার দিতে। বোখারা সৈন্যবাহিনীর দেশীয় অফিসাররা পরামর্শ গ্রহণ করতে আসতেন অথবা কেন্দ্রীয় কম্যাণ্ডের আদেশের ব্যাখ্যা করতে বলতেন অথবা তাদের সৈন্যবাহিনীর আত্মরক্ষার পরিকল্পনা এবং নির্দ্দেশাবলী প্রস্তুত করা সম্পর্কে আলোচনা করতেন। পাঁচটার সময় একদফা জ্বরের আক্রমণ হত আমার ওপর, রাত্রির পূর্ব্বে সে জ্বর ছেড়ে যেত না। তারপর যখন বিছানা থেকে উঠে বসতাম, তখন আমি সম্পূর্ণ অবসন্ন।

ম্যালেরিয়া আমার সমস্ত শক্তি শোষণ করে নিয়েছে। আমাদের পদাতিক ব্রিগেডের সংশ্লিষ্ট যে বৃদ্ধ মাতাল মিলিটারী ডাক্তার আছেন, তিনি আমাকে 'ভডকা' চিকিৎসার জন্য অনুপ্রাণিত করছিলেন। কিন্তু

একজন তাতার অফিসার ছিল সে হাসপাতালে টাইফেড্ রোগের খপ্পর থেকে বাঁচবার জন্যে প্রাণপণ করছিল। আমার পিঠে করে আমিই ওকে নীচের তলায় নিয়ে গিয়ে এম্বুলেন্সে তুলে দিয়ে আসি মাত্র কয়েকদিন আগে। হঠাৎ আমার দরজার কড়া নড়ে উঠল। বাইরে তুষারপাত হচ্ছিল। প্রবেশ করল ফার পরিহিতা ওলগা ফেডোরোভ্না। ওর প্রবেশটা ছিল আনন্দোচ্ছল আর শীতে ওর রংটাও যেন খুলে গিয়েছিল।

ও কেন এসেছিল? আমরা চিকিৎসার ব্যাপার নিয়ে না ডাইভোর্স নিয়ে পরামর্শ করব? আমরা বসে মুখে মৃদু হাসি নিয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমরা কি বোকাই ছিলাম, না?

পরদিন রুশ-জাপানের যুদ্ধের ওপর আমার পরীক্ষা নেন সামরিক ইতিহাসের অধ্যাপক জেঃ মার্টিনভ। মার্টিনভ জানতেন যে, আমি এই বিষয়ে দক্ষতা লাভ করেছি। পোর্ট আর্থারের রক্ষা ব্যবস্থার ওপর তিনি আমাকে দু'একটা প্রশ্ন করলেন।

পোর্ট আর্থার? এ সম্বন্ধে আমার কিছুই মনে পড়ছিল না।

"কি হল তোমার? তোমার বুদ্ধি কি সব উবে গেল নাকি?" বৃদ্ধ জেনারেল প্রশ্ন করলেন।

প্রস্তুত হবার জন্যে দয়া করে মার্টিনভ আমাকে আরও পাঁচদিন সময় দিলেন। আবার তাঁর কাছে পরীক্ষা দিলাম এবং উত্তরগুলোও হয়েছিল সন্তোষজনক। সেই সন্ধ্যায় আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে হল অব্ পেগাসাস-এ গেলাম।

যুরেনেভ পরামর্শ দিলেন যে জেনারেল ষ্টাফ কলেজের পড়াশুনা চালিয়েও আমি পররাষ্ট্র দপ্তরে সীচারিনের অধীনে একটা কাজ নিতে পারি। পররাষ্ট্র দপ্তরের পিপল্স্ কমিসার অত্যন্ত কর্ম্মঠ ব্যক্তি এবং তাঁর অধীনস্থ ছ'জন সেক্রেটারী তাঁর কাজের সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে হয়ে পড়েছিল ক্লান্ত। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় সব সময়েই তাঁর কর্ম্মচারীদের

প্রস্তুত হয়ে থাকতে হত কারণ তিনি ঘুমোতেন খুব কম সময় এবং সবচেয়ে ভাল কাজ করতেন রাত্রে।

পররাষ্ট্র দপ্তরের অফিস এখনকার (১৯৪৫ সাল) মতই, সেই কালেও কুটজনেটস্কী-মষ্ট্-এ অবস্থিত ছিল।

সীচারিন-এর প্রেরিত নোট ইউরোপস্থিত চ্যান্সেলারীগুলোর অশেষ অসুবিধা ঘটাচ্ছিল। স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী না লিখে তাঁর পূর্ব্বতন স্মৃতির সাহায্যে তিনি নিজেই নোটগুলি রচনা করতেন অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে।

সীচারিনএর সহকর্ম্মীদের মধ্যে প্রায় সবই এখন হয়েছেন অদৃশ্য, কেউ হয়েছেন গুলীতে নিহত কাউকে নিক্ষেপ করা হয়েছে কারাগারে। যখন এঁদের কথা স্মরণ করতে যাই তখন আমার মনে হয় আমি যেন অশরীরীদের রাজ্যে ভ্রমণরত।

আর ছিল সদালাপী এবং বুদ্ধিদীপ্ত এক তরুণ সরকারী কর্ম্মচারী—ফেচ্‌নার। পনেরো বছর ধরে গভীর আনুগত্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে সে লিথুয়ানিয়াস্থিত রাষ্ট্রদূত হতে পেরেছিল। আমরা সব সময়ই বলতাম যে, ও একটা 'রামখোকা' ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু তা' সত্ত্বেও ১৯৩৭ সালে অভাবনীয় সব অপরাধের অভিযোগে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। আরও অনেক নাম স্মৃতির মুকুরে ভেসে উঠছে। নিয়মনিষ্ঠ কর্ম্মী, খাঁটি কম্যুনিষ্ট এবং পরবর্ত্তী কালে প্রাচ্য বিভাগে নিযুক্ত ডিরেক্টর—জুকারম্যানকে ১৯৩৭ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিনা বিচারে গুলী করে মারা হয়। ভূতপূর্ব্ব এনার্কিষ্ট, জার আমলে বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ গ্রহণের অভিযোগে কঠোর দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত এবং বলকান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত স্যাণ্ডোমিরস্কীকে ১৯৩৫ সালে সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত করা হয় এবং মনে হয় পরে তাঁকে গুলী করে মারা হয়েছে। সোস্যাল ডেমোক্রেটিক আন্দোলনের

প্রবীণ কর্মী ; এককালীন পররাষ্ট্র দপ্তরের ভাইস্ কমিসার গ্যানেটস্কীকে পরে সার্কাস ও নৃত্য-গীত অনুষ্ঠানের দলগুলির ভারপ্রাপ্ত প্রধানরূপে নিযুক্ত করা হয়—। ১৯৩৭ সালে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়।

লিটভিনভ্-এর অধীনস্থ প্রায় সব সেক্রেটারীকেই অনুরূপ অদৃষ্ট বরণ করে নিতে হয়েছিল। মাত্র কয়েকজন বাদে এঁদের সবাই হয় কারাগারে নয় জি, পি, ইউর হাজত গৃহগুলিতে অদৃশ্য হয়ে যান। তাঁর প্রিয়পাত্র-দের অন্যতম ডিভিলকভস্কী, পার্জ শুরু হবার বছর দুই আগে এক মোটর দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়ে মন্দভাগ্যের হাত থেকে রেহাই পেয়ে-ছিলেন। আরেকজন প্রিয়পাত্র তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং বিচার বিভাগীয় কমিসারের ভগ্নী এলিয়েনা ক্রাইলেস্কো আরও চমৎকার একটি কারণে বেঁচে যান। উনি ম্যাক্স ইষ্টম্যানকে বিয়ে করেন। ম্যাক্স ঈষ্ট-ম্যান যখন জাগ্রত একনায়কত্ব সম্পর্কে প্রথম যুগান্তকারী বিশ্লেষণ দিয়ে "সিন্স লেনিন ডায়েড্" (লেনিনের মৃত্যুর পর) বইখানি প্রকাশ করেন এবং "লেনিনস্ টেষ্টমেণ্ট" (লেনিনের শেষবাণী) নামক চাঞ্চল্যকর দলিলটির বিদ্যমানতার কথা শুনিয়ে দেন বিশ্ববাসীকে তখন ক্রাইলেস্কো প্যারিস দূতাবাসের প্রধান সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করছিলেন। তাঁর উপর আদেশ হয় অবিলম্বে মস্কো ফিরে যাবার। তিনি সে আদেশ অমান্য করে বেঁচে যান।

ঐসব দুর্ভাগাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন পররাষ্ট্র দপ্তরের ভাইস-কমিসার এবং সীচারিনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী কারাখান। ১৯৩৭ সালের ১৬ই ডিসেম্বর যাদের গুলী করে মারা হয় তাদের নামের তালিকায় প্রথম ছিলেন কারাখান।

ব্রেষ্ট-লিটভস্ক আপোষ-আলোচনায় শিক্ষানবীশী করার পর কারাখানকে পিকিংএ পাঠানো হয় চীনের সঙ্গে আবার কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে। পরে তিনি তুর্কীর রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন এবং মুস্তাফা কামাল

সরকারের প্রশংসাভাজন হন। বহু চুক্তিনামায় তাঁর স্বাক্ষর দেখা যায়। কেউ জানে না কেন তাকে গুলী করে মারা হল। হত্যাকার্য্য অনুষ্ঠিত হয় গম্ভীর গোপনীয়তার মধ্যে। এবং পরবর্ত্তী কালে একুশজনের বিচারের সময় তাঁর স্মৃতিকে নির্ম্মমতার সঙ্গে মসীলিপ্ত করা হয়। মেয়েরা তাঁর প্রতি খুব আকৃষ্ট হত এবং আমার মনে হয় এই রকম কোন ব্যাপারে তিনি ছিলেন ডিক্টেটারের প্রতিপক্ষ—যে ডিক্টেটার কোন কিছুতে বিন্দুমাত্র অবজ্ঞা সহ্য করতেন না। আমি না ভেবে পারছিলাম না যে এই রকম কোন একটা সামান্য কারণেই তাঁর পতন ঘটে। যদিও আরও কারণ ছিল। সেগুলির মধ্যে প্রধান ছিল ব্যক্তি হিসাবে তাঁর উচ্চ প্রতিষ্ঠা।

তিনি মস্কো অপেরার প্রধানা নর্ত্তকী মারিনা সেমেনভাকে বিয়ে করেন। মৃত্যুদণ্ডদানের অব্যবহিত পূর্ব্বে মারিনাকে বিবাহ বিচ্ছেদ, পুনরায় কুমারী নাম গ্রহণ এবং মঞ্চের চাকুরী বজায় রাখার সুযোগ দেওয়া হয়। যারা তার স্বামীকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিল তাদেরই মনস্তুষ্টির জন্যে মারিনা চলল তালে তালে—নৃত্য করে।

জেনোয়া সম্মেলনের সময় ক্রিশ্চিয়ান র‍্যাকভস্কীর সঙ্গে আমি ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হই। তিনি তখন পররাষ্ট্র দপ্তরের ভাইস-কমিসার ছিলেন। সে সময়ে তিনি তাঁর জীবনের পরিপূর্ণতায় উপনীত। মুখ সব সময় স্মিত প্রসন্ন। বিভিন্ন ঘটনার আবর্ত্তের সঙ্গে ছিল তাঁর পরিচয়। আর্মেনিয়ার কাউন্সিল অব পিপল্স্ কমিসারের সভাপতি বেকজাদিয়ানের সঙ্গেও আমার তখন দেখা হয়। উভয়ে সীচারিনের সঙ্গে জেনোয়ায় এসেছিলেন। বেকজাদিয়ান ছিলেন সেই হতভাগ্য রাশিয়ান দূত যিনি ১৯৩৭ সালের শেষে বুদাপেস্ত থেকে অদৃশ্য হয়ে যান।

গ্রীষ্মের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ কলেজের পড়াশোনার চাপ এত বেশী হয়ে দাঁড়াল যে, পররাষ্ট্র দপ্তরের পদটা আমায় ত্যাগ করতে হল।

এর পরের বছর সীচারিনের সঙ্গে মাঝে মাঝে বহু কূটনৈতিক ব্যাপারে আমার সাক্ষাৎ হয়। ১৯২৫ সালে ক্রেমলিনে অনুষ্ঠিত চতুর্দ্দশতম পার্টি কংগ্রেসে আমি তাঁকে শেষবার দেখি।

তাঁর মুখে লেগে ছিল একটি বিস্ফা[illegible] হাসি, কারণ সবেমাত্র তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্ব্বাচিত হয়েছেন। সম্ভবতঃ ঐ তাঁর জীবনের শেষ আনন্দ। লিটভিনভ্-এর দল পররাষ্ট্র দপ্তরে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা তাঁর সকল সিদ্ধান্তকে বানচাল করে দিতে আত্মনিয়োগ করেন। অবশেষে সীচারিন প্রকাশ্যেই ঘোষণা করলেন যে, তাঁর পক্ষে লিটভিনভ্-এর সঙ্গে কাজ করা অসম্ভব এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মেলনে লিটভিনভকে প্রকাশ্যে তাঁর "সবকিছুর বাধা" বলে অভিহিত করলেন। তখন তিনি খুব অসুস্থ ছিলেন। তাই তাড়াতাড়ি ছুটি নিয়ে উইসবেডেন চলে যান এবং বিরক্ত হয়ে সেখানেই থেকে যেতে চান। তাঁকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে মস্কোয় ফিরিয়ে আনার আগে দীর্ঘ এবং একঘেয়ে বোঝাপড়ার প্রয়োজন হয়েছিল, যদিও আইনতঃ তখনও তিনিই ছিলেন পররাষ্ট্র দপ্তরের পিপল্স্ কমিসার।

তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য কারাখান উইসবেডেন [illegible]ল যান। তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল যাতে কোন কেলেঙ্কারী না করেই তাঁকে পদচ্যুত করা যায়। লিটভিনভ তাঁর পদে অভিষিক্ত হলেন এবং সীচারিন রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে হয়ে গেলেন অদৃ[illegible]—তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁকে লোকে ভুলে গেল। কিন্তু এভাবে [illegible]ত হয়েও তাঁর একমাত্র ক্ষোভ ছিল এইজন্য যে, তিনি লিটভি[illegible]ভ্-এর অবহেলার এবং চরম অকৃতজ্ঞতার শীকার হতে বাধ্য হয়েছিলেন। বিপ্লব কালের পররাষ্ট্র মন্ত্রী, যাঁর কাছে রুশবাসী তাদের নিরাপত্তার জন্য চিরঋণী—এহেন ব্যক্তিকে কিনা দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবন যাপন করতে বাধ্য করা হয় একটা

উত্তাপহীন ঘরে আবদ্ধ থেকে এবং উপযুক্ত খাদ্যহীন অবস্থায়। অবশ্য শেষে কেন্দ্রীয় কমিটি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন এবং উপযুক্তভাবে জীবন যাপন করবার সুযোগ সুবিধে তাঁকে করে দেন। তাঁর শেষ জীবন তিনি পূর্ণ অবসরে অতিবাহিত করেন। আরবাটের কাছাকাছি ছোট্ট রাস্তায় অবস্থিত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত একটা সাধারণ গৃহে তিনি থাকতেন। তাঁর নিঃসঙ্গতা ঘোচাতেন মধুর সঙ্গীত-মূর্চ্ছনার সাহায্যে, কারণ তিনি একজন সুদক্ষ পিয়ানো বাজিয়ে ছিলেন। তাঁর পূর্ব্বতন সেক্রেটারীদের মধ্যে দু'জন ছাড়া তিনি আর কোনও ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করতেন না। যখন তিনি মারা গেলেন তখন তাঁর মৃতদেহকে "ক্রেমলিন ওয়াল"-এ প্রোথিত করতে দেওয়া হল না এবং তাঁকে কবর দেওয়া হল নোভো ডাইভিচীর কবরখানায়।

প্রথমে পার্টির নেতাদের গুলী করে মারা হল। এর কারণ বোঝা সহজ। ষ্ট্যালিনের প্রয়োজন হয়েছিল চিন্তানায়কদের দিয়ে কাজ শুরু করার। এর পর এলেন জেনারেলরা, মার্শালরা, শিল্প সংস্থার প্রধানরা এবং প্রায় সেই সময়ই গেলেন কূটনীতিবিদেরা। লিটভিনভ্-এর সহকারী চতুষ্টয়ের দুইজন মৃত্যুদণ্ড লাভ করেন। তৃতীয়জন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন এবং চতুর্থজন হন অদৃশ্য। তাঁর বন্ধু এবং ব্যক্তিগত আত্মীয় রাষ্ট্রদূত য়ুরেনেভ এবং রোজেনবার্গ উভয়েই অদৃশ্য হয়ে যান। তাঁর দপ্তরের প্রায় সকল বিভাগীয় প্রধান এবং বিদেশস্থিত প্রধান কূটনীতিবিদ্‌রা তাঁর দ্বারাই নিযুক্ত হয়েছেন এবং পনর বছরের বেশী কাল ধরে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। এঁদের প্রত্যেককেই গুলী করে মারা হয়। লিটভিনভ কিন্তু এসব শুনে অস্বাভাবিকভাবে হাসতেন। "তারা বিশ্বাসঘাতক নাকি? ভালকথা!" তিনি যে এত দৃঢ়চিত্ত ছিলেন, তার কারণ হয়তো এই যে তিনি মনে করতেন কাজ চালাতে হলে তাঁকে ছাড়া চলবে না, অথবা জামীন হিসাবে তাঁর

পরিবারকে আটকে রাখার ফলে বাইরের ভালমানুষী বজায় রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বিশ্বস্ত লিটভিনভ্‌কে ষ্ট্যালিন পরিশেষে বিতাড়ন করলেন হিটলারের সঙ্গে যোগসাজসকারী বলে। তখনও সোভিয়েট সরকারের উর্দ্ধতন পদে অধিষ্ঠিত আছেন এরূপ ইহুদীদের মধ্যে লাজার কাগানোভিচ ছাড়া লিটভিনভই ছিলেন অন্যতম শেষ ব্যক্তি।

এর পরে দু'বছর লিটভিনভ্‌কে কদাচিৎ কোন কোন বিশেষ সরকারী অনুষ্ঠান উপলক্ষে দেখতে পাওয়া যেত। তাঁর জামা-কাপড় থাকত ধোপ-দুরস্ত এবং থলথলে মাংসল মুখখানি থাকত নিখুঁতভাবে কামানো। তাঁর সবকিছু দেখে মনে হত যে, তিনি বোধহয় স্বাভাবিক জীবনই যাপন করছেন। কিন্তু কেউই জানত না কোথা থেকে তিনি এলেন বা কোথায় গেলেন আর কিই বা তিনি করছেন। প্রতি সন্দর্শনেই মস্কোর কূটনৈতিক দপ্তরের লোকেরা তাঁর প্রতি সকৌতুকে তাকিয়ে থাকত, তাদের বিস্ময়ের কারণ ছিল এই যে তিনি এখনও বেঁচে আছেন।

রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধের কালে কোন এক রহস্যপুরী থেকে তিনি বেরিয়ে এসে রাশিয়ার পক্ষে ইংরেজকে ইউরোপ আক্রমণ করতে অনুরোধ করে ইংরাজীতে এক বেতার বক্তৃতা দিলেন। হ্যারিম্যান এবং বীভারব্রুকের সঙ্গে ষ্ট্যালিনের সম্মেলনে যোগদান করবার কালে আবার তাঁর আবির্ভাব ঘটে। ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে তাঁকে অজ্ঞাত লোক থেকে বের করে এনে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা হয়।

যখন আমাদের কূটনীতিকরা ইউরোপের শক্তি সমূহের সঙ্গে মীমাংসালোচনা চালাচ্ছিলেন তখন জেনারেল ষ্টাফ কলেজ কর্ত্তৃক মস্কোর নিকট খোডিঙ্কা ক্যাম্পে আমাকে হাতে কলমে সত্যিকারের একটা কাজ করতে দেওয়া হয়। তখন আমরা আমাদের সকল সময় ব্যয় করি ভূ-সমীক্ষা কার্য্যে এবং যুদ্ধকৌশল প্রয়োগের মহড়ায়।

একদিন যখন আমি থোডিস্কা থেকে ফিরতি পথে জরীপের কাগজপত্র, মানচিত্র এবং জরীপের যন্ত্রপাতি .সব নিয়ে ঘোড়া থেকে নামছি এমন সময় য়ুরেনভের সঙ্গে দেখা হল।

"তোমাকে আমার চাই," তিনি বললেন। "আমি এইমাত্র রিগাতে নিযুক্ত হয়েছি এবং চাই যে তুমি আমার সঙ্গী হও। তুমি রাজী আছ? বেশ!—তাহলে এ'হপ্তার মধ্যেই প্রস্তুত হয়ে থেক।"

য়ুরেনভের তৎপরতায় ব্যাপারটা তাড়াতাড়িই ঠিক হয়ে গেল। আমি ল্যাটভিয়াতে আমাদের দূতাবাসের সেক্রেটারী নিযুক্ত হলাম এবং আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে রিগাগামী ট্রেনে চেপে বসলাম।

যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতিটা রাশিয়া ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠছিল। দেশের কোন কোন স্থানে তখনও দুর্ভিক্ষের তাণ্ডব চলছিল এবং খাদ্য সঙ্কট ও দারিদ্র্যের সমস্যা তীব্র হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আমরা যখন সীমান্ত অতিক্রম করলাম তখন দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হল। ১৯১৭ সালে একবার ফিনল্যাণ্ডে ভাইপুরীতে গিয়েছিলাম, এ'ছাড়া আমি আমার জীবনে রিগার মত এত পরিচ্ছন্ন, সুসজ্জিত এবং আরামদায়ক সহর কোথাও দেখিনি। সেখানে দোকানের জানলাগুলো ছিল চমৎকার, রাস্তাগুলো ছিল সুন্দরভাবে বাঁধানো আর কুটীরগুলো ছিল উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য। দূতাবাসটি সজ্জিত ছিল দামী আসবাবপত্রে এবং আর্সীতে—একেবারে খাঁটী বুর্জোয়াদের আস্তানারূপে পরিণত হয়েছিল। প্রথম প্রভাতে সেখানে আমরা এমন এক প্রাতঃরাশে আপ্যায়িত হলাম যার কথা স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। কিঞ্চিৎ অস্বস্তি ও কিঞ্চিৎ দুঃখ বিমিশ্রিত অনুভূতি নিয়ে প্রথম কাপ কাফে-ইউ-লেইট (cafe-au-lait) পানের আনন্দ উপভোগ করলাম।

কম্যুনিষ্ট আন্তর্জ্জাতিক কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশনের প্রাক্কালে আমি মস্কোয় প্রত্যাবর্ত্তন করলাম। কূটনৈতিক দপ্তরের অশ্ববাহী গাড়ীটিতে

আরও অনেক বিদেশী প্রতিনিধি ছিলেন, যেমন—ক্লারা জেটকিন। বৃদ্ধা হলেও ঐ মহিলাটি ছিলেন পুরো সংগ্রামী ; চেক্ দেশীয়, চশমা পরা, মোটা বোহমীর স্মেরাল তখন পর্য্যন্ত এই দুনিয়ায় বর্ত্তমান কম্যুনিষ্টদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো সুবিধাবাদী ; আর ছিলেন পোল দেশীয় ভেলেট্স্কী এবং হাঙ্গারীয়ান অধ্যাপক ভার্গা। ফরাসী পার্টির প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছিলেন বোরিস্ সুভারিন্।

আমার এবং সুভারিনের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হল। তখন তিনি কোমিণ্টার্ণের কার্য্যকরী সমিতির সভ্য ছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে কয়েকবার দেখা করতে গিয়েছি লাক্স হোটেলে তাঁর সেই রুচিসম্পন্ন ঘরটিতে। সেখানেই ছিল আন্তর্জ্জাতিক প্রতিনিধিদের প্রধান কার্য্যালয়।

* * *

আমরা তরুণ কম্যুনিষ্টরা এই বিশ্বাস নিয়েই বেড়ে উঠেছিলাম, টাকা বস্তুটির আর কোন অস্তিত্ব থাক্‌বে না। আমাদের কখনও এ ধারণা হয়নি যে, গৃহযুদ্ধ কালে মুদ্রাপ্রচলন ব্যবস্থাকে প্রায় তিরোহিত করে দেওয়ার অর্থ সমাজবাদী আদর্শের পথে দৃঢ়গতিতে এগিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ততটা ছিলনা—যতটা ছিল স্বল্পতর নিকৃষ্ট ধরনের উৎপাদনের ফলে মুক্ত বিনিময় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ান এবং মুদ্রামান হ্রাস হয়ে যাওয়ার জন্য অনিবার্য্য সদুপায় হিসাবে। সমাজবাদী পরীক্ষার প্রগতির একটা স্তর হিসেবে এই নীতি অবলম্বিত হয়েছিল পার্টির শ্রেষ্ঠ তিনজন অর্থনীতিবিদ —লেনিন, বুখারিন এবং প্রিয়ব্রাজেনস্কী কর্ত্তৃক।

গৃহযুদ্ধের শেষে মুদ্রাস্ফীতি ব্যাপকভাবে কাগজী মুদ্রার মূল্য হ্রাস করে দিল। এবং এই মুদ্রাস্ফীতি আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল রেলভ্রমণ, যানবাহন, ডাক বিভাগ, মঞ্চ ও পর্দা এবং চিকিৎসা প্রভৃতি কয়েকটি ব্যাপারে মেহনতী জনতাকে বিনামূল্যে সুযোগ দেওয়ার নীতি অবলম্বনের ফলে।

সামান্য একটি রুমাল কিনতে হলে বারো সংখ্যা যুক্ত ব্যাঙ্ক-নোটের দরকার হত। ডাক টিকিটের মত আমরা এগুলো দিতে দিতে পেতাম। আমি অনেক কৃষক-কুটিরে এগুলোকে মোড়ক বাঁধার কাজে বা দেওয়ালে লাগানোর কাজে ব্যবহৃত হতে দেখেছি। এর থেকে আরও একটা সঙ্কটের উদ্ভব হল। নোট ছাপাবার কাগজের পর্য্যন্ত অভাব ঘটলো!

এই সময়ে 'এন. আই. পি.'র অধীনে অবাধ ব্যবসায় ও এই জাতীয় কর প্রদানের ব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্ত্তনের নীতি অবলম্বিত হয়, কৃষকদের সঙ্গে আপোষ রফার উদ্দেশ্যে। এতে ক'রে মুদ্রা একটা নির্দ্দিষ্ট মূল্যে প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। এখন থেকে সব-কিছুর জন্যেই মূল্য দিতে হচ্ছিল। মস্কোবাসীদের প্রিয় সুন্দর শীতকালীন সাজসজ্জাদি সুসজ্জিত অশ্ববাহী স্লেজ-গাড়ীতে চড়ে এসে দেখা দিতে লাগল। বহু রেস্তোরাঁ খোলা হয়েছিল এবং আমরা যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতাম তখন তাদের অর্কেষ্ট্রাগুলোর মধুর স্বরমূর্ছনা শুনতে পেতাম কিন্তু তারা আমাদের অনেকেরই নাগালের বাইরে ছিল। একটুখানি নিয়ন্ত্রিত খাদ্যের জন্য আমাদের পয়সা দিতে হত। স্নানের জন্য পয়সা দিতে হত, এক মুহূর্ত্তের আনন্দের জন্যও পয়সা দিতে হত।

বিপ্লবীরা বৃদ্ধ তরুণ নির্ব্বিশেষে হঠাৎ আবিষ্কার করল যে তাদের অর্থের খুব প্রয়োজন এবং তাদের তা' মোটেই নেই। টাকা রোজগার করবার উপায়টা ভেবে নেবার ঝামেলা কেউ পোয়ায়নি। মাত্র কয়েকটি সৌভাগ্যবান্ লোকের বাড়তি একজোড়া করে জুতো ছিল এবং ব্যস্—ওই পর্য্যন্ত! কম্যুনিষ্ট অফিসাররা—এমন কি উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত কম্যুনিষ্টরাও মাসিক মাইনে পেত একজন দক্ষ শ্রমিকের মাইনের সমান—দুশো রুবলের মতো। যদি অর্থের পুনরাবির্ভাব ঘটে তবে কি ধনীদেরও পুনরভ্যুদয় ঘটবে না? আমরা কি সেই পিচ্ছিল ঢালুর ওপর এসে দাঁড়াইনি—যা' গড় গড় করে আমাদের পুঁজিবাদের দিকে গড়িয়ে নিয়ে

যাবে? আমরা উদ্বেগের সঙ্গে নিজেদের কাছে এই প্রশ্ন করছিলাম। জেনারেল ষ্টাফ কলেজের ইউনিফর্ম পরিহিত, রক্তের বিনিময়ে অর্জিত পদক-সজ্জিত গৃহযুদ্ধের বীরেরা বিস্মিত হয়ে বুঝতে পারলেন যে, মস্কোর সবকিছুই তাঁদের নাগালের বাইরে এবং মুনাফা-শিকারীরা অবলীলাক্রমে তাঁদেরকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে পরিচালিত করতে পারে। তাঁরা আরও আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতে লাগলেন যে, তাঁদের সংগ্রাম কি ব্যর্থ হয়ে গেল?

একদিন সন্ধ্যাবেলার কথা আমার মনে পড়ে। সেদিন আমাদের সামরিক বিদ্যালয়ের কয়েকজন আমরা ভারস্কয় এভিন্যু ধরে হেঁটে হেঁটে পুস্কিনের মনুমেণ্টের তলা থেকে টিমিরিয়াজেভ-এর প্রতিমূর্ত্তি পর্য্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এসেছিলাম। বিপ্লবের পরিণতি নিয়েই আমরা কথা বলছিলাম। আমরা মনে করেছিলাম যে, "বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে এবং পার্টি ত্যাগ করবার সময় এসে গেছে। পুঁজিবাদ আবার ফিরে আস্‌ছে। যে অর্থ এবং পুরনো বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমরা এককালে সংগ্রাম করেছি সেগুলো আবার ফিরে এসেছে।"

১৯২২ সালের শেষে সোভিয়েট সরকার নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা আলোচনার্থ বাল্টিক রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে আহ্বান করলেন। অন্যতম সেক্রেটারী হিসেবে সম্মেলনে কাজ করার জন্য পররাষ্ট্র দপ্তর আমাকে নির্দ্দেশ দিল। সীচারিন সেখানে ছিলেন না এবং লিটভিনভই ছিলেন রুশ পররাষ্ট্র দপ্তরের নেতা।

পোল্যাণ্ডের প্রতিনিধিত্ব করেন যুবরাজ রাজিউইল এবং লুকাসি-উইকজ্‌ যিনি পরে প্যারিসে দূত নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁরা ফিন্‌ল্যাণ্ড, লাটভিয়া ও এস্থোনিয়াকেও অনুরূপ প্রতিনিধি পাঠিয়ে পোল্যাণ্ডের উদাহরণ অনুসরণ করতে প্রভাবিত করেন। যদিও ভিলনার ব্যাপারের পর লিথুয়ানিয়া ওয়ারশ'র সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল তবুও

লিথুয়ানিয়া আমাদের সঙ্গে সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে এবং মনে হচ্ছিল আমাদের সঙ্গে নূতনভাবে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তারা উদগ্রীব।

এই নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের ফলাফল পরবর্ত্তী অনুরূপ সম্মেলনগুলো থেকে বিশেষ সন্তোষজনক হয়নি। কিন্তু প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার পক্ষে এ ব্যবস্থা খুব উত্তম ছিল।

বিগত দু'বছরে মস্কোর আদর্শ ও আচরণের মধ্যে এক আমূল পরিবর্ত্তন ঘটেছে। নিশ্চিত ভাবে আমিও ঐ পরিবর্ত্তন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলাম। প্রাচ্য ভাষাগুলো শেখার মধ্যে আমার উদ্দেশ্য ছিল পরে প্রাচ্যে আমাদের প্রচারকার্য্যে নিজেদের নিয়োজিত করা। আফগানিস্থানে ও পারস্যেও কি বিপ্লবের ভাবধারার উত্থান হচ্ছিল না? আমি কল্পনা করছিলাম যে, বণিকের ছদ্মবেশে আমি ঐসব দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি যদিও আসলে আমি একজন বিপ্লবী।

কিন্তু এখন বিপ্লবীভাবধারায় যেন ভাঁটা এসেছে। যে সব দেশে বিপ্লব গিয়ে এখনো পৌঁছোয়নি তাদের সঙ্গে সোভিয়েট রিপাব্লিক প্রতিবেশীর সৌহার্দ্দ্য নিয়ে বাস করছে। বিপ্লবের মাদকতা এবং বিপদের সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ গোপন বিপ্লবী কার্য্যকলাপের পরিবর্ত্তে কূটনৈতিক বিভাগেই জীবনের প্রতিষ্ঠা অর্জনের পথে আমি এগিয়ে চলেছি। বিপ্লবের সংগঠনকারী এবং এজিটেটর না হয়ে আমি হয়ে দাঁড়িয়েছি রাষ্ট্রের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। পররাষ্ট্র দপ্তর পারস্যের কন্সালের পদ আমার জন্যে খালি রেখেছিল। স্থির হল যে, গ্র্যাজুয়েট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে ঐ দেশের অভিমুখে রওনা হব।

আমার শিক্ষাকালের তৃতীয় এবং শেষ বৎসর পর্য্যন্ত আমি এবং আমার স্ত্রী হোটেল লেভাডায় ছিলাম। আমার শাশুড়ীও আমাদের ঘরে থাকতেন। ঘরটা খুব বড় ছিল বলে এক কোণে পর্দ্দা দিয়ে ঘিরে তাঁর বিছানার জায়গা হত। সামরিক

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দ রেশন হয়ত যথেষ্টই হত যদি সেইগুলি একটু বিবেচনার সঙ্গে বিলি করা হত। কয়েক পাউণ্ড মাংস আমাদের বরাদ্দ ছিল। কিন্তু সারা মাসের মাংস একসঙ্গেই দিয়ে দেওয়া হত। কাঁচা বা রান্নাকরা মাংস কোন ক্রমেই বরফ ছাড়া রাখা সম্ভব হত না। তাই আমরা এক সপ্তাহ নাকে মুখে গিলে অসুখে পড়তাম, আর মাসের বাকী সময়টা মাংস না খেয়ে কাটাতাম। কোয়ার্টার মাষ্টারের ষ্টোরে বরফের বাক্সের খুব অভাব ছিল আর তা' ছাড়া এই ষ্টোর অন্য সব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা করেছিল তাই ওসব যখন যা পাওয়া যেত তখন তাই নিতে হত।

সে-বছরের হেমন্তে ওল্‌গা ফোডোরোভনা অন্তঃসত্বা হ'ল এবং এর অব্যবহিত পরে তার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। ম্যালেরিয়ার জ্বর, বছরের পর বছর ধরে অপুষ্টিজনিত অবসন্নতা এবং আবেগময় উত্তেজনা ওর প্রতিরোধের ক্ষমতাকে ভেঙ্গে দিয়েছিল। এই অবস্থা তাকে চরম কষ্টের মধ্যে ঠেলে দিল। একরকম কোন কিছুই সে প্রায় খেতে পারত না। আগে কয়েকবার মারাত্মক সামুদ্রিক পীড়ায় তাকে শয্যাশায়িনী হতে হয়েছিল। যে ডাক্তারকে আমরা দেখিয়েছিলাম তিনি গর্ভস্থ সন্তানটিকে নষ্ট করে দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ডাক্তারকে একথা বলতে শুনে ওর মুখে হতাশার ছায়া নেমে এল। তারপর অন্য ডাক্তারকে দেখাব বলে আমরা ঠিক করলাম। ওর মায়ের সঙ্গে সে ডাক্তার দেখাতে গেল। আমি তখন কলেজে ছিলাম। ফিরে এসে দেখতে পেলাম ও আবার শয্যা নিয়েছে, তবে ওর মুখের ভাবটা তখন কিছু উৎসাহব্যঞ্জক। 'কি হল?' ক্ষুদ্র এই প্রশ্নটি করে আমি জোর করে নির্ব্বিকার ভাব দেখিয়ে অন্য কথা বলতে লাগলাম।

"তুমি কি জানতে চাও না যে, ডাক্তার কি বলেছেন?" অনুরাগের সুরে সে আমায় জিজ্ঞেস করল।

মনে হল ডাক্তার ওকে সন্তান ধারণ করতেই পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি পথ্যের ব্যবস্থা দিয়ে তার স্বাস্থ্যোন্নতির, আশ্বাসও দিয়েছেন। যদিও সে তখনো খুব দুর্ব্বল ছিল এবং তার দেহ শীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল, তথাপি এর পরবর্ত্তী সময়ে ওকে যেন অনেকটা স্বাভাবিক মনে হল। তারপর আমরা ঠিক করলাম যে, ওলগা ওর বাবার পল্লীগৃহে চলে যাবে এবং প্রসবের মাত্র দশদিন পূর্ব্বে মস্কোয় ফিরে আসবে। ওর বাবা ছিলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত কেরাণী। তিনি টাম্বভ প্রদেশের রাস্কাসোভো গ্রামে বাস করতেন। সেখানে ছিল প্রচুর তরিতরকারী, দুধ ও সাদারুটী। ওল্‌গা সেখানে মুক্ত নির্মল বায়ুতে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারবে এবং ভাল খাবার দাবারও পাবে। সেই শান্ত সমতল পল্লী অঞ্চলে গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা অনেকখানি কম। রাজধানীর ক্লান্তিকর জীবন থেকে ওকে মুক্তি দেবার কথা কল্পনা করে আমি খুব খুশী হয়েছিলাম। ও দেশে চলে যাওয়ার পর আমি আমার পরীক্ষার জন্য নতুন উদ্যমে প্রস্তুত হতে লাগলাম।

একই সময়ে আমাকে জেনারেল স্টাফ কলেজ এবং প্রাচ্যের ভাষাসমূহের ফ্যাকাল্টীর পরীক্ষাগুলো উত্তীর্ণ হতে হয়েছিল। পারসিক ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা লাভ করবার জন্যে ১৯২১ সালের পর থেকে আমি হিন্দুস্থানী শিক্ষা ছেড়ে দিয়ে ওদিকে নিজেকে পূর্ণভাবে নিযুক্ত করলাম। সাদীর সঙ্গীতঝঙ্কার-মুখর ভাষা আমাদের অনেকের মনে সার্থক আবেদন জাগিয়েছিল। পুরনো শিক্ষাবিদ্ এবং আমাদের প্রফেসর মীর্জা জাফর খান্ আমাকে এত একনিষ্ঠ দেখে পৃথক মাহিনার দাবী না করেই বিশেষ শিক্ষা দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। আমি অনতিবিলম্বেই পারসিক ভাষায় তাঁর বক্তৃতার নোট গ্রহণ করতে সক্ষম হলাম।

১৯২৩ সালের ১০ই জুলাই তারিখে আমি শেষ পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলাম। আমি "সুম্মা কাম লড্" ডিগ্রীর অধিকারী হলাম। ওদিকে

ওলগার প্রসবের দিন ঘনিয়ে আসছিল। রোজই যখন বাড়ীতে থাকতাম তখনই ভাবতাম যে, এই বুঝি ওলগা এখানে ফিরে আসছে বলে চিঠি পাব। কারণ আমরা ঠিক করে রেখেছিলাম যে, মস্কোর ভাল কোন একটা প্রসূতি-আগারে আমাদের প্রথম শিশুটি জন্ম নেবে। সেই রাত্রে হোটেলে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল এই টেলিগ্রামটি: "যমজ পুত্র সন্তান। ওলগা ভালই আছে। বাবা।"

আমার এ আনন্দ-অনুভূতির সঙ্গে একটুখানি উদ্বেগেরও ছোঁয়াচ ছিল কারণ যমজ দুটো নিশ্চয়ই অপরিণত সময়ে জন্মগ্রহণ করেছে। দু'দিন কেটে গেল। ১২ই জুলাই হোটেলের বেয়ারাটা আর একখানি টেলিগ্রাম এনে হাতে দিল—যার মধ্যে মাত্র দুটি কথা লেখা ছিল: "ওলগা মৃতা।"

যন্ত্রবৎ আমি চারতলায় উঠে গিয়ে সোফাটায় বসে পড়লাম। সেই সর্ব্বনাশা কাগজের টুকরোটাকে আমার মুঠোতে মোচড়াচ্ছিলাম আর ওর মধ্যে লেখা অবিশ্বাস্য কথাগুলো বার বার পড়ছিলাম। আমার চারদিক ঘিরে ছিল ওর সহস্র স্মৃতি। ওলগার জামা কাপড় পেরেকে ঝোলানো ছিল আর টুথ্ ব্রাস ও গেলাস ছিল শেল্‌ফে। কোন কিছুই যেন ধারণা করতে পারছি না। আমি তখনও নেহাৎ তরুণ। এর আগে কোনদিন এহেন অসহনীয় বিয়োগ-বেদনা আমাকে কাতর করে তোলেনি। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম। কিন্তু আমার একান্ত প্রিয়জন—তরুণী, আমার জীবনে যে অবিচ্ছিন্ন—জীবন সৃষ্টি করতে গিয়ে সে নিজেই নিঃশেষ হয়ে গেল, এ যেন কল্পনাতীত। যদিও আমার কণ্ঠ আর চক্ষুদ্বয় ছিল বিশুষ্ক।

কোন কোন বন্ধু আমার কাছে এসে বসে আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছিল। আমি তাদের কথার উত্তরও দিয়েছিলাম। এখন প্রথম কাজ হচ্ছে রাসকাসোভায় গিয়ে পৌছনো। লেখা-লেখির আনুষ্ঠানিকতায়

ছুটি পেতে, সামরিক রেলপথের পাশ এবং প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র সংগ্রহ করতে তিন দিন কেটে গেল। এ ক'দিনে আমার ওপর দিয়ে যে কি ঝড় বয়ে গেছে তার সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না। আমি খালি এটুকুই জানতাম যে, ওলগার মৃত্যু-সংবাদ বিশ্বাস করতে আমি দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছি। এ নিশ্চয়ই মিথ্যা। এটা যেন একটা বিভীষিকার মোহ, এর হাত কাটিয়ে আমি শীঘ্রই জেগে উঠব, তখন আমার পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীতে কোন বিয়োগ-ব্যথার ছাপ থাকবে না এবং শীঘ্রই আমি আমার ওলগার সঙ্গে দেখা করব।

এমনি মানসিক অবস্থায় সারা পথটা কেটে গেল। এটা যে-কোন দুঃখের চেয়ে অনেক বেশী তীব্র ছিল। ছোট্ট ষ্টেশনটিতে নেমে চারদিকে তাকিয়ে ওল্‌গাকে খুঁজতে লাগলাম। নিশ্চয় এখানে ওর উপস্থিতি প্রমাণ করে দেবে যে, যা' ঘটে গেছে তা একটা দুঃস্বপ্ন বৈ আর কিছু নয়। কিন্তু সে সেখানে ছিল না। শস্য-ক্ষেতের বুকচেরা পায়ে-চলা পথের মাঝেও ওর দেখা পেলাম না। ও নিশ্চয় জানত কখন গাড়ী এসে পৌছুবে? ও! খুব তাড়াতাড়ি গাড়ী এসে গেছে, সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তার জেগে ওঠার আগেই আমি এসে পড়েছি।

বাড়ীর আবহাওয়াটা ছিল করুণ। বাড়ীর চার পাশের গাছপালা-গুলোও যেন সূর্য্যালোকের মাঝে শোকে মুহ্যমান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শ্বশুর মশায় ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নীরবে আমার সঙ্গে কর-মর্দ্দন করলেন। আমি ভেতরে গেলাম। দেখতে পেলাম বিছানায় পড়ে আছে সাদা কাপড়ে জড়ানো দুটো পুঁটুলী, তাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে ক্ষীণ কান্নার শব্দ।

এই দু টুকরো মাংসপিণ্ডই কি অবশিষ্ট আছে জীবনী-শক্তিতে ভরপূর ওল্‌গার? আমি তাদের দিকে অসন্তোষের দৃষ্টিতে তাকালাম, কারণ ওদের জন্যই ওল্‌গা মারা গেছে।

আমার শ্বশুর খুব শান্ত ভাবে বলছিলেন, "ও নাম রেখে গেছে— আলেকজান্ডার আর বোরিস। সে তাদের কোলে করে খুশীই হয়েছিল।"

মস্কো-যাত্রার মুহূর্ত্তে অসময়ে ওলগার প্রসব-বেদনা শুরু হয়। সেই সময়টা ওর ভয়ানক কষ্ট গেছে। আতুঁড়ে ওর পুরো দুটো দিন কেটেছে। যমজের দ্বিতীয়টির প্রসব অস্ত্রোপচার করে করাতে হয়। যে-ডাক্তার ওকে দেখেছিল তাকে ঐ কাজের অনুপযুক্ত বলেই মনে হয়। রক্তপাতে ক্লান্ত হয়ে প্রসবের পরও আট-চল্লিশ ঘণ্টাকাল মৃত্যুর সঙ্গে ওলগা সংগ্রাম করতে পেরেছিল।

"তাকে কোথায় কবর দেওয়া হয়েছে ?"

গ্রামের কবর খানায় নতুন কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আমি যেন বাস্তব অবস্থাটা প্রথম অনুভব করতে পারলাম। ওর বৃদ্ধ পিতা আর আমি মেঠো রাস্তা ধরে ফিরে এলাম। মৃত্যু তখন দেখা দিল আমার কাছে কঠোর সত্যরূপে। ঘরের ভেতরে রক্তমাংসের পিণ্ড দুটো তখনও ধুঁকছিল। জীবনটাও পরম সত্য। শ্বশুর মশায় তাঁর বিবর্ণ দাড়ি নিয়ে ঝুঁকে পড়েছিলেন ওদের ওপর। আস্তে আস্তে দুধে ভেজানো দুটো পল্‌তে দিলেন চুষে খাবার জন্যে। ক্ষুধার্ত্ত ছোট্ট মুখ-দুটোর কান্না বন্ধ হয়ে গেল। ওদের দেখার জন্যে এক ডাক্তার তখন এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

"অসময়ে জন্মেছে……অত্যন্ত দুর্ব্বল," তিনি বললেন, "যদিও বয়স মাত্র ছ'দিন তবুও দু'জনেরই বদহজমের রোগ হয়েছে। ওদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে ওদের কষ্ট দেওয়ার কোন মানে হয় না। এটি তো এক্ষুনি যে কোন মুহূর্ত্তে মারা যেতে পারে; অন্যটি বড়জোর আর একদিন কি দু'দিন টিঁকে থাকতে পারে।"

ওল্‌গা চলে গেছে এই ভেবে যে ওরা হয়তো বাঁচবে, আর এরাও এখন মরে যাচ্ছে। যখনই এই চিন্তাটা আমার মনের মধ্যে এল তখনই

এই দুটো নিরাকার পিণ্ড হঠাৎ আমার কাছে অস্বাভাবিক রকম প্রিয় হয়ে উঠল। এবং আমার মধ্যে যেন একটা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা এসে গেল যে, যে করেই হোক এদের বাঁচাতে হবে, রক্ষা করতে হবে। আমি লাফিয়ে উঠে গিয়ে লাগাম ধরলাম। ঘোড়ায় চড়ে গেলাম সামনের গ্রামে আরেকজন নামডাক-ওয়ালা ডাক্তারের খোঁজে।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "এখন, এক্ষুনি আমার সঙ্গে চলে আসুন! দুটো শিশুর জীবন বাঁচাতে হবে।"

দু'পাশে বনানী আর শস্যক্ষেত্রের মাঝে সূর্য্যালোকিত পথরেখা ধরে লক্কড় একটা ছোট্ট ঘোড়া-গাড়ী চড়ে আমরা এসে রাসকাসোভোয় পৌঁছুলাম।

ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে ওদের দেখলেন।

"দেখা যাচ্ছে যে আমার সহযোগী ঠিক কথাই বলেছিলেন, এদের বাঁচবার বিশেষ আশা নেই। তবুও আমরা চেষ্টা করতে পারি। গরুর দুধেই ওদের সর্ব্বনাশ করছে। মায়ের দুধ খাওয়াতেই হবে।"

তিনি একটা ওষুধের ব্যবস্থা দিলেন। মাত্রা ছিল অত্যন্ত কম পরি-পরিমাণের। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ওষুধটা দিতে হবে। তাদের দাদামশায় সে ভারটা নিলেন। ঘরে আর কেউ ছিল না।

ইত্যবসরে আমি আবার ঘোড়ায় চড়ে কাছাকাছি গ্রামাঞ্চলে একজন দুগ্ধবতী নার্স-এর জন্য খোঁজাখুঁজি করে বেড়াতে লাগলাম। আমি যখন কোন জায়গায় থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করতাম যে, আশে পাশে কোন নবজাতকের মা আছেন কিনা, তখন লোকেরা আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাত। আমার সামরিক পোষাক ওদের ঘাবড়ে দিয়েছিল। যখন তারা আমার সব কথা শুনল তখন আমার প্রতি সমবেদনা-কাতর হয়ে পড়ল এবং শেষে আমাকে এক চাষীর-বাড়ীর রাস্তা বাৎলে দিল। আমি খুঁজে খুঁজে সেখানে গিয়ে দরজায়

টোকা দিলাম। দরজা খুলে যে ভদ্র-মহিলা বেরিয়ে এলেন তাঁকে অনেকক্ষণ বোঝালাম, উচ্চপদস্থ অফিসার হিসেবে প্রাপ্ত আমার সকল ভবিষ্যত খাদ্যরেশন তাঁকে দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিলাম—আর প্রতিশ্রুতি দিলাম তাঁর সকল ইচ্ছা পূরণের। সে সময়ে এমন একজন কৃষকও পাওয়া সহজ ছিল না, যে স্বেচ্ছায় সহরে কোন কাজকর্ম নেবে এবং তখন সমগ্র পল্লী-অঞ্চলে সামরিক বিভাগের লোকদের প্রতি কিঞ্চিৎ পরিমাণ বিদ্বেষভাব বর্ত্তমান ছিল। আমার প্রস্তাব অত্যন্ত ভদ্রতার সঙ্গে প্রত্যাখ্যাত হল। তাহলে আমি একজন নার্স সংগ্রহ করতে পারলাম না বলে কি এই ছোট্ট দুটি শিশুর মৃত্যু হবে ?

নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম। মনের আবেগ-বশতঃ আমি আর একটা চাষী-বাড়ীতে প্রবেশ করলাম এবং সেখানে এক নবজাতক জননীর দেখা পেলাম। তিনি ঐ শিশু-দুটিকে স্তন্যদানে সম্মত হলেন। এবং তাঁর নিজের শিশুটিকেও সঙ্গে করে নিয়ে তক্ষুনি আমার সঙ্গে চলে এলেন।

এই কৃষক রমণীটি বেশ সবল সুস্থ দেহের অধিকারিণী। ওর উপস্থিতি আমার মনে নিয়ে এল প্রচুর আশা। তবুও যখনই আমি ঘরে প্রবেশ করি তখনই আমার মন উদ্বেগের তীব্রতায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। প্রতি-বারেই আশ্চর্য্য হয়ে যাই, তারা এখনও বেঁচে আছে! ওই শীর্ণ দুটি শিশু—মাত্র শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছে—তবু বেঁচে আছে। দশদিনের দিন আমার চাইতেও বেশী আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন ডাক্তার স্বয়ং।

"আমরা যদি অলৌকিক ঘটনায় অবিশ্বাসী না হতাম, তা' হলে এটাকে আমি তাই বলতাম" ডাক্তার বললেন, "তাহ'লেও বাচ্চা দুটো যে কোন সামান্যতম বিপর্য্যয়েই শেষ হয়ে যেতে পারে। আমার আর কিছু করবার নেই। আপনি যদি মস্কো নিয়ে যেতে পারেন এবং বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেন, তবে হয়তো ওরা টিকে যেতে পারে। কিন্তু পথ চলার ঝুঁকি খুব বেশী।"

হয়তো তাই, কিন্তু সারারাত দোনামনা করে অবশেষে ঝুঁকি নেব বলেই স্থির করলাম। একটা ছোট্ট ঘোড়াগাড়ীতে করে সকালবেলা ষ্টেশনে গিয়ে পৌছুলাম। বলা বাহুল্য নার্স ওঁর শিশুটিকেও মস্কোয় নিয়ে গেলেন। সুতরাং আমি সেখানে তিনটি নবজাতক শিশুর তত্ত্বাবধায়ক হলাম। সেই লোক্যাল লাইনে রেলের কামরা রিজার্ভ পাওয়া যেত না এবং গাড়ীটা ভর্ত্তি ছিল চাষী আর তাদের বস্তা আর পুঁটুলীতে। তারা গাড়ীতে তাদের সময় কাটাচ্ছিল কড়া এবং মোটা-করে-কাটা তামাকের ধূম পান করে। যারা ওপরের বার্থে ছিল তাদের বিরাট বিরাট বুট-গুলো ঝুলছিল সাদা কাপড় জড়ানো ঐ তিনটি কচি মাথার ওপর। মানুষের গাদাগাদিতে আব্‌হাওয়াটা হয়ে উঠেছিল অত্যন্ত অস্বস্তিকর। কামরাটায় এত ভীড় যে একটু নড়বার চড়বারও উপায় ছিল না। এমন কি করিডোরেও মারাত্মক ভীড় ছিল।

আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌছতে ছত্রিশ ঘণ্টা সময় লাগল। যমজদ্বয় অবিরাম গোঙাচ্ছিল কিন্তু তারা অন্ততঃ বেঁচে ছিল। তারা বেঁচে ছিল এবং আমি তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে আশান্বিত হতেও আরম্ভ করছিলাম। ওলগার আত্মদান ব্যর্থ হয়ে যাবে না।

মস্কোতে তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। আমি নার্স এবং তিনটি শিশুকে জনবহুল ওয়েটিংরুমে রেখে জনস্বাস্থ্য বিভাগে ছুটলাম। একজন কর্ম্ম-চারী আমাকে জানালেন যে নবজাতকদের হাসপাতাল ভর্ত্তি হয়ে গেছে, আর কিছু করা যাবে না। আমি পররাষ্ট্র দপ্তরে ছুটলাম। লিওঁ কারাখান বাহুদ্বয় প্রসারিত করে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন।

"তোমায় আমরা কন্সাল করে মাকু'র খাঁনের কাছে পাঠাব বলে ভাবছি। তুমি জান—সে হচ্ছে পারস্যের শাহ্-বিরোধী বিদ্রোহের নেতা—একজন সামন্ত সর্দ্দার—একটি দাড়িওলা স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিবিশেষ। তুমি কি মনে কর যে, তার সঙ্গে কূট-কৌশলে পারবে?"

কিন্তু কারাথান আমার মুখের হাবভাব দেখে বুঝতে পারলেন যে, আমি কোন একটা অপেক্ষাকৃত ভাল চাকুরীর জন্যে ওঁর কাছে যাইনি।

"কি ব্যাপার বল ত?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

আমার সব কথা শোনামাত্রই তিনি ফোন তুলে জনস্বাস্থ্য বিভাগের ভাইস কমিসারকে ডাকলেন।

তারা তাঁকে জানালেন যে, যে করেই হোক তারা একটা জায়গা করে দেবেন এবং আমি যেন বাচ্চাদের নিয়ে ক্লিনিকে চলে যাই। আমি এবং নার্স পুরনো খোলা একটা 'ড্রসকী'তে চেপে বসলাম কারণ আর কিছু ছিল না সেখানে। আমাদের ওপর বৃষ্টি পড়তে লাগল। বাচ্চাগুলোকে আমি আমার ইউনিফর্মের বড় কোটের মধ্যে জড়িয়ে নিলাম এবং নবজাতকদের হাসপাতালে ওখানকার ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ স্পারেনস্কীর কাছে গিয়ে পৌছলাম। আমাকে এই নামী লোকটিকেই তলব করে অফিস থেকে বের ক'রে আনতে হল এই জন্য যে, তাহলে আর কর্ম্মচারীদের আনুষ্ঠানিকতার ঝামেলা বেশী পোয়াতে হবে না এবং আমরা অনায়াসে ভেতরে যেতে পারব।

প্রবেশপথের নিকটবর্ত্তী হলঘরটায় একজন নার্স একটা গদিমোড়া টেবিলের ওপর আমার কাপড়ের পুঁটুলী দুটোকে রেখে দিল। তারা তখন একেবারে চুপ মেরে গেছে। বোরিস্-এর মুখে ফেনা দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয় ওর শেষ অবস্থা। একজন মহিলা চিকিৎসক তাকে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার বন্দোবস্ত করে দিলেন। মনে হ'ল তার মৃত্যু সন্নিকট। যাহোক্ কয়েকঘণ্টা পর আমার ছেলে দুটো যখন উষ্ণাধারে শুতে পেল তখন ওরা বাঁচবে বলে একটু আশার সঞ্চার হল। অত রুগ্ন হলেও তারা যথেষ্ট প্রতিরোধ-শক্তির প্রমাণ দিয়েছে। আজ ১৯৪৫ সালে তারা বাইশ বছরের যুবক এবং আমি স্পষ্টই বলছি তাদের

সেই বেঁচে থাকার সংগ্রাম অন্য যে কোন দিনের চাইতে আজকে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।

আমার ক্লাসের সবার গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী লাভের দিনটি উদযাপিত হল একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। মস্কো ব্যালের বিখ্যাত নর্ত্তকীরা এসে নাচলেন আমাদের ওয়ার কলেজের বিরাট হলে। অনেক বক্তৃতাও হল। কেন্দ্রীয় কমিটি তাদের নবনির্ম্মিত রেষ্ট হাউস মারিনোর কুড়িটি বিভিন্ন কক্ষ গ্র্যাজুয়েটদের থাকবার জন্যে নির্দ্দিষ্ট করলেন। আমার ভাগেও পড়ল একখানি এবং এই সুযোগ লাভের জন্যে খুব খুশী হলাম আমি। হোটেল লেভাডায় আমার কামরা আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

মারিনো একটা বিপুল জমিদারী এলাকা। এককালে কোন এক প্রিন্সের সম্পত্তি ছিল। এরকম সামন্ত আধিপত্যের খুব সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন টুর্গেনিভ। ককেসাস বিজয়ী প্রিন্স বারিয়াটিনস্কী এককালে সেখানে তাঁর বন্দী ককেসিয়ান স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর চারকীর ইমাম সামিলকে (চার্চ্চের প্রিন্স) আটক করে রাখেন। প্রাসাদটি অবস্থিত ছিল একটি বিরাট পার্কে। পার্কের কয়েকটি বীথিকা রচনা করা হয়েছিল ভার্সাই বীথিকাগুলোর অনুকরণে।

কেন্দ্রীয় কমিটি এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ দিলেন যে, মারিনোর পরিচালক ষ্ট্রীজহাক যেন তাঁর অতিথিদের সুখসুবিধার ব্যবস্থা করেন এবং তারা যেন বিভিন্ন রকমের উত্তম খাবার দাবার পায়। ষ্ট্রীজহাক তাদের আদেশ পালন করলেন তাঁর বাজেটের অতিরিক্ত খরচা করে। আর ফলে তাঁকে তদন্তের সম্মুখীন হতে হল এবং তিনি অবশেষে আত্মহত্যা করলেন।

এত আরাম আর আড়ম্বরে আমার চোখ ঝলসে গেল। কামরাগুলি সাজানো ছিল দুষ্প্রাপ্য দারু, কারেলিয়ান বার্চ্চবৃক্ষজাত কাষ্ঠ এবং উষ্ণ অঞ্চলে উৎপন্ন মেহগনি প্রভৃতিতে নির্ম্মিত আসবাব পত্রাদির দ্বারা।

বিরাট ডাইনিং হলে প্রবেশ করে বিস্মিত হলাম। হলটি স্ফটিক নির্মিত ঝাড় লণ্ঠনে সাজানো। খাবার টেবিলগুলো ফলমূলে বোঝাই। সেখানকার উত্তেজনাপূর্ণ কথাবার্তা এবং সানন্দ হাস্যোচ্ছ্বাস আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল বিগত বছরগুলো আমরা কি দুর্গতির মধ্যেই না কাটিয়েছি। এই ফল-গুলোর কয়েকটিও যদি ওল্‌গা পেত, হয়তো এখনও সে বেঁচে থাকত। এবং শুধু ওল্‌গা একা নয়। আরও সহস্র সহস্র নারী এমনি মৃত্যু বরণ করেছে শুধু মাত্র অবসন্নতায়, পুষ্টির অভাবে। আমার ব্যক্তিগত শোকের ঘটনাটা দেশের বৃহত্তর শোকের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র অংশমাত্র।

ওয়ার কলেজের ছাত্র হিসেবে প্রাপ্ত আমাদের রেশনের কথা এবং যে কদর্য্য খাদ্য খেয়ে আমাকে ও ওল্‌গাকে সন্তুষ্ট থাকতে হত, সেকথা মনে করে কেন্দ্রীয় কমিটি প্রদত্ত সমস্ত সুস্বাদু খাদ্য আমার মুখে তিক্ত বিস্বাদ হয়ে উঠল। আমি ওগুলো গিলতে পারছিলাম না। আমার থালাটা ঠেলে সরিয়ে দিলাম। এই সুন্দর ডাইনিং হলের প্রতি আমার মনে একটা তীব্র ঘৃণার ভাব জেগে উঠল। আমি আমার নিজের ঘরে বসে খাবার অনুমতি চাইলাম। নিজের বই-পত্রের মধ্যে ডুবে থেকে বাইরের পুরনো বড় বড় গাছগুলোর পাতায় বাতাসের মর্মর ধ্বনি শুনতে শুনতে আমি একটা শান্ত পরিবেশ খুঁজে পেলাম।

১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে মস্কো ছিল একটা প্রবল উত্তেজনার মুখে। আমি দুঃখ করছিলাম যে, পারসিক ভাষা না শিখে কেন জার্মাণ শিখিনি। জার্মাণীতে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতি চলছিল, তার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি জিনোভেভের পরিচালনায় কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশন্যাল কর্ত্তৃক পরিকল্পিত ও সংগঠিত হচ্ছিল।

সেই বিপ্লবের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে জিনোভেভ প্রাভদায় কতগুলো ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখলেন আগে-ভাগেই সোভিয়েট রিপাব্লিকের জার্ম্মাণ পররাষ্ট্র-

নীতি নির্দ্দেশ করে। যদিও জার্ম্মান প্রলেটারিয়েটদের উপর আমার আস্থা ছিল তবুও আমি না ভেবে পারলাম না যে তিনি বোধ হয় ডিম ফুটবার আগেই মুরগীর বাচ্চা গণনা করছিলেন।

পররাষ্ট্র দপ্তর আমাকে বোরিস স্থমিয়াটস্কীর জিম্মায় দিয়েছিলেন। তিনি পারস্যে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়েছিলেন এই সময়ে তিনি আমায় ডেকে পাঠালেন। দু'বছর সেই বিখ্যাত লোকটির সঙ্গে আমি কাজ করেছি। তিনি ছিলেন একজন বৃদ্ধ, জঙ্গী সমাজবাদী। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের সময় পূর্ব্ব সাইবেরিয়ার ক্রাস্নোয়িয়ারস্কে বিপ্লবী অভ্যুত্থানের সংগঠক ছিলেন তিনি। তিনি সেখানে সোভিয়েট গঠনও করেছিলেন। মার্ক্সের একজন অতি অনুগামী শিষ্য ছিলেন তিনি। এই চল্লিশ বৎসর বয়স্ক ইহুদীটির চুল ছিল ঢেউখেলানো, মুখমণ্ডল ছিল দৃঢ়তাব্যঞ্জক এবং কণ্ঠস্বর ছিল গম্ভীর অনুজ্ঞাসূচক। অমিত বীর্য্যশালী, বিরামহীন কর্ম্মে সক্ষম, আগ্রহশীল এবং আপোষ মনোভাব-শূন্য এই ব্যক্তিটির মধ্যে নেতা হবার সকল গুণই বর্ত্তমান ছিল। তিনি পারস্যের রাষ্ট্রদূত থাকাকালীন বাণিজ্য প্রতিনিধি হিসেবেও মনোনীত হয়েছিলেন। (গ্রেট পার্জের কালে তিনি "জনতার শত্রু" বলে অভিহিত হন এবং পৃথিবীর বুক থেকে লুপ্ত হয়ে যান।)

তিনি আমায় বললেন যে, আমি ঘিলানের কন্সাল জেনারেল নিযুক্ত হয়েছি। ঘিলান প্রদেশ পারস্যের উত্তর দিকে কাস্পিয়ান সাগরের তীরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত এবং স্থানটি সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক প্রাণ-কেন্দ্র। কন্সালেট অবস্থিত ছিল ব্যবসাকেন্দ্র রেশ্ট'এ। সামরিক গুরুত্বে এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এঞ্জেলী বন্দরও (বর্ত্তমান পহ্লভী) আমার এলাকায় ছিল এবং ওই বন্দর ছিল পারস্যের উপর আমাদের প্রভাব বিস্তারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ওই এলাকাটি নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল। একটি পারসিক প্রবাদবাক্য ছিল: "মর্গ

মিথাখী, ঘিলান বেরো।"—অর্থাৎ "তুমি যদি মরতে চাও তাহ ঘিলানে যাও।"

সুমিয়াটস্কী মর্য্যাদার খাতিরে যুদ্ধজাহাজে কাস্পিয়ান সাগর অতিক্র করার জন্য চাপ দিতে লাগলেন। এই উদ্দেশ্যে আমাদের জন্যে যে যু জাহাজ প্রেরণ করা হল সেটা একটা পুরনো জাহাজ কিন্তু ওট উঁচু লাইন থাকাতে খুব ভাল দেখাচ্ছিল। বিরাট ইস্পাত ি আমাদের জাহাজটি যেন সত্যিকারের রোলারের মত গড়িয়ে চলছিল। দূতাবাসের প্রত্যেক কর্ম্মচারীরই সামুদ্রিক পীড়া হল আমার সেরে উঠতে কয়েকদিন লেগে গেল। পারস্যের তটভূমি যে আমার চোখে অদৃশ্য ঢেউএর তালে তালে দুলতে লাগল। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষেরা আমাদের স্থির শান্তভাবে সম্বর্দ্ধনা জানালেন। এতে প্রমাণ হয়ে গেল যে, তাঁরা অন্ততঃ অচঞ্চল দৃঢ় তটভূমিতে দাঁড়ি আছেন।

যদিও সোভিয়েট সরকার পারস্যের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ সাম্যের এব বিশেষাঞ্চলিক সুবিধাবলীর অবসানের নীতি ঘোষণা করেছিলেন, তথাপি সোভিয়েট যখন বাস্তবের মুখোমুখী এসে দাঁড়াল তখন পূর্ব্বতন জা সাম্রাজ্যের নীতি থেকে অল্পই বিচ্যুত হতে পারলেন। জারের আমলে কূটনীতিবিদরা পরিকল্পনানুযায়ী পারস্যকে শেষ পর্য্যন্ত জয় করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন প্রধানতঃ অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশ দ্বারা। চুক্তি অনুসারে পারসিকরা কাস্পিয়ানে যুদ্ধ জাহাজ রাখতে পারত না। পক্ষান্তরে রাশিয়া এঞ্জেলীতে দুটো গানবোট নোঙর করে রাখত। এখন শুধু তফাৎ এই যে গানবোটগুলো সোভিয়েটের। খিলান এবং মাজান্দেরানের মাছ ধরার জায়গাগুলি ছিল রাশিয়ার কর্ত্তৃত্বাধীন। একটা রুশ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রাজধানী তেহরাণের সঙ্গে উত্তর উপকূলের সংযোগ সাধনকারী রাস্তার সুবিধা ভোগ করছিল।

১৯২১ সালে স্বাক্ষরিত এক চুক্তিতে রুশরা সকল সুবিধার ব্যবস্থা এবং প্রায় সকল বিশেষ সুযোগের অধিকার ত্যাগ করল। কিন্তু চুক্তির ধারাগুলো সততার সঙ্গে কার্য্যকরী করা হল না। আমাদের পরিচালনাধীনে থাকল মাছধরা ব্যাপারের সব-কিছু এবং বন্দরটিও থাকল আমাদেরই কর্ত্তৃত্বাধীনে। আমরা ভীত হচ্ছিলাম এই জন্যে যে, আমরা চলে যাই তাহলে সমগ্র জেলাটাই ইংরেজদের হস্তগত হয়ে যাবে। ইংরেজরা তখন খুব কর্ম্মতৎপর ছিল এবং প্রভাবশালী যুদ্ধমন্ত্রী রেজাখানের দলের * সমর্থন লাভ করেছিল। এই ব্যক্তিটিই পরে পারস্যের সর্ব্বময়-কর্ত্তা হন, তিনি তুর্কীর মুস্তাফা কামালের অনুকরণে কতগুলো সংস্কার আইন প্রবর্ত্তন করে পারস্যকে সত্যিকারের স্বাধীন দেশে পরিণত করেন। পারস্যস্থিত রুশ কসাক বাহিনীতে একজন ননকমিশন্‌ড অফিসার হিসেবে কাজ করে রুশদের সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল প্রগাঢ়।

আমার কন্সালেট জেনারেল ছিল এঞ্জেলী থেকে ত্রিশ মাইল দূরে রেষ্টে অবস্থিত, এঞ্জেলীতে আমি একজন ভাইস্‌-কন্সাল নিযুক্ত করেছিলাম। মাঝে মাঝে ওখানে পরিদর্শনেও যেতাম।

কম্যুনিষ্ট হিসেবে আমার বিবেকের পরীক্ষা শুরু হল খুব তাড়াতাড়ি। বিশেষ সুযোগ সুবিধাদানের ব্যবস্থা যখন বর্ত্তমান ছিল তখন ধড়িবাজ ধনী পারসিকদের রুশপ্রজা বনে যাওয়ার এক রেওয়াজ ছিল। কারণ এই করে তারা তাদের সম্পত্তি রক্ষায় কন্‌সালেটের সহায়তা পেত। এ'সব লোকগুলো এখন আমার কাছে এল নূতন করে তাদের পাস্‌পোর্ট করাবার জন্যে। আমাদের দৃষ্টিতে এরা কতকগুলো পুঁজিবাদী ভিন্ন আর কিছু নয় এবং কোনক্রমেই তাদের কোনরূপ প্রশ্রয় আমরা দিতে পারি না।

---

* ১৯৪১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংরেজ আর রুশরা যখন ইরানে প্রবেশ করল তখন তিনি পদচ্যুত এবং নির্ব্বাসিত হন এবং তিন বছর পর নির্ব্বাসনেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

কিন্তু সুমিয়াটস্কীর নির্দ্দেশ ছিল পরিষ্কার। পাসপোর্ট অনুমোদন করতেই হবে। পারস্যে আমাদের সমস্ত নাগরিকদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদের নিতেই হবে। তারা যদি পুঁজিবাদীও হয় তাতেও কিছু আসে যায় না। এদের মধ্য দিয়ে আমরা প্রভাব বিস্তার করতে হয়তো সমর্থ হব। ওদের মধ্যে বিভেদের কীলক প্রবেশ করাবার এটা দুর্ব্বল দিক।

জানুয়ারী মাস। প্রভাত কাল। আমাকে জাগিয়ে তোলা হল; টেলিফোনে কে ডাকছে। টেলিফোনে এঞ্জেলীর ভাইস-কন্সালের আবেগ-কম্পিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

"ভ্লাডিমির আইলিচ্ মারা গেছেন।"

"কি ?—লেনিন ?"

"হ্যাঁ, লেনিন মারা গেছেন।"

আমি হতবুদ্ধি হয়ে আমার টেবিলের পাশে বসে পড়লাম। আমরা সবাই ভুলে গিয়েছিলাম যে তিনিও মরণশীল। অবশ্য আমরা জানতাম যে তিনি অসুস্থ। তাঁকে ছাড়া পার্টি আর বিপ্লবের কী গতি হবে ? এই বাক্‌রোধকারী, তীব্রবেদনাদায়ক সংবাদটা মনে হচ্ছিল যেন ওই ঘরের জানলা দিয়ে ছুটে আসা ক্রুদ্ধ ঝড়ের মত। ভাববার কোন সময় ছিল না, ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করার সময় ছিল না। নির্দ্দেশ-লাভের জন্য আমাকে তেহরাণে টেলিফোন করতে হল—ওখানকার নির্দ্দেশ আবার জানাতে হ'ল আমার সহকারীদের। টেলিগ্রাম পাঠালাম মস্কোতে; কম্যুনিষ্ট সেলের সবাইকে সমবেত করলাম একজায়গায়, এক সভায় আহ্বান করতে হল সকল রুশ নাগরিকদের; সংবাদ পাঠাতে হল পারসিক সরকারের কর্ত্তাদের; আমার এখানে আগত শত শত পারসিকদের অভ্যর্থনা করতে হল, আর তাদের জন্য এবং রুশ উপনিবেশের জন্য একটা অনুষ্ঠানেরও বন্দোবস্ত করতে হল।

শোকদিবসের অনুষ্ঠান সেদিনই করা হল কনসালেট জেনারেল-এর 'কোর্ট অব অনার'-এ। মণ্ডপটির উপরে লালকাপড়ে চিরাচরিত রীতিতে পারসিক আর রুশ ভাষায় লেখা আছে স্লোগান: "দুনিয়ার মজদুর এক হও!" "দুনিয়ার নিপীড়িতেরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক হও।" এইসব স্লোগানের নীচে একটা মঞ্চ বাঁধা হয়েছিল, তার ওপর উঠে আমি সরকারী ঘোষণা পাঠ করলাম এবং দু-এক কথা বললাম। আমার সামনে কার্পেটের ওপরে দাঁড়িয়ে ছিলেন বেসামরিক গভর্ণর, সামরিক গভর্ণর, বিভিন্ন পদকে সজ্জিত এক জেনারেল, প্রধান প্রধান মস্‌জিদের মোল্লারা এবং চেম্বার অব কমার্সের প্রধানেরা। প্রত্যেকেই আনুষ্ঠানিক শোকচিহ্ন ধারণ করেছিলেন। এর মধ্যে অনেকেই সত্যি সত্যি শোকাতুর ছিলেন কারণ লেনিন সারা এশিয়ার মুক্তির প্রতীকরূপে সম্মানিত হতেন। বাকুস্থিত পারসিক কন্সাল মোহাম্মদ সঈদ্ অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিনিধিত্ব করলেন। ইনি পরবর্ত্তী কালে মস্কোস্থিত রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন এবং তারও পরে পারস্যের প্রধান মন্ত্রী হন। (১৯৪৪ সালে ষ্ট্যালিন একে শাস্ত করেছিলেন।) হঠাৎ আমার মনে হল যেন আমার পেছনের সব স্লোগানগুলো নিতান্তই অশোভন এবং বেমানান। ওঃ! ঠিক আছে, আমি আপন মনে বললাম, ওরা লেনিনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছেন, কিন্তু লেনিন যে কতগুলো স্লোগান তৈরী করেছেন সেগুলো তাদের তেমন ভাল লাগবে না।

রাত হল। সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে আমি আমার বাসস্থানে চলে গেলাম। বাসস্থানের এক ফ্লোরে সারি সারি ঘর সব প্রায় খালিই পড়েছিল। নিজের ঘরে আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। কিছুই ভাবতে পারছিলাম না। তারপর আস্তে আস্তে সম্বিৎ ফিরে পেলাম এবং মনে মনে ভাবতে লাগলাম। শ্রেষ্ঠতম মানুষের জীবনও আজ কি কাল এক সময় শেষ হয়ে যাবে কিন্তু জনগণের জীবন এগিয়েই চলছে। আমার

চোখের সামনে ঝুলছিল লেনিনের শবকারী প্রতিকৃতিখানি। মনে হচ্ছিল, এর আগে যেন এ প্রতিকৃতি আমি কখনো দেখিনি। আমার চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল অশ্রুরাশি।

অনেকক্ষণ ধরে রাত্রির অন্ধকারে আমি নিস্তব্ধ জনহীন কক্ষে কক্ষে নীরবে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। আমার মন ফিরে গেল সেই অতীত দিনে। আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম কবরখানায়। ওইখানে কবরের তলায় শুয়ে আছে আমার সৈনিক বন্ধুরা। কয়েকঘণ্টা আগেও তারা ছিল জীবনীশক্তিতে ভরপুর, উৎসাহে উদ্দীপিত, কিন্তু তারপরে অনাড়ম্বরে তাদের কবরস্থ করা হয়েছে।

আমাদের এখন কি হবে? অচেনা সমুদ্রপথে কি করে সুদূরের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদের তরণী পাড়ি জমাবে? কে ধরবে তার হাল? তরণীর নাবিকরা সব সখের নাবিক, এর কল-কব্জা সব জীর্ণ, ইঞ্জিনীয়াররা দুঃসাহসী হলেও তরুণ। মাত্র কয়েকজন প্রতিভাবান ব্যক্তি অবশিষ্ট রয়েছেন: ট্রটস্কী, টমস্কী, পিয়াটাকভ, নকভ, বুখারিরী, রাভেক··· ষ্ট্যালিনের কথা তেমন মনে পড়েনি। তাঁকে খুব কম লোকেই জানত। ১৯২৪ সালেও একথা কখন মনে হয়নি যে তিনি কখনও নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবেন। নিঃসন্দেহে জিনোভেভ এবং কামেনেভ ভ্লাডিমির আইলিচ-এর সত্যিকারের উত্তরাধিকারী-পদের নৈতিক দাবী নিয়ে ট্রটস্কীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন, কিন্তু আমার কালের মানুষেরা তাঁদের কথা মনেই করত না।

আমাদের বাণিজ্যিক প্রাধান্যকে শক্তিশালী করবার জন্যে সুমিয়াটুস্কী কতগুলো মিশ্র রুশ-পারসিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করলেন স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায়। তাদের টাকা ধার দেওয়া হয়েছিল তাঁরই প্রচেষ্টায় গঠিত রুশ-ইরাণী ব্যাঙ্ক থেকে। এই ব্যাঙ্ক পরিচালনা করতেন আর্কাস নামক একজন ইহুদী কম্যুনিষ্ট—তিনি ছিলেন একজন দক্ষ

অর্থনীতিবিদ্। তখনও পর্য্যন্ত প্রচলিত পার্টি নিয়মানুসারে আমরা—সরকারী কর্ম্মচারীরা কেউই মাসে দু'শ পঞ্চাশ ডলারের বেশী পেতামনা। এই সকল মিশ্র কোম্পানীর রুশ পরিচালকবর্গ তাঁদের ইরাণী সহকর্ম্মীদের সমান মাইনেই পেতেন অর্থাৎ আমাদের মাইনের দু'গুণ—তিন গুণ। এদের মধ্যে একমাত্র আর্কাসই পার্থক্যের অংশটা পার্টি কোষাগারে ফিরিয়ে দিতেন। পরে তিনি মস্কোতে ষ্টেট-ব্যাঙ্কের ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন। জিনোভেভ বিচারের কালে তাঁর নাম "ষড়যন্ত্রকারী"-রূপে ঘোষিত হয়। তিনি নিজে কখনো বিচারালয়ে উপস্থিত হননি অথবা তাঁর কাছ থেকে পাওয়া কোন "স্বীকারোক্তি" প্রচার করা হয়নি। তাঁর নাম আর কোনদিন কোথাও উল্লেখ করা হয়নি এবং নিঃসন্দেহে গোপনেই তাঁকে গুলি করে মারা হয়েছে।

আমি তখন সবেমাত্র তেহ্রাণ দূতাবাসের ফার্ষ্ট সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েছি, সে সময়ে আমাকে আবার ম্যালেরিয়ায় কাবু করে ফেলল। আমার শরীর এত খারাপ হল যে আমি এঞ্জেলীতে এক হাসপাতালে ভর্ত্তি হলাম। আমার সহকর্ম্মী স্লাভুটস্কী তখন তাব্রিজের কন্সাল জেনারেল ছিলেন। তিনি আমার স্থলাভিষিক্ত হলেন। পরে তিনি জাপানে আমাদের রাষ্ট্রদূত হয়েছিলেন। তিনি সেই দু'জনের মধ্যে একজন যাঁরা সহপাঠীরূপে ওরিয়েণ্ট্যাল ফ্যাকাণ্টী থেকে পারসিক ভাষায় আমারই সঙ্গে গ্রাজুয়েট হয়েছিলেন। অন্যজন হচ্ছেন পাষ্টুখভ তিনি পরে পারস্যে আমাদের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন। পার্জের কালে উভয়েই পৃথিবীর বুক থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যান।

১৯২৪ সালে যখন আমি হাসপাতাল থেকে বেরুলাম তখন স্থমিয়াট্স্কী ছুটি মঞ্জুর করলেন এবং তৎকালীন রোমস্থিত রাষ্ট্রদূত ইউরেনেভ আমার ছুটি তাঁর ওখানেই কাটিয়ে আসতে আমন্ত্রণ জানালেন।

আমার স্থলাভিষিক্ত হলেন পুরনো বলশেভিক লেভিটস্কী। ইনি ১৯০৯ সাল থেকে পার্টির সভ্য। পরে তিনি বিরোধী দলে যোগদান করেন এবং ১৯৩৮ সালের পার্জে অদৃশ্য হন।

ইটালী যাত্রার প্রাক্কালে আমি তেহরাণে গিয়েছিলাম স্থমিয়াটৃস্কীর সঙ্গে দেখা করতে। ওঁর বাণিজ্যিক সহকারী, আমেরিকা থেকে আগত মেয়ার্স নামক একজন বহিরাগতের সঙ্গে পরিচিত হলাম। তিনি একজন পুরোপুরি আমেরিকান ব্যবসায়ী ছিলেন। কোন কথা না বলে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। পরে ডাইবোটের সঙ্গে সোভিয়েটের মোটর গাড়ী শিল্পের পরিচালনায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। উভয়েই পার্জের সময়ে মৃত্যুবরণ করেন। মেয়ার্স-এর স্ত্রী খুব সুন্দরী ছিলেন। পরে তিনি সোভিয়েট সরকারের ডেপুটী প্রধান মন্ত্রী ভ্যালেরী মেঝলাউককে বিয়ে করেন। ভ্যালেরী আমেরিকায় সুপরিচিত ছিলেন এবং বিশেষ বিশেষ মিশনের সদস্য হিসেবে কয়েকবার সেখানে গিয়েছেন। মেঝ-লাউককেও পার্জের শিকার হতে হয়।

স্থমিয়াটৃস্কী আমাকে রোগের হাত থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত দেখে আমার ছুটিটা প্রায় একরকম ভেস্তেই দিয়েছিলেন। তিনি জেনারেল ষ্টাফের কাছে আমার নাম সুপারিশ করে পাঠালেন—আমাকে আমাদের সামরিক এটাশের সহকারী নিযুক্ত করা হোক। সামরিক এটাশে-জেনারেল ব্রিটশেভ আমাকে দক্ষিণ পারস্যের যাযাবর পার্ব্বত্য জাতির অঞ্চলে তাঁর সঙ্গে ভ্রমণ করতে আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু আমি সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলাম এবং ইটালীর পথেই যাত্রা করলাম। কাস্পিয়ান অতিক্রম করে ককেসাসের মধ্য দিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম এবং নেপল্‌সে যাব বলে বাটুমে একটা ইটালীয়ান জাহাজে আরোহণ করলাম। এর আরাম, পরিচ্ছন্নতা এবং উত্তম খাদ্য প্রাচ্যের জীবন-যাত্রার ঠিক বিপরীত অবস্থার সঙ্গে আমাকে পরিচিত করল।

ইউরেনেভ আমাদের ইটালীস্থিত দূতাবাসে বিপ্লবের প্রথম যুগের জীবন-যাত্রার ধারাটা বজায় রেখেছিলেন। অন্যত্র বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। রাষ্ট্রদূত, তাঁর পরিবার পরিজন, টাইপিষ্ট, পোর্টারের দল সকলেই একই ভোজন-কক্ষে একসঙ্গে বসে একই খাদ্য খেতেন। কাজের সময় ব্যতীত পদ-মর্য্যাদার উচ্চ নীচ ভেদ এবং শাসনতান্ত্রিক বৈষম্য খুব কমই দেখা যেত। এর ফলে ইউরেনেভ একটা বন্ধুত্বপূর্ণ শ্রদ্ধার পারিপার্শ্বিকতায় বেষ্টিত হয়ে থাকতেন,—যা' তাঁর পদ-মর্য্যাদার প্রাপ্য শ্রদ্ধার চেয়ে ছিল বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কয়েকমাস পরে কোনও কারণে তাঁর কূটনৈতিক জীবন অকালে প্রায় শেষ হয়ে যাবার মত হয়। সেই সময়েই মেত্তেয়টি প্রকাশ্য দিবালোকে রোমের রাজপথ থেকে অপহৃত হয় এবং পরে শহরতলীতে তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এই ঘটনার একদিন আগে ইউরেনেভ মুসোলিনীকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ করেছেন এবং ডিউস্ সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। মনে হল একটি রাতের ঘটনাতেই যে গোটা ফ্যাসিষ্ট শাসন যন্ত্রটি ভেঙ্গে পড়তে যাচ্ছে—ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশের মেহনতী মানুষদের নিন্দার এবং জনগণের অসন্তুষ্টির বিস্ফোরণে তা' ধ্বংস হয়ে যাবে। দায়িত্ব অস্বীকৃতি এবং প্রতিবাদে মনে হচ্ছিল যে, সরকারী সমর্থনকারীদের মহল থেকেও বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে।

পুরোপুরি একটা সপ্তাহ ধরে মুসোলিনীকে প্রতিটি ঘণ্টায় উত্তরোত্তর বেশী সঙ্কটের মুখোমুখী হয়ে কাটাতে হল। কূটনৈতিক মহলের ধারণা ছিল, তাঁর পতন অনিবার্য্য। রাজনৈতিক হত্যার ফলে যদি তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন, তা'হলে কখনো আর তা' ফিরে পাবেন না। ইটালীর লিবারেল এবং কম্যুনিষ্টরা য়ুরেনেভকে অনুরোধ করে পাঠালেন, তিনি যেন ডিনারের আয়োজনটা বন্ধ করে দেন। দূতাবাসের কর্ম্মচারীরা ইটালীর কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে একমত। মস্কো থেকেও এই মর্ম্মেই নির্দ্দেশ

এল। মস্কো তাদের গুপ্তচরদের মারফত সব খবরই পাচ্ছিল। মস্কোর ধারণা মুসোলিনীর দিন শেষ হয়ে এসেছে।

তখনকার প্রায় সব রাজনৈতিক পর্য্যবেক্ষকদের চেয়ে নিজেকে অধিকতর বিচক্ষণ বলে প্রমাণ করলেন য়ুরেনেভ। তিনি মুসোলিনীর বিরোধীদলের শক্তি পরিমাপ করতে পেরেছিলেন—বিরোধীদলের পুঁজি অতি অল্প; দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার দিক থেকে দুর্ব্বল। তিনি বুঝতে পারলেন, ফ্যাসিষ্ট শাসন-যন্ত্রটি এমন শক্তিশালী একটা আমলা-তান্ত্রিক পদ্ধতি ও পার্টি গড়ে তুলেছে যে, ওই সব বিরুদ্ধবাদীরা যে আক্রমণ করবেন, তা' প্রতিরোধের যথেষ্ট শক্তি তার রয়েছে। বর্ত্তমান স্বাভাবিক সোভিয়েট-ইটালী সম্পর্কটাকে ব্যাহত হতে দিতে তাঁর ইচ্ছা ছিল না। মুসোলিনীর ইটালী এবং উইমার শাসনতন্ত্রের জার্ম্মানী, কেবল মাত্র এই দুটি দেশের সঙ্গেই আমাদের তখন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। (এটা সবাই জানি যে, ভার্সাই সন্ধির ফলে অসন্তুষ্ট রাষ্ট্রগুলির নেতৃত্ব গ্রহণ করবার উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েটের)।

অতএব—অনুষ্ঠিত হল সেই ভোজন উৎসব। একটা বৈপ্লবিক সমাজবাদী দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধি য়ুরেনেভ—একটা ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রের মাথা বেনিটো মুসোলিনীকে তাঁর ভোজের টেবিলে সাদর সম্বর্দ্ধনা জানালেন। ইটালীর সমাজে ইহা একটা বহুজন আলোচিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। এমন কি সীমান্তের ওপারেও তা' আলোড়ন সৃষ্টি করল। স্পষ্ট-ভাবেই এতে প্রমাণিত হল, যখনই প্রয়োজন দেখা দেবে তখনই সোভিয়েটের কূটনীতি সমাজবাদী সংহতির মূলনীতিকে অবহেলা করতে কুণ্ঠিত হবে না।

এ ব্যাপারের ফলে য়ুরেনেভকে সত্বর মস্কোয় ডেকে পাঠান হল। ইটালীতে ফ্যাসিষ্ট-শাসন-বিরোধীদের আঘাত কাটিয়ে টিকে থাকায় য়ুরেনেভ যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, কূটনীতির দিক দিয়ে তা' যুক্তিযুক্ত

বলেই প্রমাণিত হল। লিটভিনভের বন্ধুত্ব যুরেনেভকে গুরুতর পরিণামের হাত থেকে রক্ষা করল। শুধু মাত্র তিনি তাঁর 'সিনিয়ারিটি' থেকেই বঞ্চিত হলেন—অর্থাৎ প্রথমে ভিয়েনাতে এবং পরে তেহরাণে অপেক্ষাকৃত কম দায়িত্বশীল পদে তাঁকে নিযুক্ত করা হল। পরে মেত্রেওউি ব্যাপার চুকে যাওয়ার পর তিনি টোকিওতে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ পদোন্নতি স্বয়ং ষ্ট্যালিনের ব্যক্তিগত সম্মতিতে ঘটেছিল। ১৯৩৭ ইংরেজীতে তিনি টোকিও থেকে বার্লিনে স্থানান্তরিত হন। তিনি তাঁর পরিচয়-পত্র উপস্থিত করবার জন্যে এবং ফুয়ারের ডিনারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে বেকটেসগেডেনে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। দু'সপ্তাহ পর তাঁকে মস্কোতে ডেকে নেওয়া হল—এবং সেখানে একটী রাতে তিনি নিখোঁজ হলেন।

ইটালী থেকে দেশে ফেরার পরে আমি বার্লিনের দূতাবাসে যাত্রাভঙ্গ করেছিলাম এবং ৭ই ও ৮ই নভেম্বরের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে ক্রেষ্টিনস্কীর বক্তৃতা শুনতাম। তিনি প্রাচীন সর্ব্বজনমান্য বলশেভিকদের অন্যতম। লেনিনের অধীনে তিনি পার্টি সেক্রেটারী ছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে তিনি অত্যন্ত সুচিন্তিত গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। ক্রেষ্টিন্স্কী লেনিনের মতোই প্রকৃত আদর্শবাদী বিপ্লবী ছিলেন। তাঁর কাছে আচার-আচরণের বা আনুগত্যে ক্ষমতা এবং মর্য্যাদার কোন বিভিন্নতা ছিল না। তিনি শেষ দিন পর্য্যন্ত অকপট আনুগত্যের সঙ্গে বিপ্লব এবং পার্টির সেবা করেছেন। তাঁর পরিণতির কথা পরে বলব।

আমি মস্কো পৌঁছে দেখলাম যে কেন্দ্রীয় কমিটি আমাকে চীনের কন্সাল জেনারেল পদে পাঠান ঠিক করে ফেলেছেন। স্বাস্থ্যের অজুহাতে আমি তা'থেকে অব্যাহতি চেয়ে নিলাম। লালফৌজের জেনারেল ষ্টাফে কাজ করতে ফিরে যাওয়াই আমার ভাল লাগত—কিন্তু একজন কম্যুনিষ্ট কর্ম্মচারীর নিজের পক্ষে ভালমন্দ বেছে নেবার স্বাধীনতা ছিল না।

প্রত্যেকটি পার্টিসভ্যের এমন কি সৈন্যবিভাগীয় কর্মচারীরও ভাগ্য এবং কর্মজীবনের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত হয়, ষ্ট্রাবাইয়া প্লোশ্চাডএর ওপর কেন্দ্রীয় কমিটির বিরাট প্রাসাদের প্রাচীরের অন্তরালে। সেখানে একটা বিশেষ নিযুক্তীকরণ বিভাগ কম্যুনিষ্ট কর্মচারীদের দাবার ছকের ওপর বড়ে চালাবার মতো এখান থেকে ওখানে চালান। শেষ পর্য্যন্ত কাকে কোথায় পাঠান হবে বলা যায় না। আমার এক বন্ধুর মত হয়তো মস্কো ডিভিশনের একজন জেনারেলকে পাঠান হল মধ্য-এশিয়ায় আফিম বা তুলোর উৎপাদনের কাজে। যদি প্রতিবাদ করা হয় যে ব্যাপারটা ন্যায়সঙ্গত নয়—তাঁর ওই বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতাই নেই, তাঁকে বলা হবে ঃ "এমন দুর্গ নেই যা' একজন বলশেভিক অধিকার করতে না পারে।"

আমি অন্যের তুলনায় ভাগ্যবান। আমার বিভিন্ন ভাষাজ্ঞান এবং বহির্জগত সম্পর্কে অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় কমিটি বৈদেশিক ব্যাপারের একটি পদে আমাকে নিযুক্ত করবেন স্থির করলেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারী মলোটভ আমার ভবিষ্যৎ নিয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্যে আমাকে ডেকে পাঠালেন ; সিনিয়ার কর্মচারীদের নিয়োগ বিষয়ে এটাই ছিল প্রথা। একঘণ্টা পর তাঁর অফিস থেকে আমি বেরিয়ে এলাম—হাতে ছিল মলোটভের দস্তখত করা 'পুটিওভকা'—(নিয়োগ পত্র) এতে ছিল আমার পরবর্ত্তী চার বছরের কাজের নির্দ্দেশ। ওই ছাপানো কাগজখানিতে কেবলমাত্র নাম, প্রতিষ্ঠান এবং নিয়োগের ঘর পূরণ করতে হয়। ওতে বলা হয়েছিল, পারস্যের ভূতপূর্ব্ব কন্সাল জেনারেল কমরেড বারমিন, মস্কোতে 'মেজডুনারোডনায়া ক্নিগা'র (ইণ্টার নেশান্যাল বুক কোম্পানীর) ডিরেকটার বোর্ডের একজন সদস্যরূপে বিদেশী-বাণিজ্য-বিভাগে নিযুক্ত হলেন।

মস্কোয় আমার চার বছর কাটল পুরোদস্তুর কম্যুনিষ্ট কর্মতৎপরতার মধ্যে। দিনের বেলা করতাম নির্দ্দিষ্ট কাজ এবং রাতে পার্টির কাজ।

মেজডুনারোডনায়া ক্নিগার কর্ম ছিল বিদেশ থেকে বই এবং ষ্টেশনারী আমদানী করা। বইপত্র আমদানীতে বাড়তি-কমতি অল্পই ছিল, কিন্তু সোভিয়েট শাসন-কাঠামো বাড়ানোর জন্যে তার বিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি ও অফিসগুলির জন্যে, কলম, পেন্সিল ইত্যাদির চাহিদা দ্রুতগতিতে বেড়ে যেতে লাগল। আমি যখন কর্মভার গ্রহণ করি, তখন আমাদের বছরে জিনিস কেনা হচ্ছে ষাটলক্ষ স্বর্ণরুবল মূল্যের, তার পঞ্চাশ লক্ষই যেত বিদেশী ষ্টেশনারী এবং অফিসগুলির এটা-ওটা আমদানী করতে। যে সব বিদেশীদের রাশিয়ার অভ্যন্তরে ওই সব মালের কোন কোনটি প্রস্তুত করবার অধিকার দেওয়া হয়েছে, তারা আমাদের চোখের ওপর ধনী হয়ে উঠছে। ওই সব কোম্পানীর বৃহত্তরটি পরিচালনা করছিলেন ডাঃ হ্যামার নামক একজন আমেরিকান। দি ষ্টেট মোসপোলিগ্রাফ ট্রাষ্ট সস্তা দামের পেন্‌সিল তৈরী শুরু করল, কিন্তু সেগুলি এতো নিকৃষ্ট ধরনের ছিল যে, ডাঃ হ্যামারের অধিক দামের পেন্সিলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সেগুলি হঠে যাচ্ছিল। যে সব বিদেশী সুবিধাভোগী লাভের টাকাটা সমমূল্যের জিনিসপত্রে স্বদেশে পাঠাবার অনুমতি পেয়েছিল, তারা হয়তো আমাদের অকৃতকার্য্যতায় মনে মনে হাস্‌ছিল।

আমাদের উদ্দেশ্য ছিল এই প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে সাফল্যলাভ এবং বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে বহুমূল্য জিনিসপত্র আমদানী থেকে সোভিয়েট ইউনিয়নকে মুক্ত করা। মেজডুনারোডনায়া ক্নিগা স্থির করল, অফিসগুলির জিনিসপত্র দেশেই তৈরী করা হবে। বিদেশ থেকে সেই জিনিসগুলি আমদানীর অর্থের অতি সামান্য একটা অংশ ব্যয় করলে নিজেরা সেগুলি তৈরী করবার জন্যে যন্ত্রপাতি আমদানী করা যায়। এমনি করে তখনও দেশের যেটা বড়ো সমস্যা সেই বেকারী হ্রাস করা সম্ভব হবে, দেশ বিদেশী রপ্তানীর ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকবে না। মস্কোতে

প্রেরণাবশে ব্যাপারটিকে অত্যন্ত সহজ বলে বুঝেছিলাম। আমাদের মনে একমাত্র প্রশ্ন ছিল লেনিনের উত্তরাধিকারী কে হবেন। অধিকাংশেরই দৃঢ় অভিমত ছিল এই যে একজন—মাত্র একজন লোকেরই সেই উত্তরাধিকারিত্বের অধিকার রয়েছে। আমরা জানতাম তাঁর অন্যান্য সহযোগী প্রতিদ্বন্দ্বীদের মাঝে ট্রটস্কীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, একমাত্র যিনি জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভের ওপর নির্ভর করতে পারেন। আমরা জানতাম বিপ্লবকে এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রকে রক্ষা করবার আলৌকিক কৃতিত্বে এবং গুরু দায়িত্ব বহনে তিনি লেনিনের অংশীদার ছিলেন। বছরের পর বছর গেছে আমরা কখনও ট্রটস্কীর নামের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে লেনিনের নাম উচ্চারিত হতে শুনিনি। অবিরাম আওয়াজ উঠত—"লেনিন এবং ট্রটস্কী দীর্ঘজীবী হউন।" কিন্তু এখন পার্টির অন্যান্য নেতারা ট্রটস্কীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষাত্মক মতবাদ প্রচারের অভিযোগ উপস্থিত করছেন। এ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অথবা জ্ঞানের দিক থেকে কোন কিছু বলার যোগ্যতা আমাদের ছিল না।

এ সময়ে কম্যুনিষ্ট মহলে সকলেই কল্পিত মার্ক্সীয় বুলির বন্যায় হাবুডুবু খাচ্ছিল। ঐ সব মতবাদের প্রশ্নে অন্তর্নিহিত সত্য যা' ই হোক না কেন ট্রটস্কীর উপর আক্রমণে আমরা গভীরভাবে বিপর্য্যস্ত বোধ করলাম। তাঁর নেতৃত্বের অপূর্ব্ব যোগ্যতা, তাঁর খ্যাতি কি পার্টির এবং দেশের পক্ষে অমূল্য সম্পদ ছিল না? স্বীকৃত মতবাদের সমস্ত প্রশ্ন বাদ দিয়েও চরিত্র এবং বিচক্ষণতার দিক থেকে বিপ্লবের নায়করূপে ট্রটস্কী স্বীকৃত হন নি কি? আমাদের নেতাদের মধ্যে এই ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় আমরা কেমন একটা অস্বস্তি ও বিভ্রান্তি বোধ করতে লাগলাম। কিন্তু ১৯২৫ সালে আমার সমসাময়িক লোকেদের সামান্য কয়েকজনই মাত্র বুঝতে পেরেছিল এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোথায় নিয়ে দেশকে উপনীত করবে।

সে সময়ে ঐ বিরোধ ষ্ট্যালিন এবং ট্রটস্কীর মধ্যে সংঘর্ষরূপে আমাদের কাছে উপস্থিত করা হয় নি। সেন্ট্রাল কমিটিতে সংখ্যাধিক্যের মুখোসের আড়ালে সুচতুর ষ্ট্যালিন তাঁর নিজের ষড়যন্ত্র গোপন করে রেখেছিলেন। অতীতকালে ষ্ট্যালিনের কর্ম্মজীবন ছিল অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন ও অজ্ঞাত। তাঁর শক্তির একটা অংশ ছিল সেটাই। অন্যান্য বলশেভিক নেতাদের প্রত্যেকেই কুড়ি বা ততোধিক বৎসরের একটা পূর্ণ কর্ম্মজীবন এবং ভাবধারা রেখে গেছেন। বিপ্লবের বহুবছর আগে ঐ সব ব্যক্তিরা যে সব প্রবন্ধ, প্রচারপুস্তিকা এবং পুস্তক রচনা করেছেন, তা' থেকে বিরুদ্ধ মতবাদের এটা সেটা সংগ্রহ করা খুব সহজ। এরূপ কাজে ষ্ট্যালিন ছিলেন ঘাগী। ঐ সব লেখা থেকে একটি অনুচ্ছেদ, একটি লাইন, এমন কি একটি শব্দ উদ্ধৃত করে কোন বিখ্যাত বলশেভিককে "নিজের ভ্রান্তি থেকে শিক্ষা গ্রহণে এখনও অসমর্থ, ভ্রান্ত কমরেড" রূপে অভিহিত করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। যাদের তিনি আক্রমণ করতেন তাঁদের পক্ষে পাল্টা অভিযোগ উত্থাপন করার কোন সুযোগ ছিল না, কারণ শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ কালের মধ্যে তিনি ১৯২১ সালে প্রকাশিত বিভিন্ন জাতি সমস্যা সম্পর্কে একখানি ক্ষুদ্র সঙ্কলন ছাড়া বড় কিছু লেখেন নি।

প্রথমে আমরা দেখে প্রভাবিত হলাম যে, ষ্ট্যালিন এখন যা কিছু লিখছেন বা বলছেন তাঁর সেই অভিব্যক্তি অত্যন্ত সহজ ও সরল, সেখানে তাঁর উদ্দেশ্যের মধ্যে বিন্দুমাত্র ঈর্ষ্যাকাতরতা আছে বলে মনে হত না। অন্যান্য নেতারা যখন মুক্তকণ্ঠে ব্যক্তিগত আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন তখন ষ্ট্যালিনকে দেখা যেত অত্যন্ত শান্ত একজন একনিষ্ঠ লেনিনিষ্ট, ধৈর্য্যের সঙ্গে তাঁর সহকর্ম্মীদের মতবাদগত ভ্রান্তির অনুসন্ধান করছেন এবং সেগুলো কোনরূপ ভাবোত্তেজনা না দেখিয়ে সকলের সম্মুখে উপস্থিত করছেন। তাঁর বক্তব্যের অনাড়ম্বরতায়, সহজ সরল

প্রকাশে আমরা বিশ্বাস করতে উদ্বুদ্ধ হতাম। আমরা জানতাম না তিনি অজ্ঞাতভাবে একটা ব্যক্তিগত তর্কাত্মক ব্যাপারের দিকে সুচিন্তিত উপায়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। আমরা বুঝতে পারিনি ঐ সব কৃত্রিম মতবাদগত বিতণ্ডার মাধ্যমে তিনি যে উত্তেজনার সৃষ্টি করছেন বাস্তবতার সঙ্গে তার সম্পর্ক অতি অল্পই। এ যেন একটি পিনের মাথার উপর দাঁড়িয়ে ক-জন স্বর্গীয় দেবদূত নৃত্য করতে পারবেন তারই বিতর্ক।

ঐ সংঘর্ষের সম্পূর্ণ প্রথম ভাগটায় ট্রটস্কী নিজেকে নির্লিপ্ত এবং নীরব রেখেছিলেন। ব্যক্তিগত ক্ষমতার দ্বন্দ্বে যোগদান তাঁর মর্য্যাদার উপযুক্ত ছিল না। এবং নীতির দিক দিয়ে একথাও সত্য যে তাঁর অতীতের কর্ম্মকুশলতা, তাঁর মতবাদ সকলের কাছেই ছিল জ্ঞাত। তিনি কেন সংবাদপত্রে অথবা পার্টির সভায় নিজের পক্ষে ওকালতী করে সময় নষ্ট করবেন? এই ছিল তাঁর ধারণা। তিনি একটি রাজনৈতিক যন্ত্রের গুরুত্ব ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারেন নি।

ট্রটস্কী যদি সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত বলে সামান্য আভাষমাত্র দিতেন তা হলে পার্টির অধিকাংশ সদস্য তাঁরই অনুগামী হত। তা না করে যখন ওই সংঘর্ষ চরমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে তখন গলার অসুখের চিকিৎসার জন্য তিনি মস্কো ত্যাগ করে ককেসাসে চলে গেলেন। তাঁর সমর্থকেরা হতাশ্বাস হয়ে পড়লেন। ট্রটস্কী তাঁদের ত্যাগ করে গেছেন। তাঁরা দেখছেন ষ্ট্যালিন পার্টি-যন্ত্রটিকে করায়ত্ত করে ফেলছেন—বিরুদ্ধবাদীদের দূরবর্ত্তী স্থানে রাজকার্য্যের অজুহাতে স্থানান্তরিত করে। ট্রটস্কী যখন বুঝতে পালেন যে সংগ্রামের সময় এসেছে তখন অত্যন্ত দেরী হয়ে গেছে। কিছু দিন আগে যদি তিনি মস্কোতে পার্টি সম্মেলনে একটি মাত্র বক্তৃতা দিতেন তাহলে ঐ বিরুদ্ধতার স্রোত ভিন্নমুখী হয়ে যেত। এখন ট্রটস্কী দেখলেন পার্টি ষ্ট্যালিনের সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে।

আমার মনে আছে কি সন্তুষ্টির সঙ্গেই না আমি ষ্ট্যালিন লিখিত "স্থায়ী বিপ্লব এবং কমরেড ট্রটস্কি" শীর্ষক প্রবন্ধগুলি পাঠ করেছিলাম! সেই প্রবন্ধগুলির স্বর ছিল অত্যন্ত মোলায়েম। সেগুলির উদ্দেশ্য ছিল ট্রট্স্কির মতবাদ খণ্ডন। ট্রট্স্কির মতে বিপ্লব অবিরাম গতিশীল এবং আন্তর্জাতিক হলেই তবে এর সফলতা, যদি তা একটি দেশের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে অথবা ক্রমবিবর্তনের একটি স্তরে এসেই থেমে দাঁড়ায়, তাহ'লে আজ হোক কাল হোক তা বিফল হয়ে ভেঙ্গে পড়বে। লেনিনের উক্তি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে ষ্ট্যালিন তাঁর যুক্তি সমর্থন করেন এবং ট্রট্স্কিকে এই বলে ভৎ'সনা করেন যে, তিনি বিপ্লবে কৃষকদের ভূমিকা সম্পূর্ণভাবে অবহেলা করছেন। তিনি বলেন, বাইরের দেশগুলিতে মেহনতী জনতার বিপ্লবের জন্য অপেক্ষা না করে সমাজবাদী লক্ষ্যে পৌছবার জন্যে পার্টির প্রয়োজন শুধু মাত্র কৃষকদের সমর্থন লাভ করা।

তাঁর সেই অন্তঃসারশূন্য যুক্তির উপর গড়ে-ওঠা ভ্রান্ত মতবাদের এবং চরম প্রতিশ্রুতির কোনটিই সত্য হয়ে ওঠেনি—তাই কুড়ি বছর পরে আমার মনে হচ্ছে সেগুলি তৈরী হয়েছিল কিছুটা অজ্ঞানতাবশতঃ এবং কিছুটা ধোঁকা দেবার জন্যে। কারণ, ট্রট্স্কি কখনও কৃষকদের অবজ্ঞা করেননি। ষ্ট্যালিনের মতো আর কেউ এত অধিক দুঃখ-দুর্দ্দশা কৃষকদের ওপর চাপাতে পারতেন না। কম্যুনিষ্ট পার্টি ও কৃষকদের মধ্যে সম্পর্কের যে নীতিনির্দ্দেশ লেনিন করেছিলেন, ষ্ট্যালিন তার প্রত্যেকটি দফারই বিরুদ্ধতা করেছেন। একটি বৃহৎ সমাজবাদী সংহতি গড়ে তোলার পরিবর্ত্তে সোভিয়েট ইউনিয়ন অন্ধকার যুগের চেয়েও অধিকতর অসত্যের, অধিকতর নির্ম্মমতার এবং মানবতাবোধহীনতার পরিচয় দিয়েছে, একটা সর্ব্বাত্মকবাদী অত্যাচারী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছে। অবশ্য ১৯২৫ ইংরেজীতে মতবাদের সেই বিতর্কবন্যায় হাবুডুবু খেয়ে আমরা, ষ্ট্যালিন

কেন্দ্রীয় কমিটীর যে নীতি ব্যক্ত করলেন, তাই অভ্রান্ত বলে মেনে নিয়েছিলাম—এক্ষেত্রে আমাদের ব্যক্তিগত ভাবপ্রবণতাকে আমরা আমল দিতে পারি না। "স্থায়ী বিপ্লব" আমাদের কাছে একটি বিপজ্জনক নীতি বলে মনে হল। অবশেষে আমরা এই ভেবে আশ্বস্ত হলাম যে কম্যুনিষ্ট সেলের সদস্য আমরা কেন্দ্রীয় কমিটী তথা জিনোভিভ, কামেনেভ ও ষ্ট্যালিনের পক্ষে ভোট দিতে পারব। ট্রটস্কির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া আমাদের পক্ষে দুঃখজনক কিন্তু তিনি যখন চুপ করে আছেন এবং এখনও সেই ভ্রান্তিকেই আঁকড়ে ধরে আছেন তখন আমাদের পক্ষে এই ছিল কর্ত্তব্য।

ট্রটস্কী সুপ্রীম কাউন্সিলের সভাপতি পদে ইস্তফা দিলেন। কনসেশনস্ কমিটির সভাপতি পদে তাঁকে নিযুক্ত করা হল। পদগৌরবের দিক থেকে এটা একটা দ্বিতীয় স্তরের পদ। কিন্তু ষ্ট্যালিনের সময়জ্ঞান সম্পর্কে সতর্কতা খুব বেশী। তিনি তখনও প্রকাশ্যভাবে ট্রটস্কীর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন না। ট্রটস্কী অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। পার্টি যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ করত যে ষ্ট্যালিন পার্টির নেতৃত্বের জন্যই ট্রটস্কীকে আক্রমণ করছেন, তাহলে তাঁর ভবিষ্যত জীবনের সেইখানেই ইতি হয়ে যেত, নিজে তাই প্রকাশ্য বিরুদ্ধতার আসরে না নেমে তিনি ধৈর্য্যের সঙ্গে জিনোভিভ ও কামেনেভকে সম্মুখে এগিয়ে দিলেন, তাঁরাই ট্রটস্কীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করতে লাগলেন। ষ্ট্যালিন জিনোভিভের মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়ে দিলেন যে তিনিই লেনিনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী। সুতরাং এই দুজন লোক ষ্ট্যালিনের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে লাগলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও মর্য্যাদা হারালেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি যখন এই দুটি লোককে উচ্ছেদ করা স্থির করলেন তখন তাঁর উদ্দেশ্যের পথে পার্টি থেকে বড়রকমের কোনরকম বিরোধিতাই দেখা দিল না।

দলীয় মতবিরোধ এবং মতবাদের দলাদলি প্রায় আঠার মাসের জন্য স্তিমিত হয়ে রইল। কিন্তু ১৯২৬ ইংরেজীতে হঠাৎ এই মতবিরোধ নতুন উগ্রতা নিয়ে দেখা দিল। পঞ্চদশ পার্টি সম্মলনে একটি অবিশ্বাস্য, অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটল। মস্কো সোভিয়েটের সভাপতি এবং সহকারী প্রধানমন্ত্রী কামেনেভ ও তাঁর বন্ধুবর্গসহ জিনোভিভ সেই সম্মেলনে সংখ্যালঘু হয়ে দাঁড়ালেন।

স্বভাবতঃই মতবাদ এবং নীতির প্রশ্ন আবার সকলের দৃষ্টির কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল। প্রথম প্রশ্ন, সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা কি একটিমাত্র দেশে সম্ভব হতে পারে? বর্ত্তমানে ট্রটস্কীর মতবাদের সমর্থক জিনোভিভ ও কামেনেভ বললেন, না। তাঁদের যুক্তি হল—সমাজবাদ সংজ্ঞা হিসাবেই আন্তর্জ্জাতিক এবং তাতে করে এই সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হওয়া যায় যে তার কোন সীমা থাকতে পারে না। সমস্ত সীমাচিহ্ন যদি-বা মুছে ফেলা সম্ভব না হয় তাহলেও অন্ততঃ প্রধান প্রধান শিল্পাঞ্চল-অধ্যুষিত দেশগুলির মধ্যে সমস্ত সীমারেখা নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। অন্যপক্ষে ষ্ট্যালিনের অভিমত এই যে সোভিয়েট রাষ্ট্র একাকীই একটি সমাজবাদী পদ্ধতি গড়ে তুলবার পক্ষে সমস্ত সম্পদের অধিকারী। সরকারী ফরমূলাটির ভাষা-বিন্যাস চমৎকার এবং তা প্রত্যেককেই সন্তুষ্ট করল। এর অর্থ হল এই যে, আমরা একটি দেশেই একটি সমাজবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারি কিন্তু গড়ে তোলার সম্পূর্ণতা সম্ভব নয় অন্যান্য দেশে যতদিন পর্য্যন্ত বিপ্লব সম্প্রসারিত না হয়েছে। এই যে সতর্ক-উচ্চারিত নীতি—এতে দুইটি মানসিক ভাবধারাকে সন্তুষ্ট করা হয়েছে। একটি ভাবধারা হল যারা আন্তর্জ্জাতিক বিপ্লব সংঘটনের নীতিতে বিশ্বাস করে আরেকটি হল যারা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবার কূটকৌশলের পক্ষপাতী। সেই একই সতর্ক দুমুখো নীতি বর্ত্তমানেও আমেরিকার রাজনৈতিক লেখকদের বিপর্য্যস্ত করে তুলেছে কারণ তাঁরা ষ্ট্যালিনের বর্ত্তমান বক্তৃতা

গুলির মধ্য থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন ষ্ট্যালিন গণতন্ত্রের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন অথবা সমস্ত ইউরোপে সোভিয়েট পদ্ধতি ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করবেন।

সোভিয়েট শিল্প-সংস্থাগুলির রূপ কী তাই নিয়ে একটা দ্বিতীয় বিতর্ক শুরু হ'ল। ষ্ট্যালিন তাদের বললেন, "চরম ভাবে সমাজতান্ত্রিক।" কামেনেভ তার নাম দিলেন "রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ধনবাদ" এবং বলতে লাগলেন যে শ্রমিকদের লাভের একটা অংশ নিশ্চয়ই দিতে হবে। ষ্ট্যালিন তাঁর ভিত্তি ততদিনে দৃঢ় করে ফেলেছেন! সম্মেলনে লেনিনগ্রাডের কয়েকজন সদস্য ছাড়া আর সকলেই স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পাদক দ্বারা নির্ব্বাচিত। ঐ সব সম্পাদকেরা আবার সেক্রেটারী ষ্ট্যালিন কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়েছেন। লেনিনগ্রাডের সদস্যেরা বেসামরিক কর্ম্মচারী—তথাকার রাজনৈতিক অধিকর্ত্তা জিনোভিভের আনুগত্যে তাঁদের সব কিছু। বাকী সকলেই ষ্ট্যালিনের নিজস্ব লোক, অধিকন্তু ট্রট্স্কির ওপর প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে জিনোভিভ জনপ্রিয়তাও হারিয়ে ফেলেছেন! তাঁরই সভাপতিত্বে গঠিত কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশন্যালের ব্যর্থতাও তাঁর মর্য্যাদার পক্ষে গ্লানিকর। জার্ম্মাণীতে, বুলগেরিয়ায়, এস্তোনিয়ায় কম্যুনিষ্ট পার্টি অত্যন্ত মারাত্মকরূপে পরাজিত হয়েছে। বিপ্লব ঘটাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। জিনোভিভকে ক্ষমতার আসন থেকে বিচ্যুত হতে দেখলে যারা দুঃখিত হবে না—আমিও তাদের একজন। এই মনোভাবের সুযোগ গ্রহণ করে এই সংগ্রামে নিজের স্বার্থকে প্রকটভাবে সম্মুখে না এনেও ষ্ট্যালিন জিনোভিভের দলকে পরাজিত করলেন।

এই সকল ব্যাপারের জটিলতার মধ্যে নিজের পথটা পরিষ্কার ভাবে বেছে নেওয়া কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। যুবকেরা শুধু তাদের চেয়ে অধিকতর ওয়াকিবহাল বয়োজ্যেষ্ঠদের উপদেশ গ্রহণ করতে পারতেন। আমাদের যে কোন প্রকারের সন্দেহ এবং কুণ্ঠাই থাক না কেন আমাদের

সিদ্ধান্ত সব সময়েই পরিচালিত হয়েছে পার্টির প্রতি আনুগত্য এবং তার দৃঢ় ঐক্যের মনোভাব দ্বারা। আমি তাদেরই অন্যতম যারা সেণ্ট্রাল কমিটির সিদ্ধান্তগুলোকে অকুণ্ঠভাবে সমর্থন জানিয়েছে। আমরা স্বভাবতঃই কমিটির আভ্যন্তরিক সংঘর্ষের কথা জানতাম না। এমন কি জানতে পারলেও হয়ত পার্টির মধ্যে অনৈক্য সূচনার ভয়ে আমরা অনুগত হয়ে থাকতাম। পার্টির মধ্যে যে কোন প্রকারের দুর্ব্বলতা প্রতি-বিপ্লবের সুযোগ গ্রহণের সঙ্কটকেই আহ্বান করে আনবে—এই যুক্তি দেখিয়ে বার বার বিরোধী-দল সংগঠনের প্রচেষ্টাকে বানচাল করা হয়। লেনিনের সত্যিকারের সকল সহযোগীদের চূড়ান্ত পতনে এটাই হয়েছিল পরম কার্য্যকরী।

বিশেষজ্ঞ, 'নেপমেন' (নতুন অর্থনৈতিক নীতি অনুসারে তৈরী ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী) এবং যে নতুন পুঁজিবাদীদের আবির্ভাব ঘটছে তখন —তাদের তুলনায় নিম্ন মজুরীওলা সাধারণ শ্রমিকরা পড়ল এক অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে। মজুরীর তারতম্য বা বৈষম্য খুব দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, কারণ মুষ্টিমেয় কয়েকজন কর্ম্মী বেশী বেশী মাইনে পেত এবং সাধারণ মেহনতীদের মজুরীর হার অত্যন্ত নিচে থাকত। বার্লিনের মত মস্কোতেও বেকারী গুরুতর ভাবে বেড়ে গিয়েছিল, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে বার্লিনের চেয়েও অবস্থা খারাপ হয়ে দাঁড়াল। বিপ্লবের পরেই মজুরদের যে সব সুন্দর সুন্দর ফ্ল্যাটবাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল সে-সবের জন্য অত্যধিক ভাড়ার দাবী মেটাতে অসমর্থ হ'য়ে আস্তে আস্তে তারা বস্তীতে ফিরে যাচ্ছিল। যে বস্তির বাসস্থানগুলো মাত্র কয়েক বছর আগেও সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন ছিল, সেগুলো এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে দারিদ্র্যের পরিবেশে কুশ্রী ও ভগ্নদশাগ্রস্ত।

পার্টির সংগ্রামী সদস্যদের মধ্যে অনেকে এই অবস্থা উপলব্ধি করল। অনবরত তাদের কাছে যে পার্টি ঐক্যের কথা বলা হত, সে ঐক্যের

চেয়ে এটাকে তারা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করল। তাই তারা বিরুদ্ধদলে যোগ দিল। কিন্তু আমাদের বিভেদ-ভীতির ফলে এবং ষ্ট্যালিন কর্তৃক পার্টির মধ্যে নতুন, অপ্রাপ্তবুদ্ধি, অল্পবয়স্ক ও বিচার-বিবেচনায় অক্ষম ব্যক্তিদের নির্ব্বিচারে গ্রহণ করার ফলে এঁরা দশলক্ষ পার্টি সদস্যের মধ্যে দশ-পনেরো হাজারের বেশী সদস্যের সমর্থন সংগ্রহ করতে পারল না।

১৯২৭ সালের শেষের দিকে, পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রাক্কালে "যুক্ত বিরোধীদলের" নেতৃবৃন্দ ট্রটস্কী, জিনোভিভ ও কামেনেভ উপলব্ধি করলেন যে, সেক্রেটারী জেনারেলের আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান তাঁদের কংগ্রেসের মধ্যে সামান্যতম সংগ্রামেরও সুযোগ দেবে না, কারণ প্রতিনিধিরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ চাকুরীর জন্য ষ্ট্যালিনের নিকট ঋণী কর্ম্মকর্ত্তাগণ কর্তৃক নির্ব্বাচিত হয়েছেন। সেই জন্য তাঁরা স্থির করলেন যে, সোজাসুজি পার্টির সাধারণ সদস্যদের কাছে আবেদন জানাবেন এবং সেই থেকেই তাঁরা প্রতিষ্ঠানের সকল আনুষ্ঠানিক শৃঙ্খলা-বিধানাদি অস্বীকার করবেন স্থির করলেন।

একটা বিরাট জনমত যে ট্রট্স্কী এবং তাঁর দলকে সমর্থন করে তার বহু নিদর্শন ছিল। ১৯২৭ সালের অক্টোবরে কর্ম্মকর্ত্তাগণ স্থির করেন যে লেলিনগ্রাডে বিপ্লবের দশম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হবে অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে। ট্রটস্কী এবং অন্যান্য কয়েকজন বিরোধী দলের নেতা আনন্দোৎসবে যোগদানকারী জনসাধারণের মনোভাব লক্ষ্য করার জন্য একটা গাড়ীতে করে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে যানবাহনের অসম্ভব ভিড়ের জন্য গাড়ী দাঁড় করিয়ে রাখতে বাধ্য হন টরিড প্রাসাদের সামনে। প্রাসাদের সামনে অনেকগুলো ট্রাক সারি দিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের মঞ্চ হিসেবে ব্যবহারের জন্য। গাড়ীতে এরকম বিশিষ্ট লোকদের দেখতে

পেয়ে একজন পুলিশ কম্যাণ্ডার তাঁদের পাহারা দিয়ে একটি খালি মঞ্চে নিয়ে গেল।

জনতার মধ্যে খবর ছড়িয়ে গেল যে ট্রটস্কী শেষের মঞ্চে আছেন। তারা হুড়মুড় করে আনন্দধ্বনি করতে করতে এগিয়ে গেল, ঘিরে ধরল ট্রটস্কীকে সহস্র সহস্র লোকের জনতা। কালিনিন এবং অন্যান্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাদের ট্রাকগুলো যেন কারো নজরেই পড়ল না। শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে যেসব পুলিশকে এগিয়ে দেওয়া হল তারা গিয়ে কিছুই করল না, বরং তারাও নিজেদের জনসাধারণের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে হৈ হৈ করতে লাগল। ষ্ট্যালিনের দলের কতকগুলো লোক ভীড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে শিষ্ দিতে লাগল, চেঁচাতে লাগল, যা'তে করে এই আনন্দোৎসব থেকে অভিনন্দনের স্বরটা কেটে যায়। কিন্তু তাদের এই প্রচেষ্টা ডুবে গেল জনতার আনন্দধ্বনির মধ্যে। অবশেষে কালিনিন এবং অন্যেরা মরীয়া হয়ে জনতা কর্তৃক পরিত্যক্ত তাঁদের নিজেদের মঞ্চ থেকে নেমে গিয়ে দূরে বিরোধী দলের নেতাদের কাছাকাছি একটা ট্রাকে আরোহণ করলেন। যদি তাঁদের কাছে আনন্দধ্বনি না আসে তবে তাঁরাই আনন্দধ্বনির কাছে যাবেন। কিন্তু জনতা শুধু চীৎকার করে যেতে লাগল: "ট্রটস্কী! ট্রটস্কী!"

এ ঘটনার পর বিরোধী দলের নেতারা দরিদ্র কম্যুনিষ্ট কর্ম্মীদের বাসগৃহে অনেকগুলো সভার অনুষ্ঠান করলেন। যে সব লোকেরা বিপ্লবোত্তর কালের সেই চিরস্মরণীয় দিনগুলোতে ছিলেন গভর্ণমেণ্টের কর্তৃস্থানীয়, আজ তাঁরা ছুটছেন এখানে, সেখানে—সর্ব্বত্র। চৌকো অয়েলক্লথ আচ্ছাদিত টেবিলগুলোর পাশে বসে তাঁদের নোটবুকগুলো খুলে মুষ্টিমেয় মজুরদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন রাষ্ট্রের শিল্প-সমস্যা এবং আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির কথা।

রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে পৌছালো যখন কম্যুনিষ্ট ইণ্টারন্যাশন্যাল

এবং সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের উদ্দীপনায় চীন বিপ্লব ক্রমশঃ বিজয়ের পথে এগিয়ে যেতে লাগল। বিরোধী দলের নেতারা ষ্ট্যালিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন যে, চিয়াং-কাইশেক এবং বিপ্লব-বিরোধী ও বুর্জোয়া সংগঠিত কুয়োমিণ্টাং দলের সঙ্গে তিনি মিতালী করছেন। ষ্ট্যালিন চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টিকে কুয়োমিণ্টাংদের কাছে নতি স্বীকার করতে এবং চাষী-মজুরদের গণ-জাগরণের গতিরোধ করতে বাধ্য করলেন। নানাদিক থেকে সাবধান-বাণী উচ্চারিত হল যে চিয়াং-কাইশেক ট্রেড-ইউনিয়নগুলি এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে সাংহাইতে একটি সামরিক অভ্যুত্থানের আয়োজন করছেন—কিন্তু ষ্ট্যালিন তাতে কর্ণপাত করলেন না। মস্কোস্থিত চীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর হিসেবে রাডেকের পক্ষে সংগ্রামের খুঁটিনাটি জানা খুবই সহজ ছিল। তিনি ষ্ট্যালিনের কৌশলাদিকে তীব্রভাবে নিন্দা করার কাজে ট্রটস্কী এবং জিনোভিভের সঙ্গে যোগ দিলেন।

ষ্ট্যালিন নীতির ফলাফল শীঘ্রই প্রকাশিত হয়ে পড়ল। মস্কোর এক পার্টি কনফারেন্সে ষ্ট্যালিন ঘোষণা করলেন যে, তিনি চিয়াং-কাইশেকের সমর্থনের আশ্বাস পেয়েছেন। তাঁর বিবৃতি এবং সাংহাই-এ চিয়াং-কাইশেক কর্তৃক ট্রেড-ইউনিয়ন এবং কম্যুনিষ্টদের ওপর আক্রমণের সংবাদ প্রায় একই সঙ্গে সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হল। সমগ্র চীনে কম্যুনিষ্ট বিরোধিতার ঐ হল প্রথম সূত্রপাত। এই বিরোধিতা চরমে উঠল ক্যাণ্টন বিদ্রোহের রক্তাক্ত দমনের মধ্যে। সেখানে ১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েট রিপাব্লিক ঘোষণা করা হয়েছিল কিন্তু টিঁকে ছিল মাত্র তিনদিন।

ষ্ট্যালিনের প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে কমে গেল। বিরোধী দল তাঁদের প্রচেষ্টা চারগুণ বাড়িয়ে দিলেন। এবার ষ্ট্যালিন সহিংস পন্থা অবলম্বন করবেন স্থির করলেন। মস্কোর পার্টি জেলা কমিটির সম্পাদক রিউটিন

লাঠি এবং বাঁশী দ্বারা সজ্জিত এক ভাড়াটিয়া গুণ্ডাদলকে নিযুক্ত করার পরিকল্পনা প্রস্তুত করলেন যাদের কাজ হবে শ্রোতা-সাধারণকে নিয়মিত পার্টি সভায় প্রদত্ত বিরোধী দলের নেতাদের বক্তৃতা শোনা থেকে বিরত রাখা। সেণ্ট্রাল কণ্ট্রোল কমিটির নির্দেশানুসারে অনুরূপ অন্যান্য দলগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্টি সমাবেশে হানা দিয়ে জোর করে সমাবেশ-গুলোকে ভেঙ্গে দিতে লাগল।

১৯২৭ সালে নভেম্বর দিবসের সপ্তম বার্ষিক উৎসবের প্রারম্ভে একটি গুজব রটে গেল গেল যে বিরোধী দল রাজপথে একটা শোভাযাত্রা বের করার চেষ্টা করবে। এ পর্য্যন্ত জি, পি, ইউ এজেণ্টরা এবং পুলিশ এসব গণ্ডগোলে হস্তক্ষেপ করেনি কারণ পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্বে ওদের ডেকে আনার সাহস ষ্টালিনের ছিল না। উপরোক্ত গুণ্ডাদলই যে কোন সম্ভাব্য অভ্যুত্থান দমনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এখন কিন্তু এসব সরকারী কর্ম্মচারীদেরও পার্টির আভ্যন্তরিক বিরোধিতাকে দমন করার জন্যে ব্যবহার করা হল।

বিরোধী দলের সমর্থনকারী কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সভ্যের রেড-স্কোয়ারের প্রবেশ পথে একটি ব্যালকনি ছিল, সেখানে তিন সারি শোভাযাত্রাকারীর কুচকাওয়াজ করে এসে মেলবার কথা। তিনি তাঁর ব্যালকনীকে লেনিন, ট্রটস্কী এবং জিনোভিভের প্রতিকৃতি দিয়ে সজ্জিত করলেন। সেখানে বিরোধীরা সব জমায়েৎ হয়ে ধ্বনি দিতে লাগল: "ট্রটস্কী দীর্ঘজীবী হউন! বিরোধী দল জিন্দাবাদ!" ব্যালকনীতে হানা দিল জি, পি, ইউ এজেণ্ট এবং পুলিশরা। প্রতিকৃতি-গুলোকে করে দিল ছিন্নবিচ্ছিন্ন এবং বিরোধী-দলের লোকদের গ্রেপ্তার করে চালান দেওয়া হল থানায়।

ট্রটস্কীর অনুগামীরা কুচকাওয়াজ-কারীদের হাতে কয়েকটি পোষ্টার দিতে সমর্থ হয়েছিলেন, যেগুলোতে লেখা ছিল: "লেনিনের

আন্তমবাণী অনুসারে আমরা চলব!" "সুবিধাবাদ বন্ধ করো, অনৈক্যের প্রতিরোধ চাই!" "লেনিনের পার্টিতে ঐক্য চাই!" পুলিশ এবং জি, পি, ইউ এজেন্টরা সে পোষ্টারগুলোও ছিনিয়ে নিল আর বেদম প্রহার করল পোষ্টার-বহনকারীদের।

রেড স্কোয়ারে প্রবেশের অনুমতি-পত্র না থাকার দরুন ট্রটস্কী তাঁর একান্ত অনুগামীদের সঙ্গে অথবা অন্যান্য কুচকাওয়াজ-কারীদের সঙ্গে যোগ না দিয়ে রাজপথে অনির্দ্দিষ্টভাবে একটা মোটর গাড়ী করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে জনতার মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল এবং সেই গোলমালের মধ্যে তাঁর প্রতি গুলী নিক্ষিপ্ত হল এবং কোন কোন গোলন্দাজ তাঁর গাড়ীর জানালার কাঁচ পর্য্যন্ত চূর্ণ করে দিল।

আমি রেড স্কোয়ারে বসে সৈন্যদের কুচকাওয়াজ দেখছিলাম। আমার আসন ছিল লেনিনের সমাধির পাশে সরকারী মঞ্চে যেখানে অন্যান্য পার্টি নেতৃবৃন্দ দাঁড়িয়েছিলেন। সমগ্র আব্‌হাওয়াটার মধ্যে কেমন যেন একটা ভীতির ভাব ছিল। বিরোধী দল কি করে না করে এই ভয়ে সমাধিক্ষেত্র এবং মঞ্চ প্রভৃতিকে শোভাযাত্রীকারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল দুই সারি পুলিশের দ্বারা। স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত ছ'ঘণ্টা ব্যাপী প্রদর্শনী উৎসবে মাত্র একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটে। একদল চীনা ছাত্র সরকারী মঞ্চের নীচে এসে তাদের পোষাকের তলায় লুকানো একটা লাল কাপড় বের করে ঝুলিয়ে দেয়, তাতে লেখা ছিল: "চীন বিপ্লবে সুবিধাবাদ ধ্বংস হোক!" এদের মধ্যে প্রায় সকল ছাত্রই চীনে গিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, কারণ ষ্ট্যালিন তাঁর অনুগামীদের এমন এক সময়ে কুয়োমিণ্টাং-এর কাছে বশ্যতা স্বীকারের নির্দ্দেশ দেন যখন তারা সত্যি সত্যি সার্থক বিপ্লব সংঘটনে সক্ষম ছিল—কিন্তু সে ক্ষমতা যখন আর নেই তখনই নিজের মর্য্যাদার পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি বিপ্লবের আদেশ দিলেন।

ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির নিয়মিত সভাতে আলোচনা হয়ে দাঁড়াল গুরুতর সংঘর্ষপূর্ণ। এখানেও ষ্ট্যালিন ট্রট্স্কীকে কথা বল্তে দিতে ভয় পেতেন। তিনি তাঁর অনুচরদের ট্রট্স্কীকে গুলি করে মারতে নির্দ্দেশ দিলেন। ষ্ট্যালিন ক্রমাগত নূতন সদস্যদের কমিটিতে ভর্ত্তি করছেন। সভাগৃহ এমন সব নূতন সদস্যদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে উঠত— যাঁরা পদের জন্য শুধু ষ্ট্যালিনের নিকটই কৃতজ্ঞ। তাঁরা ভাল করেই অবগত ছিলেন যে কা'কে তাঁদের খুশী করতে হবে। পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের সরকারী কার্য্য-বিবরণীতে দেখা গেল ট্রটস্কীর মুখ বন্ধ করে দেবার জন্য যথেষ্ট চাপ দেওয়া হয়েছে। প্রচণ্ড গোলমাল, বিড়ালের ডাক ইত্যাদির মধ্যেও ট্রটস্কীর অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা ষ্ট্যালিনকে যেন চাবকে লাল করে দিল। পার্টি মিটিং-এ এই তাঁর জীবনের শেষ বক্তৃতা।

উত্তেজিত প্রতিপক্ষ সভানুষ্ঠান অসম্ভব করে তুলল। ষ্ট্যালিনের অনুচরেরা চীৎকার করে বলতে লাগল, "ট্রট্স্কী ধ্বংস হোক!" "রাস্কেল, দেশদ্রোহী ধ্বংস হোক!" সমস্ত সভাগৃহ জুড়ে একটা বিরাট কোলাহল উঠল।

নিম্নপদস্থ বিরোধীদলের সমর্থক পার্টি সদস্যদের ভয় দেখানো হয়ে হল। ক্রমাগত তারা তাদের চাকরী থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। ষ্ট্যালিন বিরোধীদলকে ভাতে মারতে লাগলেন।

১৯২৭ ইংরেজীর নভেম্বরে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ পার্টি কংগ্রেসে ষ্ট্যালিন বিরোধী দলকে বক্তৃতা করতে দেওয়ার ঝুঁকি নিলেন না। তিনি পূর্ব্বাহ্নেই প্রতিকার ব্যবস্থা স্থির করলেন। কংগ্রেস অধিবেশনের কয়দিন পূর্ব্বে ট্রটস্কী, জিনোভিভ ও কামেনেভকে শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে পার্টি থেকে বিতাড়িত করলেন। আমি কংগ্রেসে অতিথিদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট ছিলাম। দেখলাম ষ্ট্যালিন এবং তাঁর দক্ষিণ-পন্থী সমর্থক রাইকভ, বুখারিন এবং টমস্কী প্রভৃতি কেমন পরিপূর্ণ আশ্বস্ততার

সঙ্গে মঞ্চে উঠছেন। সমস্ত সভাগৃহ পার্টি-নীতির বিজয়লাভে সমবেতভাবে আনন্দধ্বনি করে উঠল। কিন্তু সেই আনন্দধ্বনির মধ্যে যেন একটা আতঙ্কের ভাবও লেগে ছিল। অন্যান্য অনেকের মতই আমিও ঐ সংখ্যাধিক্যের সমর্থন করেছিলাম, চিরকালের জন্য এই আত্মঘাতী সংঘর্ষের অবসানের আশায়। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং পার্টিকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য, একমাত্র এই চরম ব্যবস্থাই মনে হয়েছিল প্রয়োজনীয় এবং ন্যায়সঙ্গত।

পার্টি সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা না করেই ষ্ট্যালিন ট্রটস্কীকে মধ্য এশিয়ায় নির্ব্বাসিত করা স্থির করলেন। এই সংবাদ মস্কোতে যেন প্রচণ্ড বোমার বিস্ফোরণ ঘটাল। ষ্ট্যালিনের সমর্থক সাধারণ পার্টি সদস্যরা এখনও পর্য্যন্ত একথাই বিশ্বাস করছিলেন যে, আপনা থেকেই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটবে এবং কোনরূপ দমনমূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে না।

নির্ব্বিঘ্নে ট্রটস্কীর বিদায়ের পর জি, পি, ইউ, তৎপর হয়ে উঠল। বিরোধীদলীয়দের গ্রেপ্তার, কারাগার ও নির্ব্বাসন-দণ্ডদান শুরু হল। লালফৌজের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ কম্যুনিষ্ট সদস্যদের বিক্ষোভ বন্ধ করে দেওয়া হল। কোনরূপ প্রতিরোধের সময় এখন আর নেই। ট্রটস্কীর সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটল।

বিরোধীরা ভাবী বিপদের যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, ১৯২৮ ইংরেজীতে তা' সত্য হয়ে দেখা দিল। বিশেষ আইন বিধিবদ্ধ করে কৃষকদের বাধ্য করা হল তাদের উৎপাদিত শস্য রাষ্ট্রের ভাণ্ডারে দান করতে। ষ্ট্যালিন কৃষকদের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করতে লাগলেন। সৈন্য-বাহিনীর সহায়তায় রিকুইজিশন এজেন্টরা গুপ্তস্থানে লুক্কায়িত শস্যের জন্য তল্লাসী চালাতে লাগল। তারা কৃষকদের বীজশস্য পর্য্যন্ত ছিনিয়ে

আনল; হিংসা ও নির্মমতার অসংখ্য ঘটনা ঘটতে লাগল। হাজার হাজার কৃষক গ্রেপ্তার হল, কারাদণ্ডে দণ্ডিত হল৭

কৃষকদের সমস্যার গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। ষ্ট্যালিন কর্তৃক কঠোর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফলে চাষ-আবাদের ব্যবস্থা হল বিচ্ছিন্ন এবং ভবিষ্যত দুর্লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। দক্ষিণপন্থীরা তখনও আশা পোষণ করতে লাগলেন। ট্রটস্কী এবং আরও যে কয়েক হাজার ব্যক্তি নির্ব্বাসনে ছিলেন তাঁরা দেশের সঙ্গে রাজনৈতিক যোগাযোগ যে কোন ভাবেই হোক রক্ষা করে চলছিলেন। এর ফলে দলের প্রবীণ সদস্যদের মধ্যে একটা উত্তেজনার ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। ট্রটস্কীকে কারাগারের ভয় দেখিয়ে তাঁর কার্য্যকলাপ থেকে নিরস্ত থাকবার আদেশ দেওয়া হল। কিন্তু তিনি সে আদেশ মেনে নিতে রাজী হলেন না। অবশ্য ষ্ট্যালিন তাঁর ভয় প্রদর্শনকে কার্য্যে পরিণত করলেন না। শুধু একটা গুজব চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল যে, ট্রটস্কীকে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই গুজবে আমরা অত্যন্ত আঘাত পেলাম, যদিও ততদিনে ঐ সব খারাপ খবর শুনতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। তখন পর্য্যন্ত আমাদের এই ধারণা ছিল যে কম্যুনিষ্টদের মধ্যে মতভেদ যতই গুরুতর হোক না কেন, কম্যুনিষ্ট এবং ধনবাদী জগতের মধ্যে বিরোধের তুলনায় তা' কিছুই নয়। কিন্তু এখন শুনতে পাচ্ছি ট্রটস্কীকে বিদেশে নির্ব্বাসিত করা হবে অর্থাৎ তাকে ধনবাদীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। আমি সেণ্ট্রাল কমিটির এই কার্য্যকে মনে মনে নিন্দা করতে লাগলাম। কিন্তু কারও কিছু করবার উপায় নেই। তখন একমাত্র বিরোধিতা ছিল দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে; তাঁরা শান্ত এবং নীরব হয়ে রইলেন—তাঁদের অক্লান্ত চেষ্টা ছিল তাঁদের প্রতি যেন কেউ লক্ষ্য না করে।

ষ্ট্যালিনের পঞ্চাশৎ জন্মদিনে আমি দ্বিতীয়বার মানসিক আঘাত পেলাম। সমস্ত সংবাদপত্রগুলো এক পৃষ্ঠাব্যাপী লেখায় তাঁর প্রশস্তি

কীর্ত্তন করল এবং তাঁকে দলের নেতা (ভঝ্‌ড্‌) উপাধি প্রদান করল। ১৯২৪ ইংরেজীতে তিনি যে বলেছিলেন সে কথাগুলো আমার স্পষ্ট মনে পড়ল। তাঁর তখনকার উক্তি ট্রটস্কীর বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, "পার্টির কোন নেতার প্রয়োজন নেই—তার আছে একটিমাত্র সম্মিলিত নেতৃত্ব, সে নেতৃত্ব হল কেন্দ্রীয় কমিটির।" একটি চমৎকার প্রবন্ধে ষ্ট্যালিন এই যে যুক্তি উপস্থিত করেছিলেন তা' আমার কাছে সেদিন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। শুধু আমি নই, আরও যারা ট্রটস্কীর বিরুদ্ধে আক্রমণকে স্বীকার করে নিতে পারছিল না, তারাও এই যুক্তিতে সন্তুষ্ট হয়েছিল।

এখন আমি সন্দেহ করতে লাগলাম যে, আমরা প্রতারিত হয়েছি। সে সময়ে ষ্ট্যালিনের বিবৃতি নেহাৎ উদ্দেশ্যমূলক ছিল। সমস্ত ব্যাপারটা ছিল দলের নেতৃত্ব নিজের করতলগত করবার কৌশল মাত্র।

মস্কোতে চার বছর বাস করে আমার স্বাস্থ্য ফিরে পেলাম। প্রাচ্যদেশ তখনও আমাকে আকর্ষণ করছিল। বহির্বাণিজ্য কমিসারিয়েট থেকে যখন আমার বাণিজ্য প্রতিনিধিরূপে পারস্যে ফিরে যাবার প্রস্তাব হল, তখন আমি সে প্রস্তাব গ্রহণ করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলাম। কিন্তু জেনারেল ষ্টাফের রিজার্ভ লিষ্টে রয়েছি তাই তাঁরা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন, বললেন, আমার মিলিটারী ও বাণিজ্য সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা রয়েছে, আমার প্যারিতে যাওয়া ভাল। সেখানে সোভিয়েট সরকার বিমান বাহিনী এবং নূতন অস্ত্রতৈরীর শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির জন্য প্রচুর মালপত্র ক্রয় করছিলেন। অবিচ্ছিন্ন দলগত কলহের আবহাওয়ায় মস্কোতে চার বছর কাটিয়ে আমি যে কোন জায়গায়ই যেতে রাজী ছিলাম। ১৯২৯ ইংরেজীর জানুয়ারী মাসে সোভিয়েট বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সঙ্গে কাজ করবার জন্যে প্যারি রওনা হয়ে গেলাম।

আমি প্যারির প্রশান্ত সৌন্দর্য্যে বিস্মিত হলাম। ধোঁয়া, কুয়াশা এবং পুরানো পাথর মিলে তথাকার প্রাসাদশ্রেণীতে যে রং ধরিয়েছিল মস্কোর ঘর বাড়ীর উজ্জ্বলতার সঙ্গে তুলনা করে তা আমার মনে একটা মনোহর কাব্যছন্দের প্রভাব সৃষ্টি করল। মস্কোর বিপরীত ছিল প্যারির জীবন প্রবাহ—অনেক ব্যয়বহুল, বিলাস-পূর্ণ এবং আনন্দোচ্ছল। কিন্তু আমি এই শেষোক্ত প্রভেদে মোটেই প্রভাবিত হইনি। এখানে ধনী দরিদ্রের মধ্যে অনেক প্রভেদ। মনে হল আমাদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সফলতা যখন সম্পূর্ণ হবে তখন রাশিয়ার লোকের জীবনযাত্রার মান অনেক উচ্চে উঠে যাবে—সকলে সাম্যের ভিত্তিতে মুক্তভাবে জীবন কাটাবে।

আমাদের দেশের বস্তিবাসীদের কথা মনে হতে কিন্তু আমি অত্যন্ত পীড়িত বোধ করতে লাগলাম। প্যারির তুলনায় আমাদের দেশের বস্তিগুলির অবস্থা শোচনীয়। অথচ এ অবস্থার বিপরীত হওয়া উচিত ছিল। ধনবাদের আওতায়ই দারিদ্র্যের এবং নিম্নস্তরের আবাসস্থলের কল্পনা করা যায়। আমরা বিপ্লব সংঘটন করেছি তার পরও মস্কোর এই দুঃখদুর্দ্দশা আমাকেই যেন ভর্ৎসনা করছিল, যেন প্রমাণ করছিল যে অন্ততঃ সাময়িকভাবে সমাজতান্ত্রিক প্রগতি শ্লথ হয়ে পড়েছে।

সবচেয়ে বিস্মিত হলাম ফ্রান্সের সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা দেখে। সর্ব্বপ্রকার মতবাদের অকুণ্ঠ প্রচার করছে বহুসংখ্যক সংবাদপত্র। যিনি যত শক্তিশালী ব্যক্তিই হোন না কেন, সংবাদপত্রের আক্রমণ তাঁর বিরুদ্ধে অবাধ—কারো নিষ্কৃতি নেই। অকুণ্ঠভাবে সংবাদপত্রগুলি পরস্পরবিরোধী অত্যন্ত উগ্র মতবাদ প্রচার করছিল। এসময়ে বলশেভিক পার্টি সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে ভয় করত এবং অত্যন্ত খোলাখুলিভাবেই তা' করত। পার্টি একথাই আমাদের শিখিয়েছে, এবং

আমরাও একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছি, যদি অন্যান্য বামপন্থী দলগুলিকেও অবাধে মতবাদ প্রচার করতে দেওয়া হয়, তা'হলে সেই ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে বিদেশী বুর্জোয়া প্রভাব প্রবেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তা'তে করে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টার উপর একটা সন্দেহ জন্মান অসম্ভব নয়। ফলে বর্ত্তমান শাসন পদ্ধতির ভিত্তিতে একটা ফাটল ধরাতেও পারে। প্যারি কিন্তু অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গেই প্রমাণ করেছে, যে দল জনমতের প্রবল সমর্থনের উপর কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত হয়েছে, তার পক্ষে স্বাধীন সংবাদপত্র মোটেই বিপজ্জনক নয় এবং সেটাই হচ্ছে তাদের নিরাপত্তা এবং অগ্রগতির মূলভিত্তি। কিন্তু এ সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে বিচার বিশ্লেষণ কিম্বা সন্দেহ প্রকাশের আমার সময় ছিল না। কাজের চাপ ছিল খুব বেশী, যে কাজের অর্থ হল অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম।

প্যারি, ব্রাসেলস্ এবং মিলানে পরবর্ত্তী চার বছরে আমার কর্ম-তৎপরতার কথা বোঝাতে হলে, রাশিয়ায় এই সময়ে অর্থাৎ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কালে যে অবস্থা হয়েছিল সে সম্বন্ধে কিছুটা বিবরণী দিতেই হবে।

নির্ব্বাসিত ট্রট্স্কীর বিরোধী দল কর্তৃক প্রচারিত বে-আইনী প্রচার-পত্রগুলিতে যেভাবে উগ্র সমালোচনা করা হচ্ছিল তাতে পার্টির মধ্যে বিপুলভাবে অনুকূল আলোড়নের সৃষ্টি হচ্ছিল। এর ফলে ষ্ট্যালিন তাঁর পঞ্চবার্ষিকী শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে বাধ্য হলেন। পূর্ব্ব পরিকল্পনা ছিল অত্যন্ত মন্থরগতিশীল। এখন তিনি যে বিরোধীদল চরমপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই শত্রুপক্ষদের থেকেও এগিয়ে যেতে প্রস্তুত হলেন। তিনি পরিকল্পনাতে এমন বিপুল উৎপাদনের সিদ্ধান্ত করলেন যা কার্য্যকরী করা অসম্ভব। এক ঘায়ে তিনি বাম ও দক্ষিণ দু'দলকে ঘায়েল করবার ব্যবস্থা করলেন। বামপন্থীরা পশ্চাতে পড়ে গেলেন আর দক্ষিণপন্থীরা যে সতর্ক

পন্থার পক্ষে মত প্রকাশ করছিলেন তার বিরুদ্ধে সমস্ত চরমপন্থীদের একত্রিত করা সম্ভব হল। পার্টি স্বেচ্ছায় দক্ষিণ পন্থী নেতা রাইকভ ও বুখারিনের বিরুদ্ধে ষ্ট্যালিনকে সমর্থন করল। পার্টির সন্দেহ হ'ল যে, দক্ষিণপন্থী নেতারা দেশকে একটি বুর্জ্জোয়া কৃষিজীবী রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাইছেন। ষ্ট্যালিনের এই চরম মতপরিবর্ত্তনের আরও একটি গুপ্ত উদ্দেশ্য ছিল। এ সময়ে পার্টির মধ্যে যে দমননীতি চলছিল এবং দেশ যেভাবে চারদিক থেকে অবরুদ্ধ হয়েছিল, এই অবস্থায় দেশবাসীর মনে বাস্তবতা সম্পর্কে যে অসন্তোষ জমাট হয়ে উঠছে তা ভুলিয়ে দিতে হলে এবং বাস্তবকে সহ্য করাতে হলে এমনই একটা বীরত্বসূচক প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

কৃষকদের বিরুদ্ধে ষ্ট্যালিনের সংগ্রামের ফলে বাধ্য হয়ে তিনি বাধ্যতা-মূলক সমবায় কৃষি ব্যবস্থার পত্তন করেছেন। এর জন্য প্রয়োজন তড়িৎ-গতিতে গড়ে তোলা—কৃষির যন্ত্রপাতি এবং ট্র্যাক্টর ইত্যাদি নির্মাণের জন্য বিরাট বিরাট কারখানা। এর ফলে এবং দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামের জন্য কয়েক মাস পর পরই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নূতন নূতন কর্ম্মসূচী সংযোজিত হতে থাকল এবং পরিকল্পনা দিন দিন আরও বিরাট হয়ে দাঁড়াল। পার্টি কমিটির কর্ম্মীগণ, রাষ্ট্রীয় শিল্প সংস্থার ডিরেক্টারগণ একে অন্যের সঙ্গে যেন প্রতিযোগিতার খেলায় নিয়োজিত হলেন, সকলে বিভিন্ন বিষয়ে নানারূপ অভিনব পরিকল্পনা উপস্থিত করতে লাগলেন। এরও উপরে ষ্ট্যালিন এই বিরাট পরিকল্পনাটি চার বছরে কার্য্যকরী তুলতে হবে বলে ঘোষণা করলেন।

তৎকালীন চিন্তাশীল বলশেভিকদের প্রত্যেকের মনস্তত্ত্ব নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে: ষ্ট্যালিনের লৌহমুষ্টি সহ্য করা কঠিন। তাঁর সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী এবং অত্যাচারী পদ্ধতি দেশকে অত্যন্ত বিপর্য্যস্ত করে তুলেছে। কিন্তু যদিও প্রত্যক্ষতঃ সমাধানের অতীত

সব সমস্তার উদ্ভব হচ্ছিল এবং প্রত্যেক বছরেই মনে হচ্ছিল বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রটি শেষবারের মত খোঁড়া পায়ে ভর করে কোনরকমে দাঁড়িয়ে আছে, তথাপি এও ঠিক যে এই লোকটির অদম্য ইচ্ছাই রাশিয়াকে নূতন শিল্প প্রচেষ্টা গড়ে তুলতে সাহায্য করছিল। আরও কয়েক বছরের এই ভীষণ ও অতিমানবসুলভ সহনশীলতার পর আমরা হয়ত দেশের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধির আশা পোষণ করতে পারি।

ঐ সময়ের স্লোগান ছিলঃ "এগিয়ে যাও এবং আমেরিকাকে ছাড়িয়ে যাও।" আমরা আমাদের দেশকে শিল্পোন্নত একটি নূতন আমেরিকারূপে গড়ে তুলতে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলাম। এই উৎসাহেই আমরা সমস্ত ঘটনা উপেক্ষা করে ষ্ট্যালিনের সমর্থনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম। এই প্রেরণা বিরুদ্ধবাদী মহলেও সঞ্চারিত হয়েছিল এবং এটাই হচ্ছে তাদের মধ্যেও কিছু লোকের মত পরিবর্ত্তনের কারণ। তাদের যুক্তি হচ্ছে, "যদিও তাঁর কর্ম্মপদ্ধতি নির্ম্মম এবং জটিল, তথাপি ষ্ট্যালিনের সঙ্গে আমাদের মতভেদের চেয়ে তাঁর আরব্ধ কার্য্য অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। যদিও তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে কাজ করছেন—তথাপি তিনি লক্ষ্যের দিকে যেভাবেই হোক এগিয়ে যাচ্ছেন।" অল্প লোকই একথা ভাবতে পেরেছিলেন, আমরা প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক শিল্পসংস্থা এবং স্বাধীন সমৃদ্ধ গণজীবন গড়ে তোলার জন্য যে বিরাট উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছি, ষ্ট্যালিনের অবলম্বিত নৈতিক ও রাজনৈতিক পন্থায় সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না এবং সবকিছু শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যাবে। রাশিয়ার কর্ম্মীরা সংগঠনেই মগ্ন ছিলেন—দেরীতে তাঁরা প্রকৃত সম্বন্ধ বুঝতে পারলেন। আমরা যারা বিদেশে ছিলাম, তাদের দেশের সত্যিকার অবস্থার সঙ্গে সংযোগ ছিল না। আমরা খবর পেতাম সরকারী চমকপ্রদ সাফল্যের রিপোর্ট থেকে। আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাসই জন্মাত যে, বিপুল বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও পরিকল্পনা

সাফল্যের সঙ্গেই এগিয়ে চলছে। আমরা আমাদের কর্ত্তব্য করে যাচ্ছিলাম অন্তরের উৎসাহ ও উত্তমের সঙ্গেই—প্রথমে কোন সংশয়ই আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

ইউরোপের প্রত্যেকটি রাজধানীতে ধারে জিনিসপত্র কেনার জন্য এবং স্বর্ণের জন্য দুঃসাহসিক সংগ্রাম চলছিল। এতে আমিও যোগদান করেছিলাম। বোখারাতে মুসলমান গেরিলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যে উত্তেজনা প্রত্যক্ষ করেছি এ সংগ্রামের উত্তেজনা তার চেয়ে অল্প নয়।

আমাদের ধারের সীমা সত্বরই শেষ হয়ে আসল। পূর্ব্বে যে সব মালপত্র ধারে ক্রয় করেছিলাম তার দাবীপত্র আসতে লাগল। বাজারে আর্থিক বিশ্বস্ততা সৃষ্টির চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু আমাদের কোষাগারে আর মাত্র কয়েকখানি বিদেশী ব্যাঙ্ক নোট অবশিষ্ট আছে। কম্যুনিষ্ট ও কম্যুনিষ্ট জগতের প্রতি সহানুভূতিশীল সংবাদপত্রগুলিতে সোভিয়েট সরকার ঘোষণা করছিলেন যে, সোভিয়েটের অর্থনৈতিক অবস্থা পৃথিবীর সর্ব্বোত্তম দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সে কখনও তার পূর্ব্বঘোষিত কথার খেলাপ করেনি আর করবেও না। এটা সত্যিই একটা অলৌকিক ব্যাপার বলে মনে হয় যে, সোভিয়েট আর্থিক প্রতিশ্রুতি কোথাও ভঙ্গ করা হয়েছে বলে কোন বিবরণ পাওয়া যায় নি।

অবশ্য আমি জানতাম যে, ওই অর্থনৈতিক বিপদের হাত এড়াবার জন্যে আমাদের কি অমানুষিক সংগ্রাম করতে হচ্ছিল। যখনই মোটা টাকা যোগাড় করবার সময় আসত আমরা বৈদেশিক বাণিজ্য-বিভাগের কর্ম্মচারীরা এবং আমাদের ব্যাঙ্কের সহকর্ম্মীরা এক বিভীষিকার মধ্যে দিন যাপন করতাম।

স্বর্ণের জন্য আমরা সব কিছু বিদেশে চালান দিতাম, এমন কি দেশের ক্ষুধিত জনসাধারণের মুখের গ্রাস খাত্তবস্তু পর্য্যন্ত। আমাদের সব সময়েই

চেষ্টা ছিল নতুন বাজার, নতুন রপ্তানি দ্রব্য খুঁজে বের করা। আমাদের এই নব-নয-পন্থা উদ্ভাবক মনও দস্তুর মত অবাক্ হয়ে গেল যখন একটা ইন্‌টুরিষ্ট ইস্তাহারে বলা হল যে, মস্কো একটা নতুন পরিকল্পনা করেছে আর সে পরিকল্পনা হচ্ছে মানুষ রপ্তানীর।

বহু বৎসর ধরে সোভিয়েট রাশিয়া থেকে অন্যদেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করা প্রায় বন্ধ হয়ে আছে। শুধু কূটনীতিবিদ্, রাজকর্ম্মচারী এবং ইঞ্জিনীয়ারেরা রাষ্ট্রের কাজে দেশ ত্যাগ করার অনুমতি লাভে সমর্থ হতেন, ফ্রান্সে, আমেরিকায় এবং অন্যান্য দেশে শত শত নাগরিক ছিলেন যারা জন্মগতভাবে ছিলেন রাশিয়ান। এদের মধ্যে অনেকে ছিলেন প্রাক্-বিপ্লব যুগের, আর গৃহযুদ্ধের কালের শ্বেত-রাশিয়ানরাও ছিলেন। অর্থ-নৈতিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁরা চাইছিলেন, রাশিয়াস্থিত তাঁদের আত্মীয় স্বজনেরাও যাতে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন সেজন্যে। আজ পর্য্যন্তও বিশেষতঃ শ্বেত-রাশিয়ানদের সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে এসেছে। কিন্তু ইন্‌টুরিষ্ট কর্ত্তৃক রচিত নতুন পরিকল্পনায় বলা হল যে, এরা প্রচুর অর্থের বিনিময়ে তাদের আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে যেতে পারেন। যদিও আইনসঙ্গত একটা সোভিয়েট বৈদেশিক পাসপোর্ট এবং ভিসার জন্য খরচা পড়ত এক বা দু ডজন রুবল, কিন্তু এদের আত্মীয় স্বজনদের জন্য একটা বৈদেশিক পাসপোর্ট এবং ভিসার জন্যে নগদ আটশ থেকে দেড় হাজার (স্বর্ণ) ডলার দিতে হত। এসব অর্থলাভের জন্য ইন্‌টুরিষ্ট দরকার হ'লে সাইবেরিয়ার কন্‌সেনট্রেশন ক্যাম্পে পর্য্যন্ত খুঁজে পেতে বার করত কোন "রাষ্ট্রের শত্রুকে", যে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে রাশিয়ার অভ্যন্তরে ঘুরে বেড়াবার সমস্ত আশাই ত্যাগ করেছিল এবং তাকে একটি পুলম্যান গাড়ীতে চাপিয়ে তার ধনী আত্মীয়দের কাছে চালান করে দিত।

আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমরা প্যারিতে আমাদের বাজেটের আয় ব্যয়ে সঙ্গতি সাধন করতে ইচ্ছুক ছিলাম সত্য, কিন্তু দেশের মানুষদের বাইরে পাঠিয়ে আর্থিক দাঁও মারবার জন্যে আমরা মোটেই আগ্রহান্বিত ছিলাম না। আমরা এই বিভাগীয় ব্যবসায়টিতে চরম উন্নতির চেষ্টা করিনি। কিন্তু শুনেছি অন্যান্য দেশে এ ব্যবসায়ে বেশ কাটতি হচ্ছিল।

১৯৩০ সালের শেষে আমি সহকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি এবং আমদানি বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের পদে উন্নীত হলাম। যে সব আইন-কানুন এবং সামাজিক পরিবেশের মধ্যে আমরা কাজ করতাম সেগুলির উন্নতির পরিবর্ত্তে দিন দিন ঘোরতর অবনতি ঘটছিল।

দেশ থেকে আমাদের কাছে বিচ্ছিন্নভাবে নতুন নতুন শিল্প প্রচেষ্টায় অভাবনীয় সাফল্যের সংবাদ আসছিল। কিন্তু সাফল্যের সে সব পটভূমিকায় ছিল নিতান্ত নৈরাশ্যজনক চিত্র। জবরদস্তি যৌথবদ্ধতা, অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন কৃষকদের গ্রেপ্তার ও নির্ব্বাসন, বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থাবলম্বন, পার্টির আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্ব, রুটির জন্য কার্ড ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন, রেশনের পরিমাণ হ্রাস, দেশে সুদূর অভ্যন্তর ভাগে বিদ্রোহ—এসব ব্যাপার আমাদের অবস্থা করে তুলেছিল অস্বস্তিকর। বিদেশে বাণিজ্য-মিশনে কার্য্যরত পার্টির বাইরের কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে মস্কোতে ডেকে পাঠানো হলে তাঁরা সেখানে ফিরে যেতে অস্বীকার করলেন। তাদের মধ্যে অনেকে বিদেশী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ নিলেন। রাশিয়ায় ফিরে যাওয়ার অর্থ ছিল সুখশান্তি বিসর্জ্জন দেওয়া এবং বিদেশে থাকাকালীন হালচালের কৈফিয়ৎ পেশ করা। কোনরকম রাজনৈতিক বিরোধিতার প্রশ্নের চেয়ে এই বিবেচনাগুলোই প্রধান ছিল—যেগুলোর ওপর ভিত্তি করে তাঁরা এরকম করেছিলেন। সেণ্ট্রাল কমিটি প্রত্যেকটি

দূতাবাস এবং বাণিজ্য মিশনের জন্যে একটা 'চিষ্টকা' শুরু করা স্থির করলেন।

ক্লীনজিং (পরিশোধন) কমিশন ইউরোপের প্রত্যেক রাজধানীতে ঘুরে ঘুরে কোনরকমের দয়াদাক্ষিণ্য প্রদর্শন না করে সোভিয়েট মিশনের কর্ম্মচারীদের প্রশ্ন করে করে অনুসন্ধানের কার্য্য চালাতে লাগলেন। মস্কো থেকে কমিশনের আগমন প্রত্যেকের মনে ভীতি জাগিয়ে তুলল। ব্যক্তিগত জীবন, আমোদ প্রমোদে আসক্তি, ব্যক্তিগত বংশ পরিচয়, কর্ম্মজীবনের ইতিহাস—সব কিছুকেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা হতে লাগল। যে সভায় এই কমিশনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল, সে সভায় কমিশনের একজন প্রধান এবং নেতৃস্থানীয় কর্কশভাষী সদস্য এমন ভাবে কথা বলতে লাগলেন যে, আমরা যেন সবাই চারপাশের বুর্জ্জোয়া প্রভাবের ফলে দোষদুষ্ট হয়ে পড়েছি। আমি এত রেগে গিয়েছিলাম যে, অত্যন্ত রাগতঃ স্বরে এবং মনের কথা কিছুমাত্র গোপন না রেখে তাঁর কথার উত্তর দিলাম। এর ফল হল অভাবনীয়। অনতিবিলম্বে মস্কোতে আমাদের কম্যুনিষ্ট সেলের সেক্রেটারী পদের নির্ব্বাচনের জন্য সেণ্ট্রাল কমিটি আমাকে মনোনীত করলেন এবং বলাবাহুল্য যে আমি নির্ব্বাচিত হয়েছিলাম। কমিশনের প্রশ্নাবলীর সম্মুখীন হবার জন্যে যে একশ কম্যুনিষ্টকে ডাকা হয়েছিল, তাদের মধ্যে ভর্ৎসনা, পার্টি থেকে বহিষ্কার অথবা মস্কোয় ফিরে যাবার আদেশ থেকে রেহাই পেয়েছিল মাত্র ষোলজন।

এসময়ে আমি প্রাণপণ করছিলাম আমার পূর্ব্ববর্ত্তীগণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট ভণ্ডামী এবং প্রতারণার আবহাওয়াটিকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্যে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রদূত ডোভগালেভস্কী সব সময়েই আমাকে সমর্থন করে এসেছেন এবং কম্যুনিষ্টদলের একাধিক সভায় কয়েকজন গোঁড়া নীতিবাদী

আমার সমালোচনা শুরু করলে, তিনি আমাকে সাহায্য করতেন। আমাদের মধ্যে পরম বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হল। আমি তাঁর সঙ্গে দূতাবাসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতাম। তিনি অত্যন্ত সুরুচিসম্পন্ন ছিলেন। সাহিত্যে এবং শিল্পে তাঁর ছিল অগাধ প্রীতি। আমরা মাঝে মাঝে পোকার (তাস খেলা) খেলতে বসতাম—আমি, উনি, প্যারিস্থিত সোভিয়েট ব্যাঙ্কের সভাপতি মুরাদিয়ান এবং পেট্রোলিয়াম ট্রাষ্টের ওষ্ট্রভ্‌স্কী। মুরাদিয়ান এখন (১৯৪৫ সাল) জেলে বা কোন কন্‌সেনট্রেশন ক্যাম্পে আছেন। ওষ্ট্রভস্কী অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল। ডোভগালেভ্‌স্কীর মৃত্যু হয় পার্জ শুরু হবার আগেই।

আমরা মাঝে মাঝে দূতাবাসের ড্রয়িংরুমে আরেকজন প্রধান বিপ্লবীর সান্নিধ্য পেতাম—তিনি হচ্ছেন প্যারিস্থিত কন্সাল জেনারেল নিকোলাস কাজমিন। তাঁর বরাতটা সমসাময়িক কালের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। ১৯১৭ সালের আগে থেকে বহুদিন ধরে তিনি প্যারিতে ছিলেন—লেনিনের সহকারী একজন পেশাদার বিপ্লবী হিসাবে তিনি কাজ করছিলেন। বিপ্লবের পর তিনি শ্বেতসাগর ও আরকেঙ্গেল এলাকায় জেনারেল মিলারের ইংরাজ ও আমেরিকান অভিযাত্রী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত লালফৌজের অধিনায়কত্ব করেন। একজন পুরাতন বৈদেশিক ভ্রমণকারী হিসেবে তিনি তাঁর পুরনো আড্ডায়—মণ্টাপারনেস ও মণ্টমার্টরএ যাবার জন্যে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ছিলেন এবং পার্টি তাঁকে এমন একটি পদে নিযুক্ত করেছিল যেটা তাঁর মনের ইচ্ছার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল। প্যারিতে শুধু হাওয়া খেয়ে বেড়ালেও তিনি খুশী।

একবার মস্কোতে অবস্থিতিকালে তিনি বোকার মত তাঁর পুরনো বন্ধু ভরোশিলভের কাছে একটা গতানুগতিক অভিযোগ করলেন এই বলে যে, তাঁকে (কাজমিনকে) একটা বুর্জোয়া দেশে নির্ব্বাসিতের

জীবনযাপন করতে হচ্ছে। বলশেভিকমহলে এরূপ মন্তব্যকে সবাই সঙ্গত বলে মনে করত। তাঁর প্যারি প্রত্যাবর্ত্তনের কয়েক সপ্তাহ পরেই তাঁকে আমি একটা তারবার্ত্তার খাম ছিঁড়তে দেখেছিলাম এবং মনে হয়েছিল যে এর ভেতরের কথাগুলো তাঁকে একবারে ধপাস করে শূন্য থেকে মাটীতে ফেলে দিল। সত্যিসত্যি একটা উপকার করছেন এই বিশ্বাস নিয়ে ভরোশিলভ তাঁকে তার করে এই আনন্দসংবাদ জানালেন যে তিনি (কাজমিন) পূর্ব্ব সাইবেরিয়ায় একটা সামরিক পদে বহাল হয়েছেন। কাজমিন এই দুর্ভাগ্যকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে রাশিয়ায় ফিরে গেলেন।

প্যারির -বিলান আর গম্বুজের পরিবেশ ছেড়ে সাইবেরিয়ার আবহাওয়া তাঁর কাছে একটু গুরুতরই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই সুদূর স্থানে তিনি এক মহিলার সঙ্গে এক অবাঞ্ছিত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। আর্কটিক শিপিং লাইন পরিচালনা করবার জন্য তাঁকে আর্কএঙ্গেল পাঠানো হয়। তিনি সেখানে যাওয়ার অনতিকাল পরে বরফভাঙ্গা-জাহাজ সিবিরিয়াকভ এক বিরাট ভাসমান বরফ-পাহাড়ের সঙ্গে সংঘর্ষে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। ১৯৩৬ এবং ৩৭ সালে তাঁর বিরুদ্ধে ঐ ঘটনার জন্য এক অভিযোগ উত্থাপিত হয়। কিন্তু তাঁর আসল অপরাধ ছিল গৃহযুদ্ধের কালে তিনি জিনোভিভের অন্যতম বন্ধু ছিলেন। ফরাসী প্রভাবিত, রাশিয়ানদের মধ্যে সব চাইতে নিরীহ ব্যক্তি—হতভাগ্য, বৃদ্ধ কাজমিনকে "জনতার শত্রু" বলে অভিহিত করে হত্যা করা হয়।

১৯৩১ সালে পলিটব্যুরো আমাকে ব্রাসেল্‌সে বাণিজ্য প্রতিনিধি হিসাবে নিযুক্ত করলেন। বেলজিয়াম তখনও পর্য্যন্ত সমাজতন্ত্রী রাশিয়াকে স্বীকৃতি দেয়নি এবং সে জন্য বাণিজ্য-প্রতিনিধিকেই সেখানে আধা-সরকারী কূটনীতিক হিসাবে কাজ করতে হত। প্রয়োজনীয়

ভিসা পেতে আমার কয়েক মাস সময় লেগেছিল। আমি যখন ওগুলোর জন্যে অপেক্ষা করছি, তখন আমাকে আমদানী বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের পদে বহাল করে ইটালীর মিলানে পাঠানো হল।

মস্কো থেকে পুচিন নামক একজন কম্যুনিষ্ট ইঞ্জিনীয়ারকে পাঠানো হল যন্ত্রপাতি কেনার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করার জন্যে। তিনি ছিলেন একজন তরুণ এবং খাঁটি বিজ্ঞানী এবং সে সময় আমাদের ক্রমবর্দ্ধমান রাসায়নিক শিল্পকে সুসজ্জিত করার ব্যাপারে পিয়াটাকভের নির্দ্দেশ পালনে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন। ১৯৩৬ সালে দুর্ব্বোধ্য কোনও কারণে তাঁর নাম জিনোভিভ বিচারের ষোলজন আসামীর অন্যতম হিসেবে উল্লিখিত হয়। পরে তাঁকে গুলী করা হয়।

আমার অনুরোধে আমার ছেলেদুটিকে মস্কো থেকে সামান্য দূরে বাইরে একটি মডেল স্কুলে রাখা হয়েছিল। আমি যখন ইটালীতে ছিলাম তখন আমার বন্ধু তাদের সঙ্গে দেখা করে একটি আশঙ্কাজনক চিঠি লিখলেন। সেখানকার জল-হাওয়া খুবই ভাল ছিল কেননা বিদ্যালয়টি অবস্থিত ছিল পাইনবনে ঘেরা একটা জায়গায়, কিন্তু ছেলেদের ক্ষিধের জ্বালায় কাল কাটাতে হত, সৈন্যদের মত তারা চলাফেরা করত আর খেলাধূলো করত ছোরা নিয়ে। আমার বন্ধু আমাকে জানালেন যে, স্কুলে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করত। প্যারিতে কাজকরা-কালীন আমি একবার মস্কোয় গিয়ে রাশিয়ার জীবনের বাস্তবরূপ সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারি। সরকারী সংবাদ প্রতিষ্ঠান ও সংবাদপত্র এবং "বন্ধুভাবাপন্ন" বিদেশী সংবাদপত্রগুলো রাশিয়ার সম্বন্ধে অনবরত অক্লান্তভাবে এই কথাই প্রচার করে যাচ্ছিল যে, রাশিয়া হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন সুখের রাজত্ব, আর সেখানে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে অত্যন্ত দ্রুতহারে। আমি নিজে যা' দেখে এলাম এবং বন্ধু যা' জানাল, তাতে করে আমি

মন স্থির করলাম যে বরিস এবং স্থরা—তখন প্রায় আট বছরের—ওদের আমার সঙ্গে থাকাই ভাল।

তাদের সঙ্গে মিলান ষ্টেশনে আমার দেখা হল। ওই দুটি দুর্ব্বলদেহ বালকের জীর্ণ পোষাক পরিচ্ছদ প্রমাণ করছিল কি ভাবে তারা এক বছর কাটিয়েছে। যে মহিলা বন্ধুটি তাদের সঙ্গে এসেছিলেন, তিনি আমাকে জানালেন যে, তারা যখন ভিয়েনার রেলওয়ে রেস্তোঁরাতে খেতে গেল, তখন সেখানকার খাবার-দাবার খেয়ে ছেলে দুটি এত বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল, যেন সারা জীবনে এরকম খাবারের কথা তারা স্বপ্নেও ভাবেনি। বরিস খুব খুশী হয়ে বলছিলঃ "এখানে এদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বুঝি শেষ হয়ে গেছে! এই জন্যেই এরা এত খাবার খেতে পাচ্ছে?" —একথাগুলো তখন মস্কোর সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল—বাইরেও তা' ছড়িয়ে পড়েছে ততদিনে।

সাতমাস বাদে আমার বেলজিয়াম যাবার ভিসা পাওয়া গেল এবং আমি ব্রাসেল্‌সের দিকে রওনা হলাম। বেলজিয়ামের উপকূলবর্ত্তী একটা ছাত্রাবাসে আমার ছেলেদের রেখে আমি কর্ম্মস্থলে চলে গেলাম।

অত্যন্ত ধীরে ধীরে, নানা অসুবিধার মধ্যেও আমি কিছু কিছু ব্যবসায়িক কাজকর্ম্ম চালাতে সক্ষম হলাম। আমি ম্যাঙ্গানীজ এবং এস্‌বেষ্টস্‌ বিক্রীর জন্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করলাম। কাষ্ঠ বিক্রয় এত বেড়ে গেল যে মস্কো অবিলম্বে আমার জন্যে একজন সহকারীকে পাঠিয়ে দিলেন।

সেখানে থাকার কয়েকমাস বাদে আমি একবার লণ্ডনে গিয়েছিলাম। ইংলণ্ডের ওই মহানগরীটি আমাকে খুব আকর্ষণ করল।

বেশীর ভাগ রুশ ভাষায় অনূদিত ইংরেজী উপন্যাসের মাধ্যমে ইংলণ্ড সম্বন্ধে একটা পূর্ব্ব ধারণা জন্মেছিল। আমার পঠিত বইগুলির মধ্যে ছিল

ডিকেন্স ও কিপলিংএর রুশ অনুবাদ। দারিদ্র্য, চিন্তা, ভণ্ডামী, নিয়ম-শৃঙ্খলা, জাতীয় ঐতিহ্য, একটি বিশিষ্ট প্রকৃতি, একটা বিরাটত্ব—তাদের মধ্য দিয়ে এই সব ভাবধারা আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। শ্বেত পর্ব্বত মালা প্রথম দর্শনেই আমাকে দিয়েছিল সত্যিকারের পুলকানুভূতি। প্রাচীন জগতের এই বৃহত্তম নগরীর আবর্ত্তের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম এবং সেখানকার সত্যিকারের, সর্ব্বপ্রকার অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হলাম। তার মধ্যে খুব মন্দও পেলাম, খুব ভালও পেলাম। এদেশের জন সাধারণের মধ্যে সব চাইতে লক্ষণীয় জিনিস হচ্ছে শৃঙ্খলার প্রতি তাঁদের অবিচল নিষ্ঠা এবং যার মধ্যে ব্যক্তি বিশেষের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনই ছিল প্রধান।

ব্রাসেলসে ফিরে আমার ঘরে ঢুকে দেখি যে সেখানকার সব কিছু ওলট পালট হয়ে গেছে। সিন্দুকের ওপরে সরকারী শীলমোহর মেরে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে ও া আর আমি খুলতে পারব না। আমার টেবিলের ওপর আমি একটা ছোট্ট চিঠি দেখতে পেলাম—আমাকে পুলিশ হেড কোয়ার্টারে যাবার জন্যে অনুরোধ করা হয়েছে এবং আমি তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

পুলিশদের আবার আমারই ঘরে আসতে হল। তারা শীলমোহর ভেঙ্গে সিন্দুক খুলে তল্লাসী করলে।

আমার সিন্দুকটি ছিল একেবারে শূন্য। তাদের দু'চোখ কপালে উঠে গেল। চোখেমুখে বিস্ময়—নৈরাশ্য—এবং প্রশংসার মিশ্র প্রকাশ। ওদের মনে হ'ল শীলমোহর লাগাবার একটু আগে বা একটু পরেই আমি সিন্দুকটি খালি করে ফেলেছি! অত্যন্ত সুচতুর কৌশল!

সব ব্যাপার অবগত হবার পর মস্কো থেকে আদেশ এল যে, আমি যেন ফিরে যাই এবং বিশদ বিবরণী পেশ করি।

আমি আমার ছেলেদুটোকে অষ্টেণ্ড-এর কাছাকাছি একটা জায়গায় রেখে মস্কোয় গেলাম। কাজকর্ম সেরে আবার রওনা দিলাম। কিন্তু আমার ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছিল এবং স্বভাবতঃই বার্লিন থেকে আবার ভিসা নেবার প্রয়োজন হল। কিন্তু সেখানকার বেলজিয়ান কন্সাল জেনারেল অনেক দ্বিধা ও ইতস্ততের সঙ্গে জানালেন যে, তিনি এই মর্ম্মে একটা নির্দ্দেশ পেয়েছেন যে আমাকে যেন ভিসা না দেওয়া হয় এবং আমাকে যেন জানিয়ে দেওয়া হয় যে, বেলজিয়ামের সীমানা অতিক্রম করা আমার পক্ষে নিষিদ্ধ।

বেলজিয়াম প্রবেশে আমার নিষ্ফল প্রচেষ্টার পর মস্কো থেকে আমার তলব এল। —১৯৩২ সালের নভেম্বরে আমার প্রত্যাবর্ত্তনের পর আমি, পৃথিবীর সর্ব্বত্র হতে ফ্যাক্টরীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানীকারী "ষ্ট্যান্কো ইম্পোর্ট" নামক একটি যন্ত্রপাতি আমদানী-কারক প্রতিষ্ঠানের প্রথম সহ-সভাপতি নিযুক্ত হলাম। আমদানীর একটা বৃহৎ অংশই চলে যেত অস্ত্রশস্ত্র এবং বিমান শিল্পে—যে গুলোর উন্নতি তখন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে হচ্ছিল।

আমার চার বৎসর কালের বিদেশবাসের মধ্যে মস্কোতে বেশীদিন বাস করেছিলাম মাত্র একবার—সেই ১৯৩০ সালের গ্রীষ্মে। সে সময়ে ষোড়শ পার্টি কংগ্রেসে উপস্থিত হয়েছিলাম। ঐ কংগ্রেসে সেণ্ট্রাল কমিটি বার্লিন, লণ্ডন ও প্যারি—বিদেশস্থিত এই বিশেষ তিনটি রাশিয়ান কম্যুনিষ্ট সেলের সেক্রেটারীদের অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন।

তখনও পর্য্যন্ত লোকের কম্যুনিষ্ট বিশ্বাস আরও পাকা-পোক্ত করার প্রয়োজন ছিল, কোনও সন্দেহকে প্রশ্রয় না দেবার জন্যে। ১৯২২-২৮ সালের উন্নতির পর মস্কোতে একটা মর্ম্মান্তিক পরিবর্ত্তন ঘটল। প্রতিটি গৃহের বহিরাবয়বে, প্রতিটি মানুষের মুখে ছিল হতাশা, ক্লান্তি ও দুঃখের

প্রত্যক্ষ ছায়া। দোকানপাটের দেখা কচিৎ কোথাও পাওয়া যেত এবং অত্যন্ত অল্প যে ক'টি পসার সাজানো জানালা খোলা দেখা যেত সেখানেও ঘিরে ছিল গাঢ় নৈরাশ্যের আবহাওয়া। দোকানগুলোর মধ্যে থাকত গাদা করা কতগুলো কার্ডবোর্ডের বাক্স এবং খাবারের টিন। দোকানী অনেকটা হতাশার ভাব নিয়েই যেন বোর্ড এঁটে রেখেছে—"শূন্য"। প্রত্যেকের জামাকাপড় ছিল ছেঁড়া—অত্যন্ত জীর্ণ এবং কাপড়ের যে নমুনা ছিল সে কথা বলার নয়। প্যারিতে তৈরী আমার স্যুটটি পথে ঘাটে আমায় লজ্জা দিতে লাগল। সব কিছুরই ছিল দুর্ভিক্ষ—বিশেষতঃ সাবান, জুতো, তরি-তরকারী, মাংস, এবং সব রকমের চর্বিযুক্ত খাদ্যবস্তুর।

ক্যাণ্ডির দোকানের সামনে বিরাট একটি জনতাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থ' হয়ে গিয়েছিলাম। কম্যুনিষ্ট সহযাত্রীরা (fellow-travellers) তাড়াহুড়ার মধ্যে সোভিয়েট রাশিয়া ভ্রমণ করে দেশে ফিরে গিয়ে খুব ফলাও করে সমাজবাদী স্বর্গের বর্ণনা দিয়ে বলতেন যে, সেখানে জনসাধারণ বিরাট লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকে রুটির জন্যে নয়, ক্যাণ্ডির জন্যে। কিন্তু সত্য ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনসাধারণ তাদের খালি পেট ভরাবার জন্যে সব কিছুই খেতে রাজী ছিল। এমন কি স্যাকারিন ও সয়াবীনে প্রস্তুত অখাদ্য মিষ্টদ্রব্যও খুশীভরে সবাই খেত, কারণ ওই ছিল একমাত্র খাদ্যবস্তু যা' ওদের ক্রয় করবার ক্ষমতার নাগালের ভেতর—এবং যদিও তখন এগুলোর প্রতি পাউণ্ডের দাম ছিল গড়ে ওদের একদিনের মজুরী।

শিল্পজাত দ্রব্যের ও খাদ্যের অভাব ছিল টাকার চাইতে বেশী এবং টাকার অভাব ছিল চাকরীর চাইতে অধিক। বাইরে যে প্রচার করা হত যে, সেখানে কোন বেকারী নেই, তা' সত্যি বটে, কিন্তু একজন মজুরের পক্ষে মাইনের ওপর নির্ভর করে এই দুনিয়াতে বাস করা অসম্ভব ছিল। বাসগৃহের সঙ্কট এমন একটা অবস্থায় পৌছেছে যা

এর আগে কেউ কখনো ভাবতে পারেনি। সমবায় সমিতিগুলোর শূন্য বিক্রয়কেন্দ্রের সামনে লম্বা লাইনে রাতদিন লোক দাঁড়িয়ে থাকত এই আশায় যে, যদি একমুঠো খাদ্য পাওয়া যায়। অন্যত্র কোন লোক এ ধরনের শোচনীয় খাদ্যদ্রব্য বেচলে, লোকে ওসব জিনিস খাওয়াই ছেড়ে দিত, আর লোকটি দেনায় ডুবে যেত। বিপ্লবের প্রথম দিকের অবস্থা উল্‌টে গিয়ে নগরের থেকে গ্রামাঞ্চলের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠেছিল।

আমি সঙ্কটের এসব বাস্তব প্রমাণ দেখে অত্যন্ত আঘাত পেলাম এবং আরও পেলাম—কম্যুনিষ্ট, বুদ্ধিজীবী, কারীগরী বিশেষজ্ঞ এবং মজুর এক কথায় প্রত্যেকেই যারা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে কোন না কোন ভাবে জড়িত আছে—এদের মধ্যে হতাশার ভাব লক্ষ্য করে। প্রত্যেকের মুখমণ্ডলে উদ্বেগ ও হতাশার সুস্পষ্ট চিহ্ন এবং তাদের মন এমন ভেঙ্গে পড়েছিল, মনে হচ্ছিল যে প্রত্যেকেই তার নিজের মানসিক প্রতিক্রিয়াকে দমন করবার কিম্বা যা' দেখছে তাকে শান্তভাবে গ্রহণ করবার সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। কর্ত্তৃপক্ষ এমন সব নির্দ্দেশ দিতেন যেগুলি নির্ব্বিচারে অবশ্য-পালনীয়; তথ্যের সঙ্গে থাকতনা কথ্যের সামঞ্জস্য। ক্রমাগত অসুবিধার পরে অসুবিধা। সরকারী মিথ্যা ছড়ান হচ্ছিল অবিরাম। অভাব-অভিযোগ সহনশীলতা ভেঙ্গে দিচ্ছিল। তা'ছাড়া ভয়, অবিশ্বাস, সংশয় ত ছিলই।

ষোড়শ পার্টি কংগ্রেসে চমকপ্রদ কিছুই ঘটেনি। কংগ্রেস অধিবেশন গৃহের কক্ষ এবং করিডরগুলি লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠেছিল। বক্তৃতার পর বক্তৃতা, তার শেষ নেই, প্রশংসাসূচক চীৎকারেরও অন্ত নেই—এ যেন খেলার মাঠ, ক্রমাগত উত্তেজনা সৃষ্টি হচ্ছে খেলার পর খেলায়। কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক হয় নি। ষ্ট্যালিন বিশ্বের বিভিন্ন অবস্থা ও সমস্যার বিশ্লেষণ করে বক্তৃতা দিলেন। তাঁর চিরাভ্যস্ত ভঙ্গীতে তিনি কথা বলছিলেন। সেই জর্জ্জিয়ান উচ্চারণ, কথার সঙ্গে হাত ছোঁড়া—

বক্তৃতা কোন ক্রমেই উঁচুদরের নয়। সমগ্র বিশ্বে কম্যুনিজমের ক্রমবর্দ্ধমান অগ্রগতির কথা ঘোষণা করলেন এবং বললেন যে, জার্মাণ বিপ্লব আসন্ন। প্রসঙ্গক্রমে সোভিয়েট রিপাব্লিকের বিরুদ্ধে ফরাসী জেনারেল ষ্টাফের আক্রমণাত্মক আয়োজনের নিন্দাও করলেন।

আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিলাম, কিন্তু মনের কথা প্রকাশের সাহস ছিল না। কংগ্রেসের সব চেয়ে বিশ্রী ব্যাপার ছিল—সরকার-পক্ষীয়দের উদ্দীপনা এবং উচ্চ আনন্দধ্বনি সহকারে ষ্টালিনের প্রত্যেকটি কথার সমর্থন জানানো। শুধু এটাই পরিস্ফুট হয়ে উঠছিল যে, বক্তৃতায় যা' বলা হচ্ছে তার সঙ্গে আসল চিন্তাধারার কোন সম্পর্কই নেই। এ যেন একটা বিজয়োৎসব ছাড়া আর কিছু নয়—শিল্পোন্নয়ন ক্ষেত্রে বিপুল সাফল্যের জন্য উল্লাস, সাধারণনীতি নির্দ্ধারণ অভ্রান্ত বলে অকুণ্ঠ সমর্থন। কিন্তু আসলে দেশের অবস্থা ছিল চরম, ধ্বংসের প্রায় শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। প্রত্যেকেরই ছিল এ ভাবনা, আজ গেলে কাল না জানি ভাগ্যে কি আছে।

দক্ষিণপন্থী রায়কভ, বুখারিন এবং টমস্কীকে আত্মনিন্দার অর্থাৎ নিজেদের অতীত মতবাদ ও কার্য্যক্রমের নিন্দা করবার এবং অনুতাপ করে ষ্টালিনের সাধারণ নীতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবার সময় দেওয়া হয়েছিল। আমি যদি বলি যে, তাঁদের দেখে সংগ্রামে পর্য্যুদস্তদের কথাই মনে হচ্ছিল, তা'হলে কম করে বলা হবে—তাঁদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছিলাম নৈতিক শক্তির সকরুণ মৃত্যু। যদিও চেষ্টা করলে তাঁরা একটা শক্তিশালী প্রতিরোধশক্তির জন্ম হয়ত দিতে পারতেন, কিন্তু তাঁরা হয়ে পড়েছিলেন ক্ষতবিক্ষত হৃদয়সম্পন্ন ও সংগ্রাম-শক্তিশূন্য। টমস্কী তাঁর এবং তাঁর বন্ধুবৃন্দকৃত তথাকথিত ত্রুটি-বিচ্যুতি স্বীকার না করে অটল ছিলেন। ষ্টালিন তাঁকে তীব্র বিদ্রূপ ও ভর্ৎসনা করে অনেক কথা বললেন।

সরকারী আশাবাদের মুখে ছাই দিয়ে কৃষি কমিসার ইয়াকভলেভ আশঙ্কার কথা স্বীকার করে নিলেন তাঁর রিপোর্ট পাঠের কালে, এই বলে যে দেশে অসংখ্য গবাদি পশু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। (ইয়াকভলেভ পরে পার্জের সময় অদৃশ্য হয়ে যান।)

ষ্ট্যালিন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সব দিকেই অসাধ্য সাধন করতে চাইলেন জনসাধারণের অভূতপূর্ব্ব উদ্দীপনা ও অমানুষিক পরিশ্রমের বিনিময়ে, সংগঠন এবং নিপুণ পরিচালনা করে নয়। কিছু অসাধ্য সাধন তিনি করলেন কিন্তু পরিকল্পনাটা চরম অরাজকতার মধ্যে প্রায় খানচান হ'তে বসেছিল। খরচা গেল বেড়ে আর মানুষের পরিশ্রম এবং শক্তির অপচয় হতে লাগল প্রচুর। শিল্পকরণের এই আন্দোলন সম্পর্কে বহু খুঁটিনাটি ব্যাপারে প্রাথমিক জ্ঞান আমি লাভ করেছিলাম।

শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয়-অর্থনীতির আওতাভুক্ত হয়েই এরকম প্রচুর অপচয়ের মধ্যেও দেউলিয়া না বনে এগিয়ে যেতে পারা যায়। ঐ অপচয়ের মূল্যে রাশিয়া আস্তে আস্তে উৎপাদন এবং শিল্প পরিচালনা সম্পর্কে কিছু কিছু প্রাথমিক জ্ঞান অর্জ্জন করতে পারল। আমেরিকার মান থেকে তখনও রাশিয়া কত নীচে তা' জানতে পারা যায় মস্কো ও লেলিনগ্রাডের শ্রেষ্ঠ ফ্যাক্টরীগুলোর বাস্তব অবস্থার ওপর রচিত উইলিয়াম এল হোয়াইট-এর রিপোর্ট থেকে। যে সব লোক মনে করে, যে এই অবস্থার জন্যে যুদ্ধ দায়ী, তাঁরা ভুল করেন। কারণ যুদ্ধকালে প্রত্যেকেই একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে মিলিত হয়, ফলে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির স্বাভাবিক অযোগ্যতা বৃদ্ধি না পেয়ে বরং তখন কমেই যায়।

যে সময়ের কথা আমি বলছি তখন ষ্ট্যালিনের প্রতি আনুগত্যের প্রধান কারণ ছিল এই যে, ষ্ট্যালিনের বদলে তাঁর স্থান নিতে পারেন সেরকম আর কেউ ছিলেন না। তারপর, সবাই মনে করত যে, নেতৃত্বের কোন পরিবর্ত্তন আমাদের পক্ষে খুব ক্ষতিকর হবে এবং

বর্তমান পদ্ধতিতেই দেশ এগিয়ে চলবে। কারণ থেমে পড়া অথবা পিছু-হটার অর্থ হবে সব কিছু হারানো। ১৯৩২ সালে মস্কোয় ফিরে দেখি যে এবারে পরিবর্ত্তন ঘটেছে ১৯৩০ সালের চেয়েও বেশী, কিন্তু পরিবর্ত্তনের গভীরতা বুঝতে বেশ কিছু সময় লেগেছিল। এ পরিবর্ত্তন হয়েছিল দেশের মধ্যে এই মনোভাবের প্রাধান্যের জন্য যে, দেশের ...টি লোক অনুভব করত যে, জীবনধারণের সামান্যতম প্রয়োজনও ...তে হলে প্রত্যেককে সমানভাবে অনবরত পরিকল্পনা সহকারে ...রিশ্রম করতে হবে।

ইউক্রেন এবং আরও দূরবর্ত্তী কয়েকটি প্রদেশে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে এসেছিল। অনাবৃষ্টির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। খাদ্য সঙ্কটের ...ন্য পুরোপুরি ভাবে দায়ী ছিল জবরদস্তি যৌথ খামার পদ্ধতির ...র্ত্তনের ফলে সাধারণ কৃষকদের মনোভাব এবং অবাধ রপ্তানীর দরুন ...ষিব্যবস্থার ভাঙ্গন। সহরাঞ্চলেও দুর্ভিক্ষ ছিল। তবে সেখানকার খাদ্যব্যবস্থা ছিল ওপর থেকে নীচ পর্য্যন্ত সু-সংগঠিত। রেশনকার্ড, বিভিন্নজাতীয় দ্রব্যের রেশনিং প্রথা, টর্গসিন্‌স এবং পেটোয়া মহলের লোকজন অথবা কমিসারিয়েটে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত বিক্রয়কেন্দ্র ...ভৃতি সব কিছুই সেখানে ছিল। বিশেষ সুবিধাভোগকারী বিশেষজ্ঞ ...থাৎ উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্যে নির্দ্দিষ্ট সংরক্ষিত বিক্রয়কেন্দ্র ...ক খাদ্য, ওষুধপত্র এবং কাপড়-চোপড় সামান্য পরিমাণে পাওয়া যেত ...ও বেশ কাঠ খড় পুড়িয়ে। টর্গসিনগুলো যদিও ছিল বিদেশীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বিক্রয়কেন্দ্র, তথাপি এগুলো সাধারণতঃ পৃষ্ঠপোষিত হত সোভিয়েট অফিসারদের দ্বারা। সে দোকানগুলো থেকে কিছু কিনতে ...লে দাম দিতে হত সোনা, রূপো, মণিমুক্তাদি অথবা বৈদেশিক মুদ্রা ...য়ে। দাঁত-বাধানো পাত, রৌপ্য-মূর্ত্তি, ঘড়ি, বাক্‌দানের অঙ্গুরীয়, ...মচে এমন কি চীন অথবা আর্জেন্টিনার রৌপ্য মুদ্রা পর্য্যন্ত

টর্গসিনগুলোতে গৃহীত হত। তখনকার দিনের অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য বস্তু সব সেখানে পাওয়া যেত যথা—জুতো, পোষাকাদি, এস্পিরিন, চা, চকোলেট এবং সাবান।

১৯৩৩ সালে আমি ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে ক্রেমলিন হাসপাতালে স্থান নিয়েছিলাম। সেখানে ডাঃ লেভিন আমাকে দেখছিলেন। তাঁর ওপর সরকারী ব্যক্তিদের খুব আস্থা ছিল। তিনি রোগীদের প্রতি খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন। ১৯৩৮ সালে তাঁকেও গুলি করে মারা হয়। তথাকথিত "স্বীকারোক্তি" অনুসারে জানা যায় যে, তিনি য়াগোদার নির্দ্দেশানুযায়ী ম্যাক্সিম গোর্কীর আয়ুষ্কাল কমিয়ে দিয়েছিলেন। তৎকালীন জি, পি, ইউর (রুশ গুপ্ত পুলিশ) প্রধান য়াগোদার হাতে অপরিমিত ক্ষমতা ছিল এটা ঠিক, কিন্তু তিনি ছিলেন ষ্ট্যালিনের হাতের পুতুল। আমি জানি, বৃদ্ধ ডাঃ লেভিন তাঁর সারাজীবন মানুষের জীবনরক্ষা এবং মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশা লাঘবের জন্যেই অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। য়াগোদা আসল কথা সব জানতেন, কিন্তু তাঁকেও সেই ডাঃ লেভিনের বিচারের সময়েই অভিযুক্ত করা হয় এবং গুলী করে মারা হয়।

আমারও একরকম সঙ্কটের মধ্য দিয়েই দিন কাটছিল। তখনও পর্য্যন্ত আমি সেইসব কম্যুনিষ্টদের মধ্যে অন্যতম ছিলাম যারা পার্টির কার্য্যকারিতায় তখনও বিশ্বাস করত এবং বিশ্বাস করত যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যেই আমাদের সকল দুর্দ্দশার প্রতিকার হবে। বিদেশে সম্পূর্ণ নিজের কাজ নিয়ে বিব্রত থাকতাম বলে পার্টির কর্ম্মকর্ত্তারা যা বলতেন তাই বিশ্বাস করতাম। সরকারী ধাপ্পাতে আমি নিজেকে প্রতারিত হতে দিয়েছিলাম। আমি জানতাম যে দেশকে অসম্ভব প্রচেষ্টা এবং অত্যধিক দুঃখ বরণ করতে বলা হচ্ছে। কিন্তু আমি সমগ্র ব্যাপারটাকে অত তলিয়ে

বুঝিনি এবং তাই স্থির নিশ্চিত ছিলাম যে পরিকল্পনার সুফল খুব তাড়াতাড়িই দেখতে পাওয়া যাবে। মস্কো এখন অত্যন্ত রূঢ় ভাবে আমার চোখ খুলে দিল। মাত্র কয়েকজনের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছিল, জনসাধারণের অবস্থা এত খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে তারা হতাশার মধ্যে এলিয়ে দিয়েছিল নিজেদের। তারা প্রতিবাদের কথা স্বপ্নেও ভাবত না।

আমি যেখানে বাস করতাম, সেখানকার চাকরটি রোজ তার ছোট্ট ঘরটিতে ফিরে গিয়ে সন্ধ্যেবেলায় জুতো সারানোর কাজ করত। ঘর ভর্ত্তি সন্তান সন্ততি।

"তুমি এত কঠিন পরিশ্রম কর কেন ?"—আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, কারণ তার দৈনিক কার্য্যকালের মেয়াদ যে আট দশ ঘণ্টা ছিল না এমন কি তার কোন সীমাও নির্দ্দিষ্ট ছিল না সেকথা আমি জানতাম।

"কেন ?" সে উত্তর দিল : "কারণ খেতে পাই না। সাত সাতটি পুষ্যি এবং পাই মাত্র একশ কুড়ি রুবল।"

"কিন্তু এখন তো রুটির কার্ড উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেজন্য রুটির দাম বাড়বে বলে মজুরী শতকরা দশভাগ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে তোমার চলে যাওয়া উচিত।"

"আপনি কি সত্যিই তাই মনে করেন ? আমার স্ত্রী এবং পাঁচটি ছেলেপুলে নিয়ে আমরা সাত জন আছি। আমাদের রোজ সাত কিলো রুটির প্রয়োজন। আর অন্য সবকিছুর কথা নাহয় ছেড়েই দিলাম। কালো রুটির দাম বেড়েছে প্রতি কিলোয় এক রুবল করে, দু'রুবল করে সাদারুটির। কিন্তু আমি বাড়তি পাচ্ছি মাত্র আট রুবল। ভুলবেন না যে, আমার মজুরীর শতকরা দশভাগ বাড়ানো হয়নি, শুধু রেশন কার্ডের রুটী কিনতে যা' খরচা লাগত তার শতকরা দশ ভাগ বেড়েছে। এবং সেটা সাত কিলো নয়, মাত্র তিন। তাহলে আপনি দেখতেই পাচ্ছেন

আমাকে হয় রাত্রে কাজ করতে হবে, নয় চুরি করতে হবে আর তা নইলে দেখতে হবে যে আমার স্ত্রীপুত্রাদি সব না খেয়ে শুকিয়ে মারা যাচ্ছে।"

আমি রাগে কাঁপছিলাম যখন জানতে পারলাম "মেহনতী" বিপ্লবের পনের বছর পরেও শ্রমিকদের এই শোচনীয় অবস্থা। আমি লজ্জিতও হলাম। গঠনমূলক প্রচেষ্টার প্রথম ভাগের অত্যন্ত কঠিন কাজগুলো এদ্দিনে আমরা সেরে নিয়েছি বলে মনে করা হচ্ছিল কিন্তু এখনও পর্যন্ত কতিপয় ব্যক্তি-বিশেষের জন্যেই সুখের অস্তিত্ব। লক্ষ লক্ষ লোককে দারিদ্র্য এবং দুর্দ্দশার মধ্যে ইচ্ছে করেই ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। 'বিশিষ্ট' দোকানগুলো, যেখানে মজুরেরা মাঝে মাঝে একটু আধটু সস্তায় খাবার দাবার পেত তা' বন্ধ করে দেওয়া হল। সাধারণ প্রাচুর্য্যের নীতি অনুসারে সর্ব্বজন-প্রবেশযোগ্য দোকান সর্ব্বত্র খোলা হল। কিন্তু সব-কিছু বিক্রী করা হত অগ্নিমূল্যে—যে মূল্যে বিক্রীর জন্যে এর আগে খোলা-বাজারে "মুনাফাশিকারী" বলে অনেককে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এই নতুন নীতি আর কিছু নয়, এ হচ্ছে শিল্পকরণের নামে জনসাধারণকে নির্লজ্জভাবে লুটে নেওয়া। ক্রমেই রুবলের মূল্যমান কমে যাচ্ছিল। রুবলের ক্রয় ক্ষমতা ১৯২৬ সালের তুলনায় কমতে কমতে দশগুণ, বিশগুণ, ত্রিশগুণ, চল্লিশগুণ পর্য্যন্ত কমে গিয়েছিল ক্রীত দ্রব্যগুলির মূল্য অনুসারে। এর মধ্যে মজুরী কিন্তু দ্বিগুণও হয়নি।

দেশের সর্ব্বত্র একথাই ঘোষিত যে শাসকশ্রেণী ওই প্রোলিটারিয়েটরা, কিন্তু তাদেরই দুঃখ কষ্টের কোন লাঘব হল না। একনায়কত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যই ছিল প্রধান, সাধারণ মানুষের দিকে নজর দেবার কোন সময় ছিল না।

ক্রমশঃ আমি এই সত্য উপলব্ধি করতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলাম একটা গভীর মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব। আসল

সত্যগুলি যতই আমার কাছে ক্রমশঃ পরিস্ফুট, প্রতিভাত হচ্ছিল, ততই সেই অন্তরের ভাববিপর্য্যয়ের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বাধছিল। ভাবপ্রবণতাবশেই পার্টি, পার্টি কর্তৃপক্ষ এবং পার্টি-ঘোষিত আদর্শের সঙ্গে আমার দৃঢ়সংবদ্ধ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। পার্টির বুকেই আমি লালিত পালিত হয়েছি। আমার সাবালকত্ব শুরু হবার পর থেকে একটি ঘণ্টাও আমি পার্টির বাইরে থাকিনি। আমার সব ধারণা, বিচার বুদ্ধি এবং ইচ্ছা-অনিচ্ছা পার্টির সঙ্গেই একসূত্রে গাঁথা। আমার চোখে পার্টি ছিল সম্মিলিত চিন্তা, জ্ঞান ও ইচ্ছার প্রতিফলন—যেগুলো আমার কাছে আমার নিজের ইচ্ছার চেয়ে অনেক, অনেক বেশী বড় ছিল। কিন্তু এখন আমি অনুভব করতে লাগলাম যে, এ সময়ও যদি আমি নিজস্ব ভাবধারায় চিন্তা করে স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারি, তাহলে আমাকে ভবিষ্যতে অন্ধকারে তলিয়ে যেতে হবে। তাহলে কি আমি পার্টিকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখব? প্রয়োজনবোধে পার্টির নীতির প্রতিবাদ করব? আমি আমার নিজের কাছে সরাসরি এই প্রশ্ন করছিলাম। সেই মুহূর্ত্ত থেকেই আমার ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি একটা রূপ গ্রহণ করতে শুরু করল। কিন্তু সাধারণ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছবার আগে বহুদিন লেগেছিল অবশ্য, প্রয়োজন হয়েছিল বছরের পর বছর ধরে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের। শুধু আমার পক্ষেই নয়—তখন থেকে রক্তাক্ত ১৯৩৭-৩৮ পর্য্যন্ত এই সময়টা সহস্র সহস্র রুশ বলশেভিকদের পক্ষে অত্যন্ত সঙ্কটময় ছিল।

ষ্ট্যাঙ্কো-ইম্পোর্টে আমার নিয়োগের ফলে আমি মস্কোর বৈদেশিক বাণিজ্য কমিসারিয়েটের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী গোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচিত হলাম। আমার কার্য্যকালের পরবর্ত্তী তিনটি বছর আমি আর্কেডী রোজেঙ্গল্জের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন পদে নিযুক্ত থেকে সোভিয়েট

সরকারের আভ্যন্তরিক কার্য্যপদ্ধতির সঙ্গে এবং এই কয় বছরের মধ্যে পরিকল্পনার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হলাম।

তখন একথাটা বলার খুব রেওয়াজ ছিল: "বিদেশী ব্যবসায় প্রাতষ্ঠানের ডিরেক্টররা যদি আমাদের অর্ডার চান তো মস্কোয় আসুন!" এইভাবেই, যন্ত্রপাতির এক বিরাট ইংরাজ প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার মিঃ ব্রাউনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আমি তাঁকে শারিকোপোড্-চিপ্ নিকস্থিত আমাদের নতুন বল-বিয়ারিং-এর কারখানা দেখালাম।

বল-বিয়ারিং তৈরী করতে অনেক হিসাব এবং সুদক্ষ নিপুণ কারিগরী বিদ্যার প্রয়োজন হয়। এর জন্য যেসব যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় সেগুলো অত্যন্ত দামী এবং সেগুলোকে খুব যত্নের সঙ্গে রাখতে হয়। আমি যখন মিঃ ব্রাউনকে বিভিন্ন বিভাগে নিয়ে গিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখাচ্ছিলাম তখন কতগুলো যন্ত্রপাতি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়েছিল, কারণ সেগুলোকে চালাবার কৌশল তখনও আমাদের লোকেরা আয়ত্ত করতে পারেনি। তারপর আমার অতিথি আরও লক্ষ্য করলেন যে, যেসব ঘরে অত্যন্ত সূক্ষ্ম মাপজোকের কাজ করা হত সেগুলোর মেঝে ছিল সিমেণ্টের। তিনি বললেন, "সিমেণ্টের সূক্ষ্মধূলিকণা শীগ্ গিরই সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিগুলোকে ধ্বংস করে দেবে।" কেউ এ সম্পর্কে চিন্তাই করেনি! মিঃ ব্রাউন পরামর্শ দিলেন, মেঝেতে একরকম তৈলাক্ত পদার্থের আস্তরণ দিতে এবং তাঁর কথা উল্লেখ করে আমি শিল্প-কমিসারিয়েটের কাছে রিপোর্ট দাখিল করলাম।

দুবছর পর আমি আবার ঐ কারখানায় গেলাম। দেখতে পেলাম যে খারাপ উৎপাদনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে। ক্রমেই বেশীরভাগ উৎপাদিত দ্রব্যকে নির্দ্দিষ্টমান অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলে বাতিল করা হচ্ছে। ধ্বংসাত্মক কার্য্য সম্পর্কে ক্রমাগত অনুসন্ধান চলছিল। "তড়িৎপ্রবাহ (শক্) কৌশলও" অবলম্বন করা হত। আর সব সময়েই

একমাত্র বুলি ছিল: "পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে চল।" কিন্তু আমি লক্ষ্য করছিলাম যে মেঝে পূর্ব্ববৎ সিমেন্টেরই রয়েছে। মাঝে মাঝে মেসিনপত্র বন্ধ রেখে ওরকম অদল-বদলের কাজ করার সময় ছিল না। পার্টি কর্ত্তারা সব বোঝাতে লাগলেন যে, এই অতি-প্রচারিত কারখানাটির উৎপাদন পরিকল্পনাকে "যে করে হোক ছাড়িয়ে যেতেই হবে।"

পোলিটবুরোর চাপে পড়ে বদরোভ প্রয়োজনীয় মেরামতীর জন্যও যন্ত্রগুলোকে কিছুমাত্র বিশ্রাম না দিয়ে বলবেয়ারিং-এর মাসিক উৎপাদন বিশ লক্ষে এনে পৌঁছলেন। ফলে যন্ত্রপাতি সব ক্ষয় হয়ে যাচ্ছিল, বার বার বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল এবং ওখানকার মেহনতী মানুষগুলোর স্নায়ু ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। ভারী শিল্পের ভারপ্রাপ্ত পিপল্‌স কমিসার অর্ডজনিকিদ্‌জ ত্রিশ লক্ষ উৎপাদন দাবী করলেন। বদরভ বললেন, যন্ত্রপাতির মেরামত প্রয়োজন। ফলে, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক বলে তিনি বরখাস্ত হলেন, এবং অন্যান্যদের মতই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পোলিটবুরোর সর্ব্বোচ্চ উৎপাদন পরিকল্পনা কার্য্য করার জন্যে মেলামেড নামক এক ইঞ্জিনীয়ারকে নেওয়া হল এবং তিনি অতিরিক্ত দশ লক্ষের প্রতিশ্রুতি দিলেন। প্রথম তিন মাস তিনি পূর্ণহার বজায় রেখে গেলেন এবং প্রচুর পুরস্কৃতও হলেন। কিন্তু যখন বাতিল মালের পরিমাণ মারাত্মকভাবে বেড়ে যাওয়ায় বহু বিভাগের কাজ বন্ধ করে দিতে হল, তখন তাঁকে "সাধারণের শত্রু" বলে ঘোষণা করা হল এই অভিযোগে যে, যন্ত্রপাতির ক্ষয়-ক্ষতি তাঁর অবহেলায়ই সাধিত হয়েছে। 'ষ্টাখানভিষ্ট' উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ কোন এক তরুণ ইঞ্জিনীয়ার য়ুসিম, মেলামেড-এর বদলি এলেন। আমি জানি না তাঁর পরিণাম কী হয়েছিল।

আমাদের সংবাদপত্রগুলোর দস্তুর ছিল উৎপাদনের 'রেকর্ড' স্থাপনের কথাগুলো সাড়ম্বরে ঘোষণা করা। কিন্তু কত খরচা পড়েছে তার কোন

উল্লেখ তা'তে পাওয়া যেতনা। সাধারণতঃ যন্ত্রপাতি কিছুই মেরামত করা হত না; একেবারে অকেজো হয়ে গেলে পর নতুন পাল্টে নেওয়া হত। এই জন্যই রুশদেশের উৎপাদিত দ্রব্যাদির পড়তা খরচা হত পুঁজিবাদী দেশগুলোর চাইতে অনেক বেশী, যদিও মজুরেরা অত্যন্ত কম মাইনে পেত। এই অতি-শোষণের ফলে অবশ্য বেশীরভাগ ক্ষতি পুষিয়ে গিয়ে দ্রব্যমূল্য কমে যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু অকর্মণ্য আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রম এবং জিনিসপত্রের অপরিমিত অপচয়ের ফলে সে পথও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে অন্যান্য বহু শিল্পসংস্থায় অনুরূপ অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছি।

প্রতিযোগিতা এবং অবাধ ট্রেড ইউনিয়নের অভাব ছিল, তাই কর্তৃপক্ষ তাদের মস্তিষ্ক খাটাবার কোন প্রেরণাই পেতেন না। বোধ হয় এইটেই ছিল প্রধান অসুবিধা। তাদের ভাল এবং সস্তা জিনিস উৎপাদনের জন্য প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল না এবং বেশী মাইনের জন্য শ্রমিকদের পক্ষ থেকেও কোনরকম চাপের প্রশ্ন ছিল না, তাই তারা অকর্মণ্যতার পরিচয় দিতে পারত, অপচয়েও ভয় করত না। তাদের সমস্যা মোটেই গুরুতর নয়। ধনবাদীদের মুনাফা বন্ধও যখন তাদের অপচয়মূলক অক্ষমতার ক্ষতিপূরণে সক্ষম হল না, তখন মজুরদের মাইনে কেটে নিয়ে তাঁরা ক্ষতিপূরণ তহবিল ভর্ত্তি করলেন। সেই জন্যেই যদিও শ্রমিকরা ধনবাদী দেশসমূহ থেকে অনেক বেশী পরিশ্রম করছিল তবুও সোভিয়েট শিল্প ধনবাদী দেশের সমান ভদ্র জীবনযাত্রার মান তার শ্রমিকদের দিতে পারল না। লেনিনের মূলনীতিই ছিল এই যে, সমাজবাদী অর্থনীতির অবস্থিতি তখনই সার্থক, যখন ধনবাদী অর্থনীতির তুলনায় কম খরচায় বেশী এবং উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপন্ন করতে পারবে। এভাবেই শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের ব্যবস্থা হবে এবং নিশ্চিত ভবিষ্যতের একটা প্রতিশ্রুতিও পাওয়া যাবে।

লেনিনের এই নীতি পরবর্তী বছরগুলোতে আমার মনে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জাগরুক ছিল। এর ফলে আমার মনে বেশ একটা সংশয় উপস্থিত হল, আমরা কি ঠিক পথে চলছি ?

সোভিয়েট আমলাতন্ত্রের দুর্ব্বহ শাসনযন্ত্র প্রায়ই অচল হয়ে পড়ে। অধীনস্থ আমলারা কাজেকর্মে নিজে থেকে এগিয়ে এলে বাধা পায়। সুতরাং প্রত্যেকেই দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করে। প্রত্যেকেই একটা আদেশের জন্যে ওপরওয়ালার মুখ চেয়ে থাকে। অপেক্ষাকৃত কম বা বেশী গুরুত্বপূর্ণ সব সমস্যাই ষ্টালিনের চরম সিদ্ধান্ত-সাপেক্ষ ছিল বলে সেখানে সমস্যার পাহাড় জমে থাকে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এমনি কেটে যেত। কমিসাররা অপেক্ষা করেন ষ্ট্যালিনের অফিসে, কোম্পানীর পরিচালকেরা অপেক্ষা করেন কমিসারদের অফিসে এবং তারপর ক্রমশঃ নিম্নস্তরেও এমনি একের আদেশের জন্যে অন্যের অপেক্ষা। ষ্ট্যালিনের সিদ্ধান্তের জন্য আমি প্রায়ই ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোজেঙ্গল্‌জ-এর অপেক্ষায় থাকতাম। আমার অধীনস্থরা থাকত আমার অপেক্ষায়, রোজেঙ্গল্‌জের সিদ্ধান্ত জানবার জন্যে। ষ্ট্যালিন যখন পরিশ্রান্ত হয়ে পড়তেন বা তাঁর যখন একঘেয়ে লাগত তখন তিনি তাঁর ভিলাগুলোর কোন একটায় চলে যেতেন। আদেশ দিয়ে যেতেন যে, তাঁকে যেন কেউ বিরক্ত না করে। ফলে শাসনযন্ত্রের ওপরতলা থাকত অচল হয়ে আর সব কাজকর্ম স্বাভাবিক-ভাবেই বন্ধ হয়ে যেত।

কেন সোভিয়েট জীবনের প্রতিটি ব্যাপারের কর্ত্তৃত্বের দুর্ব্বহ বোঝা ষ্ট্যালিন তাঁর নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন ? এর একমাত্র উত্তর হচ্ছে এই যে, শুধু এভাবেই একটা লোক তার একনায়কত্ব বজায় রাখতে পারে। একজন উদার, বিচক্ষণ এবং স্বল্প সন্দেহাতুর ব্যক্তি তাঁর বেশীর ভাগ আত্মবিশ্বাসী ও বুদ্ধিমান অনুগতদের বিশ্বাস করে প্রত্যেক খুঁটিনাটি

ব্যাপারের তত্ত্বাবধান না করেও শাসন ক্ষমতা বজায় রাখতে পারেন।

সমগ্র আবহাওয়াটা এমন নৈরাশ্যজনক ছিল যে, আমি অন্য চাকরী নিয়ে একাজ ছেড়ে দিতে চাইছিলাম—যে কাজে আমাকে কোন দায়িত্ব নিতে হবে না যেমন, লাইব্রেরিয়ান অথবা নাট্যমঞ্চের বুকিং ক্লার্ক। আমি ভাববার জন্যে আরও বেশী সময় চাইছিলাম। চাইছিলাম অন্য কোন কাজ, যা আমাকে সমাজের অন্য দিকে ব্যস্ত করে রাখবে। এবং ফলে আমার পক্ষে খতিয়ে দেখার সুবিধা হবে যে, সত্যিই আমার সন্দেহগুলো খাঁটি কি না। ১৯৩৩ সালের শেষের দিকে ষ্ট্যাঙ্কো-ইম্পোর্ট থেকে পদত্যাগ করে লালফৌজের জেনারেল ষ্টাফকে অনুরোধ জানালাম যে, তাঁরা যেন আমাকে রিজার্ভ অফিসার থেকে কর্মরত অফিসারে পরিণত করেন।

জেনারেল ষ্টাফ আমার অনুরোধ উপেক্ষা করে এক মোটর গাড়ী রপ্তানী প্রতিষ্ঠানের প্রধানরূপে আমাকে নিযুক্ত করলেন। ঐ প্রতিষ্ঠানকে অস্ত্র-রপ্তানীর কাজেও প্রসারিত করার কথা ছিল। এখানে এসে আমি টুখাচেভস্কীর সঙ্গে কাজ করবার সুযোগ পেলাম। বোঝবার সুবিধা হল, কি অবস্থার মধ্যে তাঁকে চলতে হয়।

পাশ্চাত্য জগতের জনসাধারণ এবং বহু রাজনৈতিক সত্যিসত্যিই সোভিয়েট শাসনের বিরুদ্ধে লালফৌজের কর্তৃপক্ষ এবং নাৎসীদের ষড়যন্ত্রের লম্বা-চওড়া গল্পগুলি বিশ্বাস করতেন। সারা দুনিয়ায় বিস্তৃত এক শক্তিশালী প্রচারযন্ত্র ষ্ট্যালিনের হাতে রয়েছে। বুদ্ধিমান পাঠকরা অবশ্য বিদেশী কাগজে প্রকাশিত ওসব কাল্পনিক অভিযোগ প্রকাশের পর শুধু প্রশ্ন করতেন: এঁরা কোন কথাটি চাপতে চাইছেন? দু'বছর পর ষ্ট্যালিন-হিটলার চুক্তিই সেই উত্তর দিল। সোজাকথা, চুক্তি সম্পাদিত

হয়েছিল ষ্ট্যালিন এবং নাৎসীদের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী গোপন আলোচনার ফলে। ষ্ট্যালিন যে দোষে তাঁর জেনারেলদের অভিযুক্ত করেছেন এবং হত্যা করেছেন তিনি নিজেই সেই দোষে দোষী ছিলেন।

টুখাচেভ্স্কীর দলের জার্মাণীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ না থাকলেও রাজনৈতিক সহানুভূতি রয়েছে, সরকারের ওপর নিজেদের অভিমত চাপাবার সঙ্গে সঙ্গে তারা জার্মাণীর প্রতিক্রিয়া জান্‌বার উদ্দেশ্যে কয়েকটি পরীক্ষামূলক বেলুনও পাঠিয়েছিল,—এরকম ধারণা সাধারণ অভিযোগগুলির মতই বিসদৃশ। লালফৌজকে ষ্ট্যালিন এবং ভরোশিলভ কত কঠোরভাবে পরিচালনা করতেন একথা যে জানত না শুধু সেই অভিযোগগুলো বিশ্বাস করতে পারত। লালফৌজের রাজনীতিক পুনর্গঠনের ব্যাপারে এবং সমস্ত বাস্তব ব্যাপারেই, এমন কি যেগুলোর গুরুত্ব খুবই কম—সে সব কিছুর বেলাতেই গ্যামারনিক, টুখাচেভস্কী এবং ভরোশিলভকেও পর্য্যন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হত পোলিট-বুরো অর্থাৎ ষ্ট্যালিনের কাছ থেকে বিস্তৃত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ নির্দ্দেশ পাওয়ার পর। বিদেশী শক্তি-সমূহের সঙ্গে সংযোগ সংক্রান্ত ব্যাপারে এই সাধারণ নিয়ম আরও কঠোরভাবে প্রতিপালিত হত—এমন কি নিছক শিল্পবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ব্যাপারেও। পোলিটবুরোর একাধিক অধিবেশনে বিদেশের সঙ্গে প্রতিটি সামরিক কারিগরী সাহায্যের চুক্তি সংক্রান্ত বিষয়ের অত্যন্ত খুঁটিনাটি আলোচনা হত। এসব বিষয়ক সকল চিঠি-পত্রাদি অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিলক্ষিত হত। আমার মত যাঁরা কার্য্যগতিকে এসব বিষয়ে জড়িত ছিলেন, তাঁদের কাছে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, ফৌজের অন্য কোন নেতা কোনক্রমেই ষ্ট্যালিন বা ভরোশিলভকে প্রতিটি শব্দ না জানিয়ে কোন বিদেশী শক্তির প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা অথবা পত্র বিনিময় করতে পারতেন না।

তৎকালীন প্রত্যাশিত ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধে যাঁরা সামরিক উচ্চতম কর্তৃপক্ষ এবং জেনারেল ষ্টাফের স্থান গ্রহণ করবার উপযুক্ত ছিলেন—সামরিক নেতৃত্বের সেই সব উজ্জ্বলতম রত্নদের হত্যা লালফৌজের ওপর চরম আঘাত হানল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্কটময় প্রথম বৎসরে মূঢ়োচিত ফিনল্যাণ্ড অভিযানে তা প্রমাণিত হয়েছিল।

আমি অকপট বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, এ কখনো সম্ভব হতে পারে না—বহুদিন ধরে সোভিয়েট পিতৃভূমির সেবায় যাঁরা নিয়োজিত, নাৎসীবাদ এবং ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে চরম পরীক্ষার জন্য লালফৌজকে শক্তিমান করে তোলার কার্য্যে যাঁরা রত, ইচ্ছে করলেও এরকম অপরাধ তাঁরা করতে পারেন, কারণ মানসিক দিক দিয়ে এরকম কাজে তাঁরা সম্পূর্ণ অক্ষম ছিলেন।

ষ্ট্যালিন-হিটলার চুক্তি এবং ষ্ট্যালিনের তৎপরবর্ত্তী আন্তর্জ্জাতিক নীতি মার্শাল টুখাচেভ্স্কীর ওপর চাপানো অভিযোগের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করল। ষ্ট্যালিন জানতেন যে টুখাচেভ্স্কী এবং অন্যান্য ফৌজী নেতারা নাৎসী জার্ম্মাণীর তীব্র বিরোধী ছিলেন এবং হিটলারের বিরুদ্ধে পশ্চিমী গণতন্ত্রীশক্তি সমূহের সঙ্গে সোভিয়েটের মিলিত ফ্রন্ট গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। সেই জন্যে হিটলারের সঙ্গে চুক্তি স্থাপনের আগে এদের সরিয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ছিল।

কাজকর্ম্মে আমাকে বহুবার মস্কোয় 'ষ্ট্যালিন মোটর গাড়ী কারখানা' এবং নিঝ্‌নী নভগোরড্‌স্থিত 'গোর্কী ওয়ার্কস্'-এ যেতে হয়েছে। দুটো জায়গায়ই দেখেছি নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মব্যস্ততা। সেখানকার আবহাওয়া ছিল উত্তেজনাময়। দিনে রাত্রে কখনও কাজ বন্ধ হত না। ডিরেক্টররা প্রত্যেকেই অতি ক্লান্ত ছিলেন এবং সহজভাবে কোন ব্যাপারে চিন্তা করতে পারতেন না। কামাবার, ঘুমোবার বা খাবার এমন কি সামান্য

বিশ্রাম করারও সময় তাঁরা পেতেন না। যে কোন মুহূর্ত্তেই যে কোন সঙ্কটের উদ্ভব হতে পারত—কোন সময়ে মানুষের, কখনও বা কাঁচামালের অথবা উর্দ্ধতম কর্ম্মচারীদের। দিনে রাত্রে সব সময়েই কোন না কোন একটি গণ্ডগোলের সঙ্কটময় মুহূর্ত্ত এসে উপস্থিত হত। যাই ঘটুক না কেন, অবিরাম উৎপাদন পরিকল্পনা চালিয়ে যেতেই হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুভব করত তার ব্যক্তিগত দায়িত্ব রয়েছে এবং সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে জীবন দিয়েও প্রায়শ্চিত্ত করতে হতে পারে।

'ষ্ট্যালিন ওয়ার্কস্'এর ডিরেক্টর লিখাচেভ্‌কে আমি এখনও যেন দেখতে পাই। ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন, মুখে ব্যস্ততার ছাপ, ইঞ্জিনীয়ার-ফোরম্যানদের ছোটখাট দলের মধ্যে—কখনও চেঁচাচ্ছেন, ভয় দেখাচ্ছেন আবার কখনও বা গালাগাল দিচ্ছেন। যেমন দান তেমনি পুণ্য! জায়গাটা নেহাৎই নরক ছিল বললে অত্যুক্তি করা হয় না। হঠাৎ হয়ত একটা বেয়ারা এসে ডাকলে: "টেলিফোনে সেণ্ট্রাল কমিটি ডাকছেন,"—লিখাচেভ লাফিয়ে উঠলেন নতুন একটা ঝামেলার সম্মুখীন হবার জন্যে। এই অবস্থার মধ্যে তাঁকে ২৫০০০ হাজারের বেশী শ্রমিককে সামলে নিতে হত, এদের মধ্যে দশ হাজারের ওপরকে ব্যস্ত থাকতে হত অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিভাগীয় ফ্যাক্টরী নির্ম্মাণে। তাঁর কাজ আরও জটিল হয়ে পড়েছিল এই জন্য যে, তাঁর শিল্পে যোগান দেবার জন্যে অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিল্পের কোন অস্তিত্ব ছিল না। তাঁকে সে সব গড়ে তুলতে হয়েছিল প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহের জন্য এবং তাঁকে নিজেই যে-কোন প্রকারে হোক, তাঁর প্রয়োজনীয় সব কিছুর ব্যবস্থা করতে হত।

এর উল্টোটা দেখেছিলাম যখন ১৯৩২ সালে এণ্টওয়ার্পস্থিত ফোর্ড কারখানার ডিরেক্টরের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আমি তাঁর কারখানা

পরিচালনার পদ্ধতি লক্ষ্য করে আশ্চর্য্য হয়েছিলাম এই ভেবে যে, সোভিয়েট শিল্প পরিচালনার সঙ্গে এর কত তফাৎ! ফ্যাক্টরীর মধ্যস্থানে কাচের দেয়াল দিয়ে আলাদা করা একটা আরামদায়ক অফিসকক্ষে তিনি আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। আমার কাছে তাঁর অফিসকক্ষের অভ্যন্তরস্থ পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্য্যই অত্যন্ত বিস্ময়জনক ছিল। যে কোন রুশ শিল্পের ডিরেক্টরের টেবিলে যে গাদাগাদা কাগজপত্র, ফাইল, নক্সা, পরিকল্পনার কাগজ এবং শীলমোহর দেওয়া খাম প্রভৃতি দেখা যেত তার পরিবর্ত্তে আমি আমার সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম সুন্দর, মসৃণ টেবিল, তার উপর শুধুমাত্র একটি সাদা প্যাড। ভদ্রলোকটি নিজে অত্যন্ত ধীর এবং স্ফূর্ত্তিবাজ ছিলেন। আমি যখন দেখা করতে গিয়েছিলাম তখন তিনি তাঁর টেবিলে স্থির হয়ে বসেছিলেন। মাঝে মাঝে টেলিফোনে দু'একটা কথা বলছিলেন। সোভিয়েট পদ্ধতির মধ্যে যাঁরা বেড়ে উঠেছে, তাদের কেউ চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে চাইবে না যে একটা ফ্যাক্টরী এরকম ধীর স্থির নির্দ্দেশে চলতে পারে। আমেরিকান পদ্ধতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে আমি সেদিন ফিরেছিলাম।

১৯৩৩-৩৫ সাল, এই তিন বছর আমি কার্য্যোপলক্ষ্যে মস্কোয় ছিলাম। এই সময়টাই ষ্ট্যালিনের গুরুত্বপূর্ণ নীতি পরিবর্ত্তনের সময়—ক্ষমতা অধিকারের পর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন। এদের মধ্যেই নিহিত হয়েছিল সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমগ্র ভবিষ্যত সম্ভাবনা এবং আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাসের একটা বিশেষ রূপ—যদিও তখন আমরা তা' বুঝতে পারিনি। এ পরিবর্ত্তন বৈদেশিক সংবাদদাতা বা মস্কোয় আগত সাংস্কৃতিক ভ্রমণকারীরা পুরোপুরি বুঝতে পারেননি। বলশেভিক পার্টির ভেতরকার মহলের ধারণা এবং পদ্ধতির সঙ্গে যাঁর

ঘনিষ্ঠ কোন পরিচয় নেই সেরকম ব্যক্তির পক্ষে এ ব্যাপার বোঝা একটু শক্ত। সেই জন্যে আমার মনে হয়, এই পরিবর্ত্তন এবং আমাদের মতামত ও ভাবধারার ওপর তার ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা আমার বই'এর আর একটা বিশেষ অংশে করলেই সব চাইতে ভাল হবে।

তাহলে আবার ফিরে চলা যাক ১৯৩৩ সালে।

শুধুমাত্র প্রচণ্ড দমননীতির দ্বারাই জবরদস্তী যৌথখামার প্রবর্ত্তনের ফলে সৃষ্ট ১৯৩১-৩২ সালের দুর্ভিক্ষের ফলাফলকে ষ্ট্যালিন এড়াতে পেরেছিলেন। দুর্ভিক্ষের সময় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর নেতৃত্ব যায় যায়। আরেকবার যদি এম্‌নি অল্প ফসল উৎপাদিত হয় তবে তার ফলাফল তাঁর ওপরই চেপে বসতে পারে। ১৯৩৩ সালের বসন্তকালীন বীজবপনে তিনি তাই পার্টির সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করলেন। সহস্র সহস্র কম্যুনিষ্টকে গ্রামাঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হল। চাষীদের ওপর কড়া পুলিশ এবং রাজনৈতিক প্রহরার বন্দোবস্ত করা হল। জি, পি, ইউ কঠোরভাবে অনিচ্ছুক নিরাশাবাদীদের খুঁজে বের করতে লেগে গেল। জাতির সহ্যের সীমা গিয়ে পৌছেছিল চরমে। কিন্তু প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল।

গ্রীষ্মের প্রথম দিকে খবর আসতে লাগল যে, ১৯৩৩ সালের ফসল খুব ভাল হবে। পার্টির মধ্যেকার উত্তেজনা প্রশমিত হল। যারা সন্দেহ করেছিল তাদের অনেকে আবার ভাবতে লাগল যে, ষ্টালিনের এক-নায়কত্ব সত্ত্বেও অথবা এর জন্যেই, হয়তো অবশেষে দেশ সকল সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবে। আমি নিজেও একটা নূতন আশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেখছিলাম ধীরে ধীরে অর্থ নৈতিক অবস্থার কি রকম উন্নতি হচ্ছে।

বহু বৎসরের মধ্যে পার্টিতে এরকম আশা-প্রবণতা দেখা যায় নি। অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আশা করছিলাম যে, পার্টি শাসনেও সামঞ্জস্য ফিরে আসবে, বহিষ্কার এবং নিপীড়নের ঘটবে

বিলুপ্তি। আমরা মনে করছিলাম যে দেশে বিভীষিকার রাজত্ব বর্তমান থাকার আর কোন প্রয়োজন নেই। আমরা পার্টির ঐক্য এবং জাতীয় শান্তি চাইছিলাম। তৎকালীন বৈদেশিক অবস্থার এবং আভ্যন্তরিক গোলযোগের কালে এর প্রয়োজন ছিল। আমাদের নেতৃবৃন্দের কথানুযায়ী জার্মেণীতে বিপ্লব হ'ল না বরং নাৎসীরা ক্ষমতা অধিকার করল। রুশ জনসাধারণের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার প্রয়োজন হল। এর জন্যে পার্টির মধ্যে এবং পার্টির সঙ্গে দেশের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার নীতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হল। এরকম নীতিই শুধু দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক, নৈতিক শক্তির বৃদ্ধিকারক হবে এবং দেশের শাসক শ্রেণীর প্রতি দেশের জনসাধারণের সমর্থন লাভে সাহায্য করবে। এর ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জেনেভায় লিটভিনভ কর্তৃক নব-ঘোষিত—গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সঙ্গে "সংঘবদ্ধ আত্মরক্ষা"র নামেও জোটবাঁধা সহজ হবে।

সত্যিসত্যিই এই নীতি গৃহীত হতে আরম্ভ হল। বিরোধী মতবাদের জন্য যে বহুসংখ্যক বলশেভিকদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাদের আবার ফিরিয়ে আনা হল। তাদের মধ্যে সহস্র সহস্র ব্যক্তি আবার সোভিয়েট শিল্প-প্রচেষ্টায় স্থান পেলেন।

পার্টিতে ফিরিয়ে আনা পুরণো বলশেভিকদের মধ্যে কামেনেভ ও জিনোভিভও ছিলেন। এই ঐক্যের নীতি সম্বন্ধে ষ্ট্যালিন কতদূর অগ্রসর হতে চান তার প্রমাণ দিতে গিয়ে ১৯৩৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের পার্টি কংগ্রেসে এঁদের দু'জনকেই বক্তৃতা করতে দেওয়া হল। সব জায়গায় আলাপ আলোচনা আবার সজীব হয়ে উঠল। জি, পি, ইউ আর ততটা ভীতির কারণ বলে মনে হত না।

মনে হল যেন ষ্ট্যালিন এবারও কিরভের প্রশংসিত ঐক্যের নীতিকে সমর্থন জানাচ্ছেন। নতুন সোভিয়েট শাসনতন্ত্র গঠনের জন্য একটা

পরিকল্পনার কথা ঘোষণা ক'রে তিনি নিজেই নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি বললেন যে এই নতুন শাসনতন্ত্র হবে• "পৃথিবীর সব চাইতে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র।" শুধু তাই নয়, নতুন শাসনতন্ত্র রচনার জন্য বিশেষ একটা কমিশনে তিনি পার্টির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের নিযুক্ত করলেন—তাদের মধ্যে ছিলেন পূর্ব্বেকার বিরোধীদলের নেতা রাডেক, বুখারিন এবং সোকোলনিকভ—ষ্ট্যালিন এবং তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে যাঁরা একই টেবিলে বসে কাজ করবেন।

আমাদের মনে হল যে, দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব এবং নিপীড়নের অবসানে এক নতুন যুগের সূচনা হতে চলেছে।

একথা বলা অসম্ভব যে, ঠিক কোনখানে এসে ষ্ট্যালিন নতুন ব্যবস্থার ফলাফল কল্পনা করে ভীত হ'লেন। কিরভের এবং তাঁর নীতির জনপ্রিয়তা স্বভাবতই ষ্ট্যালিনকে বিচলিত করেছিল। দিনের পর দিন যাঁরা ঐকতানে তাঁকে বিনীত পূজার মন্ত্র শোনাচ্ছিলেন, তাদের সত্যিকারের মনোভাব সম্পর্কে ষ্ট্যালিনের কোন ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ ছিল না। তাঁর ভয় হতে লাগল যে, গণতন্ত্র প্রবর্ত্তনের নীতি এত তাড়াতাড়ি প্রতিষ্ঠা লাভ করলে শেষে হয়ত এই প্রশ্নে গিয়ে দাঁড়াবে: নতুন ব্যবস্থার জন্যে কি নতুন নেতার প্রয়োজন নয়? একনায়কত্ব এবং একনায়ক হিসাবে স্বয়ং তাঁর প্রশ্নও উঠতে পারে। যখন এই অধিকতর মানবিক এবং গণতান্ত্রিক শাসনের প্রসার ঘটবে, তখন কি এই স্বেচ্ছাচার এবং একনায়কতাবাদী নিপীড়ককে বাধ্য হয়ে নতুন নেতৃবৃন্দের জন্যে স্থান করে দিতে হবে না? তাঁর কাছে কিরভ এই বিপদের প্রতীকরূপে দেখা দিলেন।

কংগ্রেসের পর পার্টির ভেতরের মহলের লোকেরা ষ্ট্যালিনের অসন্তুষ্টির কিছু কিছু প্রমাণ পেলেন। পোলিটব্যুরোর কয়েকটা সভায় কিরভকে লেনিনগ্রাড থেকে ডেকে আনা হলো না। এবং নতুন ব্যবস্থায়

একটা স্থায়ীপদ গ্রহণের জন্য তাঁর মস্কো যাত্রার দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে পেছোতে লাগল এই যুক্তিতে যে, লেনিনগ্রাডের তখনকার অবস্থায় তাঁর মত একজন বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন আছে। এইভাবে ষ্ট্যালিন নয় মাস কাল কিরভকে তাঁর নতুন পদ গ্রহণ করতে দেননি। সে যাই হোক্ কিরভের প্রতিপত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে সেণ্ট্রাল কমিটির প্রাথমিক অধিবেশনে তিনি আরও জোরদার ঐক্যের নীতি গ্রহণের আবেদন জানালেন এবং উদ্দীপনাময় সমর্থন লাভ করলেন। তাঁর জনপ্রিয়তা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল এবং মস্কোতে তাঁর স্থানান্তরের প্রশ্ন পুনরায় গৃহীত হ'ল ও অত্যন্ত জরুরী ব'লে বিবেচিত হ'ল। তাঁকে লেনিনগ্রাডে ফিরতে হয়েছিল শুধু তাঁর কাজকর্ম্ম নবাগতকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে।

এর কয়েকদিন পর, ১৯৩৪ সালের ১লা ডিসেম্বরে যেমনি সার্জ্জী কিরভ তাঁর অফিস থেকে বেরিয়ে স্মল্নীর করিডরে পা' দিয়েছেন অমনি তাঁকে লক্ষ্য করে গুলী করা হয় এবং তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। হত্যাকারী নিকোলাইভ নামক একজন তরুণ কম্যুনিষ্ট।

কয়েকদিনের মধ্যেই মস্কোর জিলা পার্টি সভায় আমাদের ডাক পড়ল। আমি ভেবেছিলাম যে, এটাও সাধারণ স্মৃতি সভার মতই হবে। সেখানে বক্তারা মৃত নেতার কথা স্মরণ করবেন এবং কমরেডরা তাঁর কর্ম্মজীবনী আলোচনা করবেন।

সারা সভাগৃহে একটি অস্বাভাবিক উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য করলাম। জেলা নেতাদের অস্বাভাবিক গম্ভীর ও কঠোর দেখাচ্ছিল। তাঁরা সব বিচলিতভাবে মঞ্চের ওপর পায়চারী করছিলেন। অনুষ্ঠানের আকাঙ্খিত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ পরিবেশে এটাই আমার কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছিল। আসলে যদিও সেখানকার অবস্থা সত্যিকার গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ছিল না। খানিকক্ষণ পরেই জেলা সেক্রেটারী কর্কশ এবং অনেকটা কষ্টসাধ্য কণ্ঠস্বরে

বক্তৃতা করতে সুরু করলেন। মনে হচ্ছিল যেন কিরভের মৃত্যু তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত করেছে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি করে মৃত ব্যক্তির গুণাগুণ বর্ণনা শেষ করেই সেক্রেটারী তাঁর বক্তৃতার মোড় হঠাৎ ঘুরিয়ে দিলেন। আমরা বিস্মিত হ'য়ে শুনলাম:

"সতর্কতা—পার্টির ভেতরে আরও বেশী সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন হয়েছে...আমাদের মধ্যে সহস্র সহস্র মুখোশাবৃত শত্রু রয়েছে......"

এ কী ব্যাপার! আমরা ভাবছিলাম এই বোধ হয় শেষ।

"কমরেড ষ্টালিন ব্যক্তিগতভাবে কিরভের হত্যার তদন্তকার্য্য পরিচালনা করেছেন। তিনি নিকোলাইভকে বিশদভাবে জেরা করেছেন। বিরোধী দলের নেতারাই নিকোলাইভের হাতে বন্দুক তুলে দিয়েছে!"

এইভাবে আমরা জানতে পারলাম যে, নিকোলাইভের সঙ্গে সংযোগ থাকার অভিযোগে পনেরজন তরুণ কম্যুনিষ্টকে তার সঙ্গেই হত্যা করা হয়েছে এবং পূর্ব্বতন বিরোধীদলের নেতৃবৃন্দ জিনোভিভ এবং কামেনেভের গোপনে বিচার করা হয়েছে। তাঁরা এখন জেলে আছেন।

সবাই বুঝতে পারলাম এর অর্থ কী। ঐক্যের ধুয়ো শেষ হয়ে গিয়েছিল। নতুন বিভীষিকা এবার এই সুযোগে স্থান করে নিচ্ছে।

যখন বক্তা বর্ত্তৃতা শেষ করলেন তখন অন্যান্যরাও এই নতুন লাইনকেই সমর্থন জানাতে দাঁড়ালেন। "সেণ্ট্রাল কমিটি কাউকেই দয়াপ্রদর্শন করবে না—পার্টিতে পার্জ (পরিশুদ্ধি) করতেই হবে......প্রতিটি সদস্যের রেকর্ড পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হবে......"

"ফ্যাসিষ্ট অনুচর" থিওরীর ওপর ভিত্তি করে ১০৪ জন বন্দীকে গুলী করে মারা হল—সেকথা একবারও কেউ উল্লেখ করল না। কারুর মনে পড়ল না যে, কিরভ যে জিনিস করতে চেয়েছিলেন ঠিক হুবহু সেই জিনিষই বিরোধী দলের নেতারাও চেয়েছিলেন। বিরোধীদলকে নিন্দা করার ব্যাপারে এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী

করার ব্যাপারে প্রত্যেক বক্তাই প্রত্যেককে টেক্কা দেবার তালে ছিলেন। বোঝা যাচ্ছিল যে, এ সব কিছু জোর করে বলা হচ্ছে এবং এর পেছনে একটা শক্তি খুব তৎপর, সে হচ্ছে—ভীতি। এই নতুন ঘটনা-বিবর্ত্তের পর অবশ্যম্ভাবী পরিণামের কথা চিন্তা করতেও ভয় পেতাম। আমরা শুধু এটুকু সান্ত্বনাই লাভ করছিলাম যে, এবার ষ্ট্যালিনের ক্রোধ এবং আশঙ্কার সমাপ্তি ঘটবে। পার্টির ভেতরে চল্‌ছিল যুদ্ধ। যে জীবনে অন্ততঃ একবার একটুখানিও ষ্ট্যালিনের বিরোধিতা করেছে তারই বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম।

লৌহসম দৃঢ়হস্তে পার্টি থেকে সব ঝেঁটিয়ে বিদেয় করা হচ্ছিল, হাজার হাজার সদস্যকে ঠেল দেওয়া হয়েছিল ধ্বংসের মুখে। দেশের কোনও স্থান বাদ পড়েনি। যারা জীবনে কোনও দিন অন্ততঃ একবারও বিরোধীদলের স্বপক্ষে ভোট দান করেছে অথবা তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেছে তাদের প্রত্যেককে ঐ তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। কিরভের হত্যার পরবর্ত্তী বিভীষিকার রাজত্বটীর যৌক্তিকতা প্রমাণ করবার জন্যে পুরনো বিরোধীদলের নেতা কামেনেভ জিনোভিভকে বাধ্য করা হল স্বীকার করতে যে তাঁরা হত্যাকার্য্যের জন্য "নীতিগতভাবে দায়ী।" এরা ইতিমধ্যেই বিপুল দুর্নাম অর্জ্জন করেছেন এবং দুর্ব্বল ও নৈতিকশক্তিশূন্য হয়ে পড়েছেন।

পার্টির উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য সত্যকে সব সময়েই দাবিয়ে রাখা হয়েছে। কামেনেভ-জিনোভিভকে যা বল্‌তে বলা হয়েছিল, তাই তাঁরা বললেন। কোন্ অদৃশ্য শক্তির চাপে তাঁরা পড়েছিলেন, তা' বলা কঠিন। কিন্তু তাদের অপেক্ষাকৃত লঘু প্রথম "স্বীকারোক্তিগুলো"—এমন একটি কাজের জন্য নিজেরা দায়ী বলে স্বীকার করে নিলেন যে তাতে তাঁদের সকল আশা নির্ম্মূল হয়ে গেল এবং ষ্ট্যালিন ভিন্ন আর কেউ তাতে উপকৃত হল না। ষ্ট্যালিন ও জি. পি. ইউ, কর্ত্তৃক

পরবর্ত্তী ও অধিকতর মারাত্মক "মস্কো স্বীকারোক্তি" আদায়ের শুভ সূচনা হয়েছিল এইখানেই। মস্কো-স্বীকৃতি গোটা পৃথিবীকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল।

কোন কোন জায়গায় জনতার একটা সমগ্র অংশকে পর্য্যন্ত নির্ব্বাসিত করা হয়েছিল। তাঁদের "শত্রুর অবশিষ্ট" বলে অভিহিত করা হত। অনুমান করা যায় যে, একমাত্র লেলিনগ্রাড থেকেই পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষের মত লোককে বালটিক, ভল্‌গা এবং সাইবেরিয়ার কারাবাসে প্রেরণ করা হয়। কয়েক সপ্তাহ এই বিভীষিকানীতির শিকারদের জন্য রেলওয়ে ষ্টেশনগুলোতে মানুষের ভীড়ে পা বাড়ানো অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

দেশে যেসব ঘটনা ঘটছিল সে সম্পর্কে কেউ আলোচনা করতে সাহস পেত না। কোন মন্তব্য না করেই আমরা আমাদের দুর্ভাগা বন্ধু এবং পরিচিতদের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সংবাদ গ্রহণ করছিলাম। আমার মনে পড়ছে, আমাদের জেলা সম্মেলনানুষ্ঠানের পরদিন আমি রোজঙ্গল্‌জ'এর কাছ থেকে জানতে পারলাম যে, আমার সহকর্ম্মী, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির রপ্তানী প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হার্জবার্গকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

জিনোভিভ এবং কামেনেভের সঙ্গে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নামের তালিকা প্রকাশিত হল এবং হার্জবার্গ'এর নামও তার মধ্যে ছিল।

এখন ভেবে অত্যন্ত বিস্মিত হই যে, তখন যা ঘটেছিল তা' আমরা বুঝতেই পারিনি। পুরানো কম্যুনিষ্ট পার্টির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে সোভিয়েট শাসন এবং আজও পর্য্যন্ত যে পার্টি সততার সঙ্গে সংগ্রাম করে যাচ্ছিল উন্নততর জীবনের জন্যে, সেই পুরনো পার্টিকেই ষ্ট্যালিন ধ্বংস করতে শুরু করেছিলেন। আমার অত্যন্ত স্থির বিশ্বাস যে, পার্টির নেতাদের জীবননাশ করে একাজ সাধন করার অনুপ্রেরণা তাঁর মনে এসেছিল ১৯৩৪ সালের হিটলারের রক্তাক্ত পার্জ থেকে। সে সময়ে

বিরুদ্ধবাদীদের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে তাদের হত্যা করা হয়েছে বিনা বিচারে এবং ফলে ফুরার শুধু আভ্যন্তরিক সাফল্যই অর্জন করেননি, এমন একটা কাণ্ড করেও তিনি সভ্যজগত কর্তৃক নিন্দিত বা ত্যাজ্য হননি। এর বহু বছর পরে পর্য্যন্ত ফরাসী এবং বৃটিশ জননেতারা হিটলারকে পূর্ব্ববৎ সম্মানের আসনই দিয়ে এসেছেন। পরে শোনা গিয়েছিল যে, যখন লিটভিনভ ষ্ট্যালিনকে এই পাইকারী হত্যার বিপদ সম্পর্কে সাবধান করে দিয়ে বলেন যে, এতে গণতান্ত্রিক দুনিয়ায় আমাদের প্রতি সহানুভূতি কমে যাবে এবং জনপ্রিয় ফ্রণ্টের নীতি দুর্ব্বল হয়ে যাবে, তখন নাকি তিনি বলেছিলেনঃ "ওরা ঠিক হজম করে নেবে।"

১৯৩৪ সালের সেই উত্তেজনাপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর দিনে সংবাদ পত্র, সভা-সমিতি এবং সংবাদ সরবরাহ-সংগ্রহের প্রতিটি পথ হাতের মুঠোয় রেখে ষ্ট্যালিন যে সর্ব্বাত্মকবাদী প্রতি-বিপ্লবী পথ অনুসরণ করে চলেছিলেন তা' আমাদের পক্ষে তখন বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল। কিরভের মৃত্যুর সময় সংবাদপত্রগুলি তাঁর প্রশংসা এবং শোক প্রকাশের ঘটায় সমাচ্ছন্ন ছিল এবং এই শোকপ্রকাশ লেনিনের মৃত্যুর পরের শোকপ্রকাশকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। অন্ততঃ প্রায় বারদিন সব রুশ সংবাদপত্রসমূহ তাদের প্রথম লাইন থেকে শেষ লাইন পর্য্যন্ত জনতার প্রিয়নেতা কিরভের জন্ম থেকে মৃত্যুর কথা লিপিবদ্ধ করত। এদের মারফতে, মোটা কালো বর্ডারে ঘেরা পাতার লেখাগুলো পড়ে জানতে পারলাম যে আমাদের দেশ কী গভীর শোকে মূহ্যমান; আমাদের নেতৃবৃন্দ এবং বিশেষতঃ ষ্ট্যালিনের মনে সে শোক ... চাইতে গভীর হয়ে বেজেছে।

এক-নায়কের দুটি অস্ত্র—প্রচার ও ভীতি-সৃষ্টি নিয়ে ষ্ট্যালিন পার্টির সমগ্র বিচারশক্তিকে পরাজিত করলেন।

বিষণ্ণতা ও বিভ্রান্তির ডামাডোলের মধ্যে খুব প্রয়োজনীয় এই কথাটা আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি যে একমাত্র ষ্ট্যালিনই কিরভের মৃত্যুতে লাভবান হয়েছেন এবং পার্টির মধ্যে একমাত্র কিরভই তেমন শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন যিনি ষ্ট্যালিনকে প্রতিরোধ করতে পারতেন।

আমরা এও লক্ষ্য করতে পারিনি যে, এহেন উচ্চপদস্থ পার্টি কর্ম্মকর্ত্তার জীবনরক্ষায় জি. পি. ইউ'র অবহেলা সোভিয়েট রাশিয়ায় অভূতপূর্ব্ব।

এই অপরাধের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংস্রবমুক্ত একশ চারজন কয়েদীর এবং ষোলজন কম্যুনিষ্টের (যাদের মধ্যে মাত্র তিনজন ব্যতীত সবাই এ সম্বন্ধে কোন কিছু জানে বলে অস্বীকার করেছে) মৃত্যুদণ্ডের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে, জি, পি, ইউ'র কর্ত্তব্যে. অবহেলাকারী কর্ম্মচারীদের প্রতি অত্যন্ত লঘুদণ্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ব্যাপারটা সত্যই অস্বাভাবিক। এটা তখন আমরা লক্ষ্য করিনি। এই সব কর্ম্মচারীদের জেলেই দেওয়া হয়নি, বাধ্যতামূলক শ্রমশিবির-গুলোতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল অর্থাৎ আসলে তাদের শুধু মাত্র পদমর্য্যাদায় নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আর কিছু নয়।

এটাও আমাদের মনে হয়নি যে, কিরভের মৃত্যুতে সৃষ্ট গণশোক এবং জনবিক্ষোভকে বিরোধীদলের বিরুদ্ধে কৌশলে লেলিয়ে দেওয়া কতটা কপটতা এবং কতখানি জঘন্যতার পরিচায়ক। পোলিটব্যুরোর মধ্যে একমাত্র কিরভেরই ওপর বিরোধীরা আস্থা স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন যে, তাঁর নীতি গ্রহণের ফলে তাঁরা পুনরায় স্থায়ীভাবে পার্টির ভেতরে থেকে কাজ করতে পারবেন এবং সমাজবাদী রাষ্ট্রগঠনে সাহায্য করতে পারবেন।

আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, কিরভের মৃত্যুই কম্যুনিষ্ট পার্টির ধ্বংসের প্রথম সোপান। এই ছিল ইতিহাসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্যতম প্রতি-বিপ্লবের জ্বলন্ত নিদর্শন।

বৈদেশিক পর্য্যবেক্ষণকারীদের কাছে এই সমগ্র পদ্ধতিটি বোধগম্য হচ্ছিল না তার কারণ ক্ষমতাধিকারী ব্যক্তিদের ওপর যদিও ষ্ট্যালিন নিপীড়ন চালাচ্ছিলেন, তবুও সাধারণভাবে সমগ্র দেশের মধ্যে "ঐক্যবদ্ধতার নীতিকে" তিনি কখনও ত্যাগ করেননি। অপর পক্ষে, এই নীতি তিনি অনুসরণ করতেন বা অনুসরণ করার ভান করতেন তাঁর ছদ্মবেশ হিসেবে, কারণ এর আবরণে তিনি সুপরিকল্পিত উপায়ে প্রত্যেকটী বিরোধীকে ধ্বংস করেছিলেন। যাকেই তিনি মনে করেছেন যে এ একটু অধিক প্রতিবাদ জানাতে পারে অথবা সর্ব্বাত্মকবাদী ক্ষমতার সার্থকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে পারে, তাকেই রেহাই দেননি। তাঁকে অন্য জায়গা থেকে স্বকার্য্যের সমর্থন সংগ্রহ করতে হয়েছিল এবং তিনি তা' পেয়েছিলেন রাজনৈতিক চেতনাহীন জনসাধারণের মধ্যে। "পৃথিবীর সব চাইতে গণতান্ত্রিক" নতুন শাসনতন্ত্র ইতিমধ্যে অনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয়ে গেছে। এই শাসনতন্ত্রের দক্ষতম রচনাকারীদের মধ্যে অনেককেই কিন্তু এর ভেতর বেআইনী ভাবে গ্রেপ্তার করা হয় এবং শীঘ্রই তাঁদের গুলী করে মারা হবে স্থির হয়।

ভাল ফসল এবং খাদ্যাবস্থার পরিবর্ত্তন এ সকল কাজের সাহায্য করল। ১৯৩৫ সালের প্রথমে রুটির কার্ড তুলে নেওয়া হল এবং খোলা বাজারে রুটী পাওয়া যেতে লাগল। তাঁর প্রতিষ্ঠা আরও দৃঢ় করার জন্যে ষ্ট্যালিন কলখজ অর্থাৎ চাষীদের নিজের জন্যে কিছু জমি চাষ করার এবং নিজের জন্য গবাদি পশু রাখবার অধিকার দান করলেন। সমষ্টিগত চাষীদের অনুমতি দেওয়া হ'ল উদ্বৃত্ত দ্রব্যাদি খোলা বাজারে বিক্রী করতে।

ইতিমধ্যে ষ্ট্যালিন জনসাধারণের মধ্যে নির্ব্বিচারে অজস্র পুরস্কার, উপাধি, সম্মান এবং পদকাদি বিতরণ করতে আরম্ভ করে দিলেন। আবিষ্কারকদের এবং ষ্টাখানোভাইটদেরও "রাষ্ট্রের হিরো" (দেশের

বীর) বলে গণ্য করা হচ্ছিল। অফিসারদের পদবী এবং বিশেষ সুবিধাসমূহ পুনরায় লাল বাহিনীতে ফিরে এল। মার্শালের পদ সৃষ্টি করা হল। 'অর্ডার অব দি রেড ষ্টার', 'অর্ডার অব লেনিন', 'অর্ডার অব দি রেড ব্যানার', 'অর্ডার অব দি রেড ব্যানার অব লেবার' প্রভৃতি উপাধিসমূহ অত্যন্ত উদারভাবে সৈন্য, নাবিক, শ্রমিক এবং ইঞ্জিনীয়ার-দের মধ্যে বিতরণ করা হতে লাগল। জাতীয় শিল্পী, মেধাবী শিল্পী এবং মেধাবী শিক্ষাব্রতী বিদ্বান প্রভৃতি উপাধিসমূহ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিতরিত হচ্ছিল। ষ্ট্যালিন যখন আগের পার্টিটাকে ধ্বংস করতে শুরু করলেন তখন এইভাবে তিনি একদল নতুন সমর্থকদের এনে জোটাচ্ছিলেন, যারা সোভিয়েট সমাজজীবনে অপ্রত্যাশিত প্রতিষ্ঠালাভের ফলে তাঁর ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকবে।

ডিক্টেক্টর তাঁর এক বক্তৃতায় বলেন:

"জীবন আজ সুন্দরতর। কমরেডগণ, জীবন আরও আনন্দপূর্ণ হয়ে উঠেছে।"

সবাই সেই ধুয়াটুকু ধরে নিলে। সংবাদপত্রগুলো নতুন সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিল। তখন পর্য্যন্ত মনে হচ্ছিল এই শাসনতন্ত্রই মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জয়লাভ। এতে প্রতিশ্রুতি ছিল সংবাদপত্রের স্বাধীনতার, বাক্যের স্বাধীনতার, সভা-সমিতির স্বাধীনতার, প্রতিটি নারী পুরুষের ভোটাধিকারের, গোপন ভোটদান পদ্ধতির এবং বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার ও তল্লাসী না করার। প্রত্যেকের "কাজ করার অধিকারও" এই শাসনতন্ত্রে স্বীকৃত হয়েছিল। একে ষ্ট্যালিনের "প্রতিভার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি" বলে অভিহিত করা হত এবং বিটোফেনের নবম সিম্ফনীর সঙ্গে তুলনা করা হত। ষ্ট্যালিন বললেন যে, এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নির্ব্বাচনে, "প্রার্থীদের তালিকা শুধু কম্যুনিষ্ট পার্টিই দাখিল করবে না, পার্টির বাইরেকার অন্যান্য সব

রকমের সামাজিক সংগঠনই অনুরূপ তালিকা দাখিল করার অধিকারী হবে।"

ষ্ট্যালিনের কাছে এই "গণতান্ত্রিক" শাসনতন্ত্রের সত্যিকারের তাৎপর্য্য এবং ব্যবহারিক রূপ কি ছিল, তা' দেখা গিয়েছে এই শাসনতন্ত্র অনুসারে প্রথম নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের সময়। ভোটদাতাদের মধ্যে যাঁরা পূর্ব্বোক্ত প্রতিশ্রুতিগুলো সত্যি ভেবে নিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই ভোটকেন্দ্রে "গোপনে ভোটদান" করতে গিয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হন এই দেখে যে, ব্যালটপত্রের মধ্যে মাত্র একটী নামই ছাপা আছে, অন্য কাউকে ভোট দেবার উপায় নেই। এই একটী প্রার্থী শুধু কম্যুনিষ্ট পার্টিরই অনুমোদন লাভ করেননি, অন্যান্য "সামাজিক সংগঠন-গুলো"রও অনুমোদন লাভ করেছেন! এইভাবে ষ্ট্যালিনের ঘোষিত কথাগুলোর মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়। তার ওপর, প্রভাবশালী কর্ত্তা-ব্যক্তিদের উপর ষ্ট্যালিনের পার্জএর আঘাত নতুন "গণতান্ত্রিক পার্লামেণ্টের" নির্ব্বাচনের সঙ্গে সঙ্গেই পড়তে আরম্ভ করেছিল। ব্যালটের কাগজে যাদের নাম প্রার্থীরূপে ছাপা হয়েছে, যাদের নির্ব্বাচক মণ্ডলীর কাছে খুব বড় করে তুলে ধরা হয়েছে—সংবাদ পত্রে ও বক্তৃতামঞ্চে যাঁদের গুণগানের অন্ত ছিল না, এরকম বহু প্রার্থী নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে জি. পি. ইউ কর্ত্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। নির্ব্বাচনের অল্পকাল পূর্ব্বে এদের পরিবর্ত্তে ব্যালটে অন্য নাম দেওয়া হল, ফলে ভোটাররা দেখতে পেল যে শেষ মুহূর্ত্তে তাদের কাছে অত্যন্ত অপরিচিত এবং অপ্রত্যাশিত এক ব্যক্তিকে তাদের ভোট দিতে হচ্ছে। অন্যান্য যেসব স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নির্ব্বাচিত হতে পেরেছিলেন তাঁরাও নির্ব্বাচন এবং পার্লামেণ্টের অধিবেশনে যোগদানের মধ্যবর্ত্তী সময়ের মধ্যে বিতাড়িত হন। বিতাড়নে কোন বাধাই ছিল না, কারণ তখনকার অবস্থায় তা'তে "পার্লামেণ্টারী বিশেষাধিকার"-এর কথা কেউ ভাবতেই

পারতো না। এভাবে ভোটাররা দেখতে পেল যে তাদের সব ভোট লাভ করার যিনি একমাত্র আদি এবং অকৃত্রিম অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন তাঁকেই তাঁরা ভোটে নির্ব্বাচন করলেও তিনি আসলে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারই পেলেন না।

এখানেই শেষ নয়। "সুপ্রীম সোভিয়েটে"র (নতুন পার্লামেণ্ট) প্রথম অধিবেশনের পর আবার পার্জ শুরু হল। দ্বিতীয় অধিবেশনের কালে দেখা গেল যে, এর মধ্যে জি. পি. ইউ এক চতুর্থাংশ পার্লামেণ্ট সদস্যদের সাবড়ে দিয়েছে। পুনরায় নির্ব্বাচন করে এদের শূন্য স্থান পূরণ করার জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয়নি : এসব সময়ের অপচয় বলে গণ্য করা হল।

অবশেষে, পার্লিয়ামেণ্ট প্রথম অধিবেশনে একটি প্রেসিডিয়াম নির্ব্বাচন করল যাঁরা মঞ্চে উপবেশন করবার অধিকারী এবং সমস্ত আলোচনাও পরিচালনা করবেন তাঁরাই। দ্বিতীয় অধিবেশনে এই প্রেসিডিয়ামের কতিপয় সভ্যও রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে যান। এঁদের অনুপস্থিতির কোন কৈফিয়ৎ দেওয়া হয়নি; শুধুমাত্র সভাপতি ঘোষণা করলেন যে, "প্রেসিডিয়াম পূর্ণ" করার জন্য মনোনয়ন পত্র হাতে এসে গেছে। এই সার্ব্বজনীন ভীতির আবহাওয়ায় এটা খুব ভালভাবেই বোঝা গিয়েছিল যে, এরকম হঠাৎ অনুপস্থিতির আলোচনা না করাই ভাল।

এভাবেই "জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত মতামত" প্রকাশ হচ্ছিল আর এদিকে ষ্ট্যালিন তাঁর সর্ব্বাত্মকবাদী ক্ষমতাদি গুছিয়ে নিচ্ছিলেন। রুশবাহিনী কর্তৃক "মুক্ত" দেশগুলিতে "গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচন"এর কথা যখন আমেরিকানরা পাঠ করেন তখন এই কথাটা তাঁদের মনে রাখা উচিত। একথা মনে করার কোনই কারণ নেই যে, সে নির্ব্বাচনের পদ্ধতির সঙ্গে উপরিবর্ণিত পদ্ধতির কোন তফাৎ আছে।

বহির্বিশ্বে উদারনীতিক এবং সহানুভূতিশীলদের কাছে রুশ শাসনতন্ত্রটী বিরাট প্রশংসা অর্জন করেছিল। এতে পপুলার ফ্রণ্টের নীতি আরও জোরদার হয়ে উঠেছিল এবং হিটলারের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রী শক্তির ঐক্যের প্রতি ষ্ট্যালিনের মনোভাব আরও জনপ্রিয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু পার্টির ভেতরের আমরা বুঝতে পারলাম যে, শাসনতন্ত্রটী প্রধানতঃ ভড়ং দেখাবার জন্যই রচিত হয়েছিল। তবুও আমরা আশা করেছিলাম যে এর ঘোষণা কিরভের হত্যার সৃষ্ট বিভীষিকা থেকে দেশকে মুক্তি দেবে। আমরা নিজেরা তখন ভালভাবে বুঝতে পারিনি যে, ঐক্যবদ্ধতার নীতিটা গৃহীত হয়েছিল "গণতান্ত্রিক" শাসন প্রতিষ্ঠার ভাঁওতারূপে। এ শাসনতন্ত্র ষ্টালিনের ঘৃণ্য কৌশলের জৌলুষক হয়ে সত্যিকারের সরকার অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে তাঁর বিরোধীদের অপসারণ কার্য্যে এবং তাঁর ডিক্টেটারীর প্রতিষ্ঠার কাজে লেগেছিল। তথাকথিত এই "সব চাইতে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রটি" পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নিখুঁত সর্ব্বাত্মকবাদী অত্যাচারী সরকারের হাস্যাস্পদ ছদ্মবেশ ভিন্ন আর কিছু নয়।

* * *

রাশিয়ার এই ক'বছরের কথা লিখতে গিয়ে আমি ষ্ট্যালিনের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বিশেষ এমন কিছু বলিনি যা আমার কাহিনীতে প্রাসঙ্গিক ছিল না। প্রধানতঃ আমার সম্পর্ক ছিল সরকারের সঙ্গে, ব্যক্তির সঙ্গে নয়।

তুলির আঁচড়ে পরিবর্ত্তিত ফোটোগ্রাফ এবং মুদ্রিত ছবিতে পৃথিবীর কাছে ষ্ট্যালিনের যে চেহারা পরিচিত তা' থেকে কিন্তু রক্ত-মাংসের মানুষ ষ্ট্যালিনের আসল চেহারা অনেকখানি ভিন্ন। তাঁকে আরও অমসৃণ এবং সাধারণ মনে হয় এবং অতটা দীর্ঘাকৃতি বলেও বোধ হয়

না।) তাঁর মুখমণ্ডল ব্রণক্ষত-চিহ্নযুক্ত এবং ঈষৎ পীতবর্ণ। তাঁর কাল কুচ্‌কুচে চুল গাঢ় ধূসরে পরিণত হয়েছে এবং তাঁর ঝাঁকড়া গোঁফ ও ঘন ভ্রূতে সাদারঙের ছোঁয়াচ লেগেছে। তাঁর চোখের রঙ ঘন বাদামী বর্ণের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পিঙ্গল বর্ণের মিশ্রণ। তাঁর মুখের ভাবে তাঁর মনের ভাব সম্পর্কে কোন ধারণাই বোঝা যায় না। এ ব্যাপারে আমার মনে একটা কুণ্ঠিতভাব ছিল, একটা অদ্ভুত বিরূপতাও অনুভব করতাম। এ ব্যক্তিটিকে ইউরোপীয় বলেও মনে হত না, আবার এসিয়াবাসী বলেও নয়, বরঞ্চ মনে হত দু'য়ের সংমিশ্রনে একটা কিছু।

"রহস্যজনক ব্যক্তি" হিসেবে ষ্ট্যালিন সর্ব্বত্র প্রচারিত। এর পেছনে খুব বেশী কিছু সত্যিকার রহস্যজনক কারণ ছিল না। একটা কারণ ছিল এই যে, তিনি এটাকে আধুনিক স্বৈরতন্ত্রের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কৌশল বা টেক্‌নিক্‌ বলে মনে করতেন, এবং এই ধারণাতেই নিজেকে এই রহস্যের ঘেরাটোপে ঢেকে রাখতেন। জারেদের যেমন ছিল মূল্যবান চাকচিক্যময় পোষাকের আবরণ, তাঁরও তেমনি ছিল রহস্যাবরণ। তার ওপর তিনি নিজের মনের কথা চেপে রাখতে জানতেন। যে ব্যক্তি একজনের পর আর একজনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করছেন, তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধুও নিজের মনের কথা অন্তরে গোপন রাখতে বাধ্য হত।

কিন্তু আমরা যারা তাঁর অধীনে কাজ করতাম, তাদের কাছে তিনি রহস্যজনক বলে মনে হতেন না। মনে হত তাঁর যেন নিজের সম্বন্ধে একটা দৈন্যবোধ রয়েছে। এবং তারই ফলে তিনি হয়ে উঠেছেন অত্যন্ত স্পর্শকাতর, প্রতিশোধকামী এবং সংশয়বাদী। তাঁকে মনে হত নিজস্ব প্রভাব এবং আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সমস্যায় সর্ব্বক্ষণ অভিনিবিষ্ট একজন নীতিবোধরহিত নির্ম্মম ব্যক্তি। কিছুটা এই কারণে এবং কিছুটা স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতার জন্যে তাঁর রাজনৈতিক-সুলভ দূরদৃষ্টিরও অভাব ছিল। আমরা তাঁকে জানতাম একজন ধীর এবং গম্ভীর চিন্তাশীল—

সতর্ক এবং সন্দেহবাদীরূপে। একদা ষ্টালিন নিজেই মন্তব্য করেছিলেন, "সুস্থ সন্দেহই সহযোগিতার সর্বোৎকৃষ্ট ভিত্তি।" এটা তাঁর কাছে শুধু সংক্ষিপ্ত বিধিবাক্যই নয়, এটা তার স্বভাবের প্রকাশ এবং চরিত্রের কর্মধারা। এইটেই সোভিয়েট ইউনিয়নের সামাজিক সম্পর্কে মধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে—১৮ কোটি লোকের জীবনকে ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে।

ট্রট্স্কী ষ্ট্যালিনকে মধ্যম স্তরের লোক বলেই অভিহিত করতেন। মণীষা, রুচিবোধ, জ্ঞান ও বিচক্ষণতার দিক থেকে এটা মিথ্যা ছিল না। কিন্তু এটা অনস্বীকার্য্য সত্য যে, এই মধ্যম স্তরের লোকটাই ট্রট্স্কীকে তাঁর উচ্চপদ থেকে বিচ্যুত করেছে, তাঁকে রাশিয়া থেকে নির্ব্বাসিত করেছে, তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে সে দণ্ড তার ওপর কার্য্যকরী করেছে। কয়েকটি বিষয়ে তিনি ছিলেন মধ্যম স্তরের অনেক উচ্চে। তাঁর প্রবল ইচ্ছাশক্তি, সহিষ্ণুতা এবং ধূর্ত্ততা ছিল। তিনি মানুষের দুর্ব্বল স্থানগুলির সন্ধান করে নিতে পারতেন এবং ঘৃণাভরে সেগুলি নিয়ে খেলতে জানতেন। সবচেয়ে বড় গুণ ছিল তাঁর এই যে, তিনি নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি নীতিবোধ-রহিত চিত্তে একটুখানিও ইতস্ততঃ না করে এগিয়ে যেতে পারতেন। চিন্তার বেলায় তিনি যদিও ছিলেন ধীর ও সতর্ক, তথাপি কাজে হাত দিলেই হয়ে উঠতেন তড়িৎগতি এবং নির্ম্মম।

অনেক বাহিরের লোক বিস্মিত হ'য়ে ভেবেছে যে, লেনিন কেন তার "টেষ্টামেণ্টে"-এর মত রাজনৈতিক দলিলে ষ্ট্যালিনের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক করতে গিয়ে "রূঢ়তার" মত একটী সাধারণ গুণের উল্লেখ করেছেন। একজন প্রোলেটারিয়েট বিপ্লবীর সব চেয়ে বড় যে গুণ কঠোরতা সেটাই ষ্ট্যালিনের রয়েছে। তাঁরা বিস্মিত হতেন এইজন্য যে, তাঁরা অনুভব করতে পারতেন না ষ্ট্যালিন মানুষের প্রতি মমত্ববোধের অভাবে তার ঐ নির্ম্মমতাকে কোথায় নিয়ে পৌছোতে পারতেন। লেনিনের ঐ "টেষ্টামেণ্ট" প্রথম পাঠ করে তিনি যে মন্তব্য করেছিলেন

সেটাই হল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমি সেই কথাগুলি এখানে ছাপার অক্ষরে উদ্ধৃত করতে পারলাম না।

সম্ভবত সাধারণ রুশজন রাজনৈতিকের চেয়ে ষ্ট্যালিন সংস্কৃতির দিক থেকে ন্যূন ছিলেন না, কিন্তু লেনিনের অন্যান্য সহযোগীদের তুলনায় তিনি খাটো ছিলেন, এটাই তাঁর নিজের দৈন্যবোধের কারণ ছিল। বলশেভিক বিদ্রোহের শীর্ষস্থানীয় নেতারা মধ্যবিত্ত অথবা অভিজাত শিক্ষিত জ্ঞানী লোকদের মধ্য থেকে এসেছিলেন। তাঁরা শুধু নিজেদের দেশেরই নয়, সমগ্র ইউরোপের সংস্কৃতিতে গড়ে উঠেছিলেন। তাঁরা দু'টি বা ততোধিক বিদেশী ভাষায় কথা বলতে পারতেন। দেশীয় ভাষায় সাহিত্যিক লিপিকুশলতা এবং শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দানে তাঁরা সক্ষম ছিলেন। ষ্ট্যালিন ছিলেন তাঁদের মধ্যে ব্যতিক্রম, সকলের মাঝে তিনিই ছিলেন স্বল্পজ্ঞানের অধিকারী—বক্তা ছিলেন না, দার্শনিক ত ননই। অন্যান্যদের মত তিনি কখনও রাশিয়ার বাইরে বেশীদিন কাটাননি, রাশিয়ার মধ্যেও তিনি ছিলেন প্রাদেশিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ।

ন বছর বয়সে তিনি রুশ ভাষা শিক্ষা করতে আরম্ভ করেন এবং কোনদিনই তা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পারেননি। তাঁর ভাষা ছিল অত্যন্ত জটিল ও অমার্জ্জিত। শুধু তাঁর উচ্চারণে একটা বিজাতীয় জড়তা ছিল এমন নয়, আবার তাঁর ভাষার ধরন ছিল আড়ম্বরযুক্ত এবং নীরস। বহু বৎসরব্যাপী কারাগারে, নির্ব্বাসনে অর্থাৎ "বিপ্লবীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে" বাস করা সত্ত্বেও তিনি অন্যান্য বলশেভিক নেতাদের মত সমাজবিজ্ঞান এবং সাহিত্য পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পারেননি। তাঁর অদম্য অধ্যবসায় সত্ত্বেও তিনি জার্ম্মাণ ভাষার জটিলতা ভেদ করতে সক্ষম হননি এবং অত্যন্ত কঠিন কাজ মনে করে সে চেষ্টা শেষে ত্যাগ করেন। "এসপারেন্টো" ভাষাতেও তিনি বেশী জুৎ করতে পারেন নি। যে নেতা গর্ব্ব করতেন যে,

দুনিয়ায় এমন কোন জিনিষ নেই যা' একজন বলশেভিক আয়ত্ত করতে পারে না, তিনিই কোন একটি ভাষাতেও চরম দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারেননি। এবং এই পরাজয়ের গ্লানি সব সময় তাঁকে খোঁচাচ্ছিল। কোনও বিদেশী ভাষা না জানায় রাশিয়া-বহির্ভূত কোন দেশ সম্পর্কে তাঁর বিশেষ স্বচ্ছজ্ঞান ছিল না।

ষ্ট্যালিন এমন একটা ধীর একঘেয়ে সুরে কথা বলতেন যে, কানে বড় বিশ্রী লাগত। লেনিনের জীবিত থাকাকালীন কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পোলিটব্যুরোর প্রাক্‌বিপ্লব এবং বিপ্লবোত্তর সভাগুলোতে তিনি (ষ্ট্যালিন) সব সময় এক পাশে বসে থাকতেন চুপচাপ মনমরা হয়ে। নিশ্চুপ দর্শকের মত সব কিছু দেখে যেতেন কারণ দ্রুতগতিতে প্রসঙ্গক্রমে যেসব সমস্যা এসে উপস্থিত হত সেগুলির সার্থক আলোচনায় তিনি যোগ্যতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে পারতেন না।

এরকম গুণসম্পদ, চিন্তাধারা ও হৃদয়বৃত্তি নিয়ে এক ব্যক্তি পৃথিবীর এক ষষ্টাংশের উপর চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন, ভাগ্যবিধাতা হয়েছেন ১৮ কোটি লোকের এবং ওদের জ্ঞান এবং বুদ্ধিকে নিজের ইচ্ছামত পরিচালনা করছেন। গণতন্ত্রের আদর্শ এবং চিরন্তন রক্ষাকবচ-গুলোকে দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করে যুক্তি প্রদর্শনে যারা উদগ্রীব, তাদের প্রত্যেকের কাছে এ সত্যটা সতর্কবাণীরূপে প্রতিভাত হওয়া উচিত।

ষ্ট্যালিন তিনবার বিবাহ করেছেন। তাঁর তিনটি সন্তান, দু'টি পুত্র একটি কন্যা। প্রথমা স্ত্রী ছিলেন একজন সরলা জর্জিয়ান মহিলা। ১৯০৭ সালে তিনি মারা যান। ইয়াশা (জেকব) নামক তাঁর প্রথম স্ত্রীর সন্তানটী তাঁকে ভালবাসত না এবং পুত্রের প্রতি ষ্ট্যালিনের মনোভাবও বোধ হয় অনুরূপ। তাঁর এই পুত্র সম্বন্ধে সেক্রেটারীদের সামনে আমি নিজে ষ্ট্যালিনকে বলতে শুনেছি, "আমার বোকা ছেলে।" ষ্ট্যালিন যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেন তখন তিনি ইয়াশাকে তাঁর

কাছে ক্রেমলিনে নিয়ে এলেন। সেখানে ছেলেটি অত্যন্ত কষ্টে ছিল। ষ্ট্যালিন তাঁর মাতাল, মুচী বাবার কাছে যে রকম পিটুনী খেতেন, (এমিল লাডউইগএর অনতিসমর্থনযোগ্য থিওরী অনুসারে ওটাই নাকি ষ্ট্যালিনের বিপ্লবী হওয়ার আসল কারণ ছিল)। তাঁর ছেলেটিকেও তেমনি পিটোতে শুরু করলেন। ইয়াশার বুদ্ধি খুব প্রখর ছিল না এবং কোন বিশেষ গুণও তার ছিল না। সে ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলে পড়ত। যখন সে বয়স্ক হয়ে উঠল তখন তাঁর বাবা আদেশ দিলেন যে, সে মস্কোয় থাকতে পারবে না, সেই জন্যে সে সারা রাশিয়ায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। বহু বৎসর তাঁর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি, কিন্তু রুশ-জার্ম্মান যুদ্ধের প্রথম দিকে সংবাদ পত্রে জানা যায় যে, ষ্ট্যালিনের পুত্র লালফৌজের তরুণ গোলন্দাজ অফিসারকে নাজীরা গ্রেপ্তার করেছে।

তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম ষ্ট্যালিনের দেখা হয় ১৯১৭ সালে। তখন তাঁর ভাবী পত্নীটি ছিলেন ষোড়শী। নাদিয়া আল্লিলুয়েভা ছিলেন সুন্দরী, জর্জ্জিয়ান মায়ের মত খুব বড় বড় আর কালো চোখ তাঁর। নাদিয়ার বাবা ছিলেন একজন পুরনো বলশেভিক কর্ম্মী। তিনি আত্মগোপনের সময় লেনিনকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। ১৯১৮ সালে নাদিয়া কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। তার অব্যবহিত কাল পরেই নাদিয়া লেনিনের অন্যতম জুনিয়র সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। এর এক বছর পর তাঁকে জারিটসীন ফ্রণ্টে নিযুক্ত করা হয়। ষ্ট্যালিন তখন সেখানকার রাজনৈতিক কমিসার। তখন নদিয়ার বয়স ছিল আঠার বছর। চল্লিশ বছরের প্রবীণ ষ্ট্যালিন প্রেমে পড়ে গেলেন এই সুন্দরী তরুণীটির। তাঁরা বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হলেন। এই বিবাহে তাঁদের দু'টি সন্তান। এক পুত্র—ভ্যাসিলি, এক কন্যা—তাঁর প্রিয় সভেটলানা।

এখন ভ্যাসিলি (১৯৪৫) লালফৌজী বিমান বাহিনীর একজন কর্ণেল —বহু পুরস্কৃত এবং "সোভিয়েট ইউনিয়নের বীর" উপাধির অধিকারী

ভ্যাসিলি বিবাহিত এবং দুটি সন্তানের জনক। এই শেষ সংবাদটি কখনও সরকারী ভাবে আমাদের গোচরে আসেনি এবং রিপোর্টাররা এ-সংবাদ বিদেশে তার করে পাঠাবার অনুমতি পায় না। সম্ভবতঃ ষ্ট্যালিন যে ঠাকুর্দা হয়েছেন—এ কথাটি সবাই জানুক তা তিনি চান না।

রোমান্সের আনন্দঘন সূত্রপাত থেকে নাদিয়ার জীবন শীগগিরই দুঃখময় হ'য়ে উঠল। ডিক্টেটররূপে ষ্ট্যালিনের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে তা' আরও বেদনাদায়ক হয়ে উঠল। নাদিয়ার ভাইকে আমি ভালভাবেই জানি। অত্যন্ত সরল, চমৎকার এবং কর্ম্মক্ষম ছিলেন তিনি। আমি যখন বৈদেশিক বাণিজ্য কমিসারিয়েটে কাজ করতাম তখন তিনিও সেখানে কাজ করতেন। যখনই তাঁর বোনের কথা উল্লেখ করা হত তখনই তাঁর মুখ অন্ধকার হয়ে যেত। দুঃখের জন্যই বোন সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত চাপা ছিলেন কিন্তু তবুও তাঁর কাছ থেকেই আমি জানতে পেরেছিলাম যে, তাঁর বোন কত অসুখী ছিলেন। আবেগপ্রবণা, কর্ত্তব্যে দৃঢ়নিষ্ঠাবতী এবং চাপা স্বভাবের মাহলাটিকে সর্ব্বদা চাটুকার ও মোসাহেবদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে থাকতে হত। তাদের তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। দুটি সন্তানের জননী হওয়ার পরও তিনি নিজেকে একজন শিল্পপরিচালিকারূপে গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে তিন বছর একটি শিল্প-ইঞ্জিনীয়ারীং স্কুলে পড়াশুনো করেন। এতে তিনি তাঁর নিজের জীবনকে ভালবাসার সুযোগ পেয়েছিলেন।

ষ্ট্যালিনরাজত্বের ক্রমবর্দ্ধমান বিভীষিকা এবং পুরনো সংগ্রামী কমরেডদের প্রতি তাঁর ব্যবহার নাদিয়াকে অত্যন্ত পীড়িত করছিল। নাদিয়াও পার্টির একজন সক্রিয় সংগ্রামী সদস্যা ছিলেন এবং তাঁর প্রতি ষ্ট্যালিনের অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার তাঁকে অত্যন্ত আঘাত দেয়। মাঝে মাঝে ভরোশিলভের সঙ্গে ষ্ট্যালিন কয়েক দিনের জন্যে গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত তাঁর এষ্টেটগুলোর কোন একটাতে গিয়ে থাকতেন। সেখানে

সময় কাটত তাঁর নানা প্রিয়জনদের সঙ্গে। তাঁর অনুগত জি, পি, ইউ প্রধান হেনরী যাগোদা ষ্ট্যালিনকে এই সব প্রিয়জন জোগাতেন। অনেক সময় তাঁর স্বামীর সঙ্গে ওসব উৎসবে নদিয়াও হঠাৎ উপস্থিত হলে সেখানে অবতারণা হত অনেক বিশ্রী অবাঞ্ছিত দৃশ্যের এবং সে সময়ে ডিক্টেটর তাঁর প্রতি অত্যন্ত নির্দ্দয় ব্যবহার করতেন।

১৯৩২ সালের নভেম্বরে বিপ্লবের পঞ্চদশ অধিবেশন অনুষ্ঠানের সময়ে আমি তাঁর ভাই'এর সঙ্গে তাঁকে দেখি। তিন সপ্তাহের মধ্যেই কেমিকেল ইঞ্জিনীয়ারিং'এ তাঁর ডিপ্লোমা পাবার কথা ছিল। তাঁকে অত্যন্ত ফ্যাকাশে এবং বিপর্য্যস্ত দেখাচ্ছিল। অধিবেশনের ব্যাপারে তাঁর অমনোযোগ লক্ষ্য করছিলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম যে, তাঁর ভ্রাতা তাঁকে নিয়ে অত্যন্ত সশঙ্কিত হয়ে আছেন।

দুদিন বাদে ১৯৩২ সালের ৯ই নভেম্বর তারিখে নাদিয়া আল্লিলুয়েভার আকস্মিক মৃত্যুর কথা ঘোষণা করা হল। মৃত্যুর কারণ সরকারীভাবে কখনও ঘোষিত হয়নি। গুজব রটল যে, তাঁকে খুন করা হয়েছে। গুজবটি অনেকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠল, বিশেষ করে যাদের সেই পুরনো ঘটনাটি জানা ছিল: দাম্পত্যকলহের সময় বুডেনী তাঁর বয়স্কা স্ত্রীকে পেছন থেকে গুলী করে মারেন এবং পরে একজন তরুণী অভিনেত্রীকে বিয়ে করেন। সামরিক বীর হিসেবে বুডেনীর প্রতিপত্তি এত বেশী ছিল যে, সমগ্র ঘটনাটাই চাপা পড়ে গেল এবং এর জন্যে তাকে কোন শাস্তিলাভ করতে হল না। উপরন্তু পরে তিনি সোভিয়েটের পাঁচজন মার্শালের অন্যতম হলেন। যদি বুডেনীর সম্মান বেশী হয়, তাহলে ষ্ট্যালিনের নিশ্চয়ই আরও বেশী—এ ভাবেই গুজবটা ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু আমি নাদিয়ার ভাই-এর নিজের মুখে নাদিয়ার মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে পেরেছিলাম। মৃত্যুর দিন সন্ধ্যা বেলায় ষ্ট্যালিনের ভিলার পার্শ্ববর্ত্তী ভরোশিলভের ভিলায় বসে নাদিয়া কৃষকদের সম্পর্কে

অবলম্বিত নীতির অত্যন্ত সমালোচনা করে বলেন যে, এ-নীতির ফলে গ্রামগুলি দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যুত্তরে নিজের বন্ধুদের সম্মুখে ষ্ট্যালিন তাঁকে অত্যন্ত অশোভনীয় ধরনে অপমান করেন—রুশভাষায় যাকে বলতে হয় 'ম্যাটারশ্চিনা (matershchina)। নাদিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে মাথার খুলির মধ্য দিয়ে গুলী চালিয়ে নিজেকে হত্যা করেন। সরকারী প্রেসনোটে শুধু বলা হয় যে, তাঁর "অত্যন্ত আকস্মিক এবং অকাল" মৃত্যু হয়েছে।

নাদিয়ার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই আমরা জানতে পারলাম যে, ষ্ট্যালিন কাগানোভিচ'এর এক বোনকে বিয়ে করেছেন। অবশ্য আজ পর্য্যন্তও রুশ সংবাদপত্র জগতে এ'বিয়ের ব্যাপারে একটা কথাও প্রকাশিত হয়নি।

ষ্ট্যালিন অতিমাত্রায় প্রতিহিংসাপরায়ণ—একথাটা যে সন্দেহাতীত সত্য তা' তিনি নিজেই কামেনভের কাছে একবার প্রকাশ করেছেন—তাঁর পরম আনন্দ হচ্ছে, শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা গ্রহণের নিপুণ ষড়যন্ত্র করা, সাফল্যের সঙ্গে তা' কার্য্যকরী করা এবং পরে ঘরে ফিরে নিশ্চিন্তে একটা ঘুম দেওয়া। এর সত্যতা তাঁর পার্জগুলোই (পরিশুদ্ধিকরণ) প্রমাণ করে দিয়ে গেছে। যে কোন ব্যক্তি জীবনে অন্ততঃ একবারও তাঁর বিরুদ্ধে সম্মুখে অথবা আড়ালে একটি কথাও বলেছে—অবশ্য অত্যন্ত গোপনে যাঁরা বলেছে তাঁরা বাদে—প্রত্যেকের ওপরই সম্ভবতঃ ষ্ট্যালিন তাঁর পূর্ণ প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে যাঁকে তিনি চিনতে পেরেছেন, সম্ভবতঃ তাঁদের মধ্যে কেউই বেঁচে নেই। অগণিত মৃত্যু আর প্রতিহিংসার মধ্যে আমাদের মত যাঁরা বৎসরের পর বৎসর কাটিয়েছেন, আমার মনে হয় তাঁদের কেউই এগুলির যথার্থ বর্ণনা দিয়ে যেতে পারেন নি। আমার মতে ষ্ট্যালিন তাঁর বন্ধুদের হত্যা করে এক অদ্ভুত আনন্দ উপভোগ করতেন।

বাল্টিমোরের আর্চবিশপ ১৯৪১ সালে মন্তব্য করেন যে, ষ্ট্যালিন বহু লোককে হত্যা করেছেন এবং বিনীতভাবে বলেন যে, "আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর যে কোন ব্যক্তির চাইতে বেশী।" মানুষটিকে ভালভাবে জানতে হলে পার্টি কংগ্রেসে প্রদত্ত তাঁর একটা মূল্যবান বক্তৃতাও স্মরণ করতে হয়। তখন পার্জের সময়। তখনই ষ্ট্যালিন সোজা পরিষ্কার ভাষায় বললেন: "রাষ্ট্রের সকল সম্পত্তির মধ্যে, তার নাগরিকের জীবনগুলিই সব চাইতে মূল্যবান।"

অনেকে মনে করেন যে ষ্ট্যালিনের ব্যক্তিগত জীবন স্পার্টান সুলভ সরল এবং নিপীড়িত রুশ জনগণের সেবায় নিয়োজিত ও আত্মবলিদানে মহিমান্বিত। স্পার্টান সুলভ সরলতাটি তাঁর বাইরের একটি নিখুঁত মুখোস।

চরম রাজতন্ত্রের দেশেও রাজকীয় ব্যয়ের হিসাবটা সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়। অন্ততঃ জনসাধারণ জানতে পারে যে, তাঁদের রাজা কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করলেন। কিন্তু ষ্ট্যালিন রুশ জনসাধারণের অর্থ কি ভাবে কি ব্যয় করেন এ সম্পর্কে কোন সংবাদ কোনদিন বেরোয়নি। যে রুশ জনসাধারণের থেকে অর্থ আদায় করা হয় তাদের কোন অধিকার ছিল না এ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার, এমন কি কিভাবে কত খরচা হল তা' জানারও। "বিশ্রামাবাস"গুলো ছিল তাঁর বিভিন্ন বাসস্থান, যেগুলো আসলে ছিল ষ্টেট রেষ্ট এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের সম্পত্তি। তাঁর ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য নির্ম্মিত রাস্তাঘাটগুলি রাষ্ট্রের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিসাধনকল্পে রক্ষিত অর্থ ভাণ্ডার থেকে অর্থ নিয়ে করা হয়েছিল। তিনি যেসব গাড়ী চড়তেন সেগুলোও রাষ্ট্রের সম্পত্তি ছিল। তাঁর সম্পর্কিত সকল ব্যয় বাজেটে জনসাধারণের উন্নতিকল্পে মোট ব্যয়ের মধ্যে ধরা হত। এজন্যে মস্কোর জনসাধারণ যখন ষ্ট্যালিনের ঘোষণা পাঠ করত যে তিনি "একটি দেশে

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন” তখন তারা কানাঘুষো ক'রে বলত যে, ষ্ট্যালিন ঠিকই বলেছেন—“শুধু একটি মাত্র দেশেই নয়, শুধু একটি মাত্র ব্যক্তির জন্যেও বটে।”

তাঁর জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা গ্যারেজে সব সময়ে ডজন ডজন রোলস্ রয়েস্, প্যাকার্ড, ক্যাডিলাক এবং লিঙ্কন ভর্ত্তি থাকে আর ঐ সব গাড়ীতে সোফার দিন রাত বসে থাকে আদেশের অপেক্ষায়। তিনি যখন ভ্রমণে বেরোন তখন তাঁর স্পেশাল ট্রেনটির আগে পেছনে আরও অনেক-গুলো ট্রেন যায়। নির্দ্দিষ্ট দূরত্বে পর পর সারা পথব্যাপী থাকে পাহারা-দারেরা। স্বাস্থ্যকর স্থানে একটা বাসগৃহের বদলে কৃষ্ণসাগরের উপকূলে তাঁর বাসের জন্য চারটে প্রাসাদোপম অট্টালিকা আছে এবং ব্যবহৃত হয় তাঁর বিশেষ প্রয়োজনে। এগুলোর সব সময়েই তত্ত্বাবধান করা হয় বিরাট পরিচালকবর্গ বাহিনীর দ্বারা। এর মধ্যে সোচীতে অবস্থিত প্রাসাদটি সরকারী তালিকায় “৭নং গভর্ণমেণ্ট গ্রীষ্মাবাস” হিসাবে পরিচিত ছিল। ১৯৩৫ সালে আমি ওখানে গিয়েছিলাম। এটা ছিল বিশ্রামাবাসগুলার মধ্যে সবচেয়ে পুরানো এবং কম জাঁকজমকপূর্ণ। সৌন্দর্য্যে এবং সাজ-সজ্জায় ফ্লোরিডা বা ক্যালিফোর্ণিয়াস্থিত কোন আমেরিকান ব্যবসায়ীর জাঁকজমকপূর্ণ বাসগৃহের চাইতে বেশী কিছু নয়। এটা ছিল বিখ্যাত মাথজেষ্ট (Matzest) গন্ধক ঝরণাগুলোর কাছে একটা পাহাড়ের ওপরে। এই ভিলার সংলগ্ন বিশেষভাবে নির্ম্মিত স্নানাগারটিতে ঐ ঝরণা গুলো থেকে জল সরবরাহের বন্দোবস্ত আছে। পাহাড়ের উপরটা একটা পার্কে পরিণত করা হয়েছে এবং বিশেষ এক জি. পি. ইউ বাহিনী সব সময় একে পাহারা দিচ্ছে। তাদের এবং পরিচারকদের থাকবার ঘরগুলো ঠিক প্রবেশ পথের মুখে গেটগুলোর ভেতরে। তারপর পাহাড়ের আরেকটু উপরের দিকে উঠলে দেখা যাবে পঁচিশ ত্রিশটি গাড়ী থাকবার উপযোগী বিরাট গ্যারেজ। আরও ওপরে ষ্ট্যালিনের গৃহের আরও কাছে গেলে

দেখতে পাওয়া যাবে ডিক্টেটরের অতিথিদের জন্যে নির্মিত তিনটি ভিলা—সঙ্গে টেনিস কোর্ট, স্কোয়াস কোর্ট এবং বিলিয়ার্ডের জন্য একটি গৃহ প্রভৃতি। ১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসে এগুলোর একটাতে আমি কয়েকটি আনন্দময় দিন কাটাবার সুযোগ পেয়েছিলাম। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন, কৃষিদপ্তরের পিপল্‌স্ কমিসার আইভানভ, এঁকে ১৯৩৮ সালের মস্কো বিচারের পর গুলী করে মারা হয়। শ্বেত রাশিয়ার সেণ্ট্রাল কমিটির সম্পাদক ঘিকালো, এঁকে পরে "জনগণের শত্রু" বলে পার্জ করা হয়; সোভিয়েট কণ্ট্রোল কমিশনের সহ-সভাপতি জাম্বার বাইলেস্কী যিনি পার্জের কালে অদৃশ্য হয়ে যান; আর ছিলেন আবখাসিয়া সরকারের সভাপতি নেস্তর লাকোবা এবং তাঁর ভ্রাতা। দুই ভাই'এর, একজনকে পার্জের সময় গুলী করে মারা হয়, অন্যজন প্রায় সেই সময়ই স্বাভাবিক ভাবে মারা যান।

আমার ধারণা আবখাসিয়া অঞ্চলে গ্যাগ্রী যাওয়ার পথে উঁচু পাহাড়ের উপর ষ্ট্যালিনের অন্যতম ভিলাটি বোধ হয় বার্থেটেসগ্যাডেনে হিটলারের "ঈগল ইসারী"র অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। এটি ষ্ট্যালিনের বিশেষ প্রিয় ছিল না। সম্প্রতি কৃষ্ণসাগরতীরে 'জেলয়নী মিস্'এ অনেকখানি খোলা জায়গা নিয়ে একটি বিস্তৃত উদ্যান রচনা করেন এবং সেখানে আর একটি বাসগৃহ তৈরী করেন। সে 'পার্ক অঞ্চলে' জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। সুন্দর দৃশ্যাবলী এবং ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ পার্কটি সুদ্ধ এষ্টেটটী (Estate)-কে রুশ জনসাধারণের কাছে গোপন করে রাখা হয়। দৃশ্যসজ্জা, প্রাসাদ প্রভৃতিতে কত ব্যয় হয়েছিল তার সঠিক অঙ্ক আমার এখন মনে পড়ছে না, তবে জমির বিপুলতার হিসেবে আমার ধারণা হিয়াষ্ট স্থিত সান সিমিয়ন-এর 'প্রাসাদ তৈরীর খরচ' জেলয়নী মিস্-এর প্রাসাদের চাইতে বেশী হয়নি! ক্রিমিয়ার উপকূলে ষ্ট্যালিনের অবকাশ যাপনের চতুর্থ একটি প্রাসাদ ছিল।

আমি শুনেছিলাম যে এই সব বাসস্থান কটিই গোচীরটির মত অবসর বিনোদনের সকল উপকরণে সুসজ্জিত। সেখানে বিলিয়ার্ড-গৃহ, সিনেমাহল থেকে আরম্ভ করে ভাল জাতের তেজী ঘোড়া সমেত আস্তাবলও ছিল। ষ্ট্যালিনের বিশেষ প্রিয় হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় বাদ্যযন্ত্রগুলি। পিয়ানো, গ্রামোফোন, রেডিও সব কিছুই তাঁর আছে। মাঝে মাঝে সন্ধ্যেবেলায় তিনি তাঁর এইসব সম্পত্তি অতিথিদের দেখিয়ে খুব আনন্দ পেতেন। বৈদেশিক বাণিজ্য কমিসারিয়েটের বিদেশস্থিত প্রতিনিধিদের ওপর স্থায়ী আদেশ ছিল যে, তারা যেন ডিক্টেটারের বাসভবনগুলিতে ব্যবহারের জন্য নতুন নতুন মডেলের মাল সংগ্রহ করে পাঠায়। আমার মনে পড়ছে ১৯৩১ সালে আমায় একবার এমনি ঝামেলা পোয়াতে হয়েছিল। তখন আমি ইটালীতে আমাদের বাণিজ্য-প্রতিনিধির ওখানে কাজ করতাম, তখন আমাকে বিভিন্ন ইটালীর সুর-শিল্পীর রেকর্ড সংগ্রহ করার ঝামেলা পোয়াতে হয়েছিল।

মস্কোর নিকটবর্ত্তী ষ্ট্যালিনের অন্যান্য বাসগৃহগুলি এতটা জাঁকালো ছিল না। কয়েক বছর আগে তিনি গোর্কীতে একটা অনাড়ম্বড় গৃহে বাস করতেন। সেই গৃহে এক কালে লেলিনও থাকতেন। ষ্ট্যালিনের জন্যে লেনিনের বিধবা স্ত্রীকে অন্যত্র যেতে বাধ্য করা হয়েছিল। এখন অবশ্য গোর্কীকে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে, এবং ষ্ট্যালিন নিজের জন্যে গ্রামাঞ্চলে আর দুটো বাসস্থান করিয়েছেন। তার মধ্যে বরভিখীর আবাস তাঁর বেশী প্রিয়। এই বাসগৃহগুলো ঘেরা থাকত তাঁর তাঁবেদারদের ভিলাগুলো দিয়ে।

বিদেশী ভ্রমণকারীরা অনেক সময় মস্কো নগরীর উন্নতির কথায় বিস্ময় প্রকাশ করেন। তাঁরা ঐতিহাসিক স্তম্ভগুলো সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না। উদাহরণ স্বরূপ সুখারেভ্‌কা টাওয়ার-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। ওটাকে বিনা কারণে ধ্বংস করা হয়েছিল। তাঁরা একথাটি জিজ্ঞেস করতে

ভুলে যান যে প্রগতির দিক দিয়ে মস্কোর কলঙ্ক স্বরূপ ঐ বস্তীগুলোকে ধ্বংস করে কি সেখানে সভ্যদেশের শ্রমিকের উপযোগী বাসভবন নির্ম্মাণ করা বেশি দরকার ছিল না ?

তাঁরা এ জিনিসটা কখন লক্ষ্য করেন না যে এ সকল উন্নতি প্রধানত দ্রুত-গতি মোটর চলাচলের সুবিধার জন্যে এবং পুলিশ পাহারার সুবন্দোবস্তের জন্যই করা হয়েছে। সেই সব এভিন্যু গুলোই শুধু মাত্র নির্ম্মাণ করা হয়েছে যেগুলো সহরের মধ্য থেকে গিয়াছে মোজাইস্ক রোড, ভসডিঝেন্স্কা এবং আর্ব্বাট অভিমুখে অর্থাৎ আসলে ক্রেমলিন থেকে বরভিখীতে যেতে যে সব রাস্তার ওপর দিয়ে ষ্ট্যালিনের গাড়ীকে যেতে হয়। মোটর চলাচলের জন্য আদর্শ বারটি রাস্তা বিভিন্ন কয় দিকে প্রসারিত হয়েছে। কোনটিরই দৈর্ঘ্য পঁচিশ মাইলের বেশী নয়। এবং সারা রাশিয়ার মধ্যে এগুলোই হচ্ছে সত্যিকারের ভাল রাস্তা। শহরতলীগুলির অধিবাসী সরকারী কর্ম্ম-কর্ত্তাদের সুবিধার জন্যেই ঐ রাস্তাগুলো তৈরী হয়েছিল। ভিলা ছাড়িয়ে ভেতরের দিকে গেলে আবার পুরনো জার-আমলের রাস্তাগুলো দেখতে পাওয়া যাবে—যেগুলোর ইঞ্জিনীয়ারিং কর্ম্ম-নৈপুণ্যের জন্য কোন রাশিয়ানই গর্ব্ব অনুভব করবে না।

মস্কো সোভিয়েটে এক আইন করে বরভিখীর গাছপালায় পরিপূর্ণ নদী-উপকূলবর্ত্তী একটি অংশকে আলাদা করে রাখা হয়েছে। সেখানে গৃহনির্ম্মাণ এবং স্নানাদি সব কিছু বেআইনী। কারণ দেখানো হয়েছে যে, মস্কোয় নদীর যে জল যাবে সেটা যেন কলুষিত না হয়, সেইজন্যই এই ব্যবস্থা। এই এলাকার শত শত গ্রামবাসীকে উৎখাত করা হয়। সাধারণ নাগরিকের সেখানে বেড়াবারও অধিকার ছিল না। আমি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবতাম, বরভিখীর ঐ অঞ্চলের ওপর বিশেষ করে, এত কড়া নিষেধাজ্ঞা কেন—যখন তার ওপর ও নীচের নদীতে স্নান করতে

দেওয়া হত এমন কি নদীতীরে শুতে পর্য্যন্ত দেওয়া হত? খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছিলাম যে ঐ পুরো জেলাটাই ছিল কেন্দ্রীয় কমিটি এবং জি, পি, ইউ'র কর্ম্মকর্ত্তাদের ভিলার জন্য সংরক্ষিত। এই ভিলাগুলো সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে ডিক্টেটারের বাসগৃহটি ঘিরে রাখত।

এই ভিলাগুলোর একটিতে আমি একবার আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। আমাদের মোটরগাড়ী এমন একটি অঞ্চলে প্রবেশ করল যেটিকে দেখে মনে হচ্ছিল বিরাট এক জমিদারী এলাকা। ত্রুটিশূন্য তার রক্ষণাবেক্ষণ এবং পাহারার ব্যবস্থা। প্রত্যেক মোড়ে নিখুঁত ইউনিফর্ম পরিহিত সাদা দস্তানা-হাতে পুলিস আমাদের পাসগুলো পরীক্ষা করছিল। সবচাইতে গোপনীয় অঞ্চলটিতে আমার বন্ধুরও প্রবেশাধিকার ছিল না। রাস্তাগুলো ছিল অবিশ্বাস্যরকম পরিচ্ছন্ন এবং একেবারে ফাঁকা। মাঝে মাঝে একটা দুটো সৌখীন গাড়ীকে আমরা অতিক্রম করে যাচ্ছিলাম। দৃশ্যাবলীকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন এখানে সযত্নে প্রচুর আলোহাওয়া খেলবার পরিষ্কার রাখার এবং কেটে ছেঁটে ঝরঝরে রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমার বন্ধুটির ভিলা পার্শ্ববর্ত্তী যে কোন য়ুরোপীয় রাজধানীর ধনী পাড়ার বাসগৃহগুলির চাইতে কোন অংশেই কম ছিল না। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে ভিলাটি নির্ম্মিত এবং সজ্জিত হয়েছিল। দালান, বারান্দা, টেনিস কোর্ট, লন এবং একটি করে ব্যক্তিগত পার্ক প্রভৃতি ছিল ভিলাগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

আমার বন্ধু ভিলাটির সত্যিকার মালিক ছিলেন না। এটা কেন্দ্রীয় কমিটির ১০ নম্বর ভিলা নাম পরিচিত ছিল। তবু সেখানকার সুখী অধিবাসী পরিপূর্ণ ভাবেই সেটা উপভোগ করতে পারেন কিন্তু তা কতদিন? যতদিন তাঁর সেখানের আয়ু ফুরোয়, ততদিন—অথবা যতদিন তিনি না উপরওয়ালার বিষ নজরে' না পড়ছেন,

ততদিন। বিষনজরে পড়ার অর্থ তাঁর এখানকার লীলাখেলাও শেষ হয়ে যাওয়া।

১৯৩৫ সালের অক্টোবর অটো-মটো-এক্সপোর্ট থেকে আমার পদ-ত্যাগপত্র চূড়ান্ত ভাবে গৃহীত হওয়াতে এথেন্স-স্থিত দূতাবাসে আমাকে ফার্ষ্ট সেক্রেটারী হিসেবে নিযুক্ত করা হল এবং সেই বছরের ডিসেম্বরে আমি গ্রীস অভিমুখে রওনা হয়ে গেলাম।

এথেন্সে বাসের সময় সপ্তাহের কাজের দিনগুলিতে সন্ধ্যায় আমার ঘরে যখন একা বসতাম তখন মনের মধ্যে বিষণ্ণ চিন্তা ভীড় করত। আমি পড়াশুনা করতে চেষ্টা করে দেখেছি, ভ্রমণ করতে বেরিয়েও দেখেছি, বিমর্ষতাটাকে কখনও ঝেড়ে ফেলতে পারিনি। অপরাপর ব্যক্তির সঙ্গ লাভের জন্য গ্রীশের বুদ্ধিজীবী সমাজের বন্ধুদের সঙ্গে আমি ভ্রমণে বেড়াতাম। এই উপলক্ষে এথেন্সের সহরতলীর রেস্তোঁরা, ছোটখাট সরাইখানা প্রভৃতিতেও আমরা গিয়েছি।

সোভিয়েট-সংবাদ পত্রগুলি দেশের সত্যিকারের ঘটনাবলী সম্পর্কে এত কম সংবাদ দিত যে, ১৯৩৬ সালের অশুভ বছরটির প্রথমার্দ্ধ আমাদের কাছে একেবারে নির্জীব নির্ব্বিকারভাবে কেটে গেছে। আমি মনকে বোঝাচ্ছিলাম যে রাশিয়ায় বোধহয় স্বাভাবিক জীবনের চাঞ্চল্য আবার ফিরে এসেছে। তবে এটা নিশ্চিত যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার তিক্ত অভিজ্ঞতার পুরনো ক্ষত নিরাময় হতে আরও সময় লাগবে। এও জানি যে, ইচ্ছে করেই নিজেকে ঠকাচ্ছিলাম। ইচ্ছে করেই ভুলে গিয়েছিলাম, যা নিজে দেখে এসেছি। এক কথায় আমি ভাবের ঘরে চুরি করছিলাম।

আগষ্ট মাসে একদিন আমাদের ওপর বিনামেঘে বজ্রপাত হল। রেডিও এবং মস্কোর সংবাদপত্রগুলির ঘোষণায় জানা গেল যে জিনোভিভ,

কামেনেভ এবং "সোভিয়েট-বিরোধী সন্ত্রাসবাদী দপ্তর"-এর আরও ১৪ জন সদস্যের বিচার পাঁচদিনের মধ্যেই শুরু হচ্ছে। কিরভের হত্যার জন্য "নীতিগত ভাবে দায়ী" সাব্যস্ত হয়ে এই দুজন ভূতপূর্ব্ব পার্টিনেতা ইতিমধ্যেই অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার পেয়ে গেছেন। তাঁরা নিজেরা দশবছর কারাবাসের আদেশ লাভ করেছেন এবং তাঁদের রাজনৈতিক বন্ধুদের হাজারে হাজারে করা হয়েছে গ্রেপ্তার, দেওয়া হয়েছে নির্ব্বাসন। কিরভের শবের পায়ে উৎকৃষ্ট বলিদান হিসেবে যথেষ্ট বলেই মনে হচ্ছিল। অন্ততঃ আমি ভীষণ ভীত হয়ে পড়েছিলাম এবং খুব অসুস্থও বোধ করছিলাম। বোধ হয় আমার অন্যান্য সহকর্ম্মীদের অবস্থাও আমারই মত হয়েছিল। কিন্তু এর কোন শেষ ছিল না। ষ্ট্যালিন সেই ভূতটাকেই আবার টেনে বার ক'রে তাঁর নিরস্ত্র এবং অনুতপ্ত সমালোচক ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে খাড়া করেছেন। মস্কোর সংবাদ পত্রগুলির প্রবন্ধগুলো পড়লে এ বিচারের ফলাফল সম্পর্কে আর কোন সন্দেহই থাকেনা। প্রতিটি ছত্র মৃত্যুদণ্ডের প্রতিই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করছিল! কিন্তু দূতাবাসের কেউই আমরা এসব বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। কোবেট্স্কী এককালে জিনোভিভের সেক্রেটারী এবং একান্ত অনুগামী ছিলেন, তিনি দিনকে দিন যেন জুড়িয়ে যাচ্ছিলেন। এমনিতে তিনি অত্যন্ত বেশী কথা বলতেন কিন্তু এখন যেন সব সময়েই একটা বিষণ্ণ-গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে চলছিলেন, আবার কখনও বা একেবারে চুপ মেরে ধূমপান করতে করতে একা বসে বা রেডিও শুনে কাটিয়ে দিতে লাগলেন। বিচার যতই এগিয়ে আসছিল দূতাবাসের সকলের মানসিক আবহাওয়াটা ক্রমেই যেন ততই একটা দুঃস্বপ্নে পরিণত হচ্ছিল। ঘটনা এবং যুক্তির দিক থেকে সমস্ত ব্যাপারটি আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য; অসংলগ্ন পাগলামী বলে মনে হচ্ছিল। এবং এসম্বন্ধে আমরা কেহই আর উচ্চবাচ্য করছিলাম না।

জিনোভিভ, কামেনেভ, স্মিরনভ এবং আরও তেরজন ব্যক্তি প্রকাশ্যে নিজেদের কতকগুলো একেবারে অবিশ্বাস্য এবং মারাত্মক অপরাধে অপরাধী বলে স্বীকার করেছেন, আমরা অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে পড়লাম। স্বীকারোক্তিগুলো পরস্পর ভুলে, বিরোধী মন্তব্যে জটিল এবং সম্পূর্ণভাবে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। কোন ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়নি বা কোন দলিলপত্রও দাখিল করা হয়নি। কিরভের হত্যার তদন্তের "ন্যায়বিচার" প্রথা ও আসল তথ্যের সঙ্গে যাঁর একটুও সংস্পর্শ আছে তিনি কখনও ষ্ট্যালিনকে হত্যার জন্য এবং বিদেশী সাহায্যে রুশ সরকারেকে উচ্ছেদ করার জন্য গঠিত "লেনিনগ্রাড্ কেন্দ্র" এর কথাগুলো—এত অবলীলাক্রমে অভিযুক্তদেরই মুখ থেকে বেরিয়ে আসাটা—একটা হাস্যকর ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই মনে করবেন না। ব্যাপারটা আরও দুঃখজনক হয়ে উঠল যখন এই নির্লজ্জ দৃশ্যের মধ্যে মধ্যে মুহূর্তের জন্য মর্ম্মান্তিক সত্য প্রকাশ পাচ্ছিল।

স্মিরনভ তাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট ভূমিকাভিনয়টা খানিকক্ষণের জন্য ভুলে গিয়ে সওয়ালের জবাবে, গোলমাল করে ফেললেন।

সরকারী কৌসুঁলীর প্রশ্ন: "আপনি কেন্দ্র ("লেনিনগ্রাড কেন্দ্র") থেকে কবে বেরিয়ে এসেছেন?"

উত্তর: "আমি সেখান থেকে বেরোবার কথা ভাবি নি, কারণ এরকম কোন কিছু ছিলই না।"

ভিসিনিস্কি আশ্চর্য্য হয়ে আবার চেপে ধরলেন; "এই কেন্দ্রের কি অস্তিত্ব ছিল না?"

ক্লান্তভাবে স্মিরনভ বললেন: "আপনি কিসের কথা বলছেন?"

কিন্তু এসব মানবীয় বিরতি খুবই কম, আবার বিভীষিকা শুরু হত। অর্দ্ধ-প্রতারণামূলক এবং অর্দ্ধ-উন্মাদ প্রলাপ চলতে থাকল। আমাদের মত পুরনো পার্টি-সদস্যদের কাছে এসব বিচারগুলো ছিল রূপকথার

মতই অবিশ্বাস্য। স্বীকারোক্তিগুলো বিশ্বাস করার কোন প্রশ্নই ছিল না। এসব লোক গুলোকে আমরা জানতাম, বিপ্লবের কাল থেকে, গৃহ যুদ্ধের কাল থেকে আমরা এদের সঙ্গে কাজ করে আসছি। আমরা এও জানতাম, যে-সব অপরাধের জন্য স্বীকারোক্তিগুলি তৈরী, সোভিয়েট শাসনে সে-সব অপরাধ করা সম্ভব নয়। কিন্তু এ সকল রূপকথা আমাদের মনে বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য রচিত হয়নি, অতীত-সম্পর্কে-অজ্ঞ নতুনরাই ছিল এর দর্শক। তারা বাধ্য হয়েই বিশ্বাস করত। কারণ স্বীকারোক্তিগুলো এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ বর্ণনা-যুক্ত অভিযোগ ছাড়া তাদের আর কিছু পড়বার ছিলনা। কাগজে ছিলনা কোন সমালোচনামূলক মন্তব্য। সাময়িকীতে ছিলনা কোন প্রবন্ধ, প্রকাশ্যে জনসভায় ছিলনা আলোচনা, ছিলনা কোন ব্যক্তিগত কথাবার্ত্তায় এসব ব্যাপারের উল্লেখ ছিল শুধু বন্ধ দরজার ভিতরে ফিস্‌ফিসানি। বর্ত্তমান আবহাওয়ায় মানুষ আমাদের মনে হচ্ছিল, নতুন সোভিয়েট নাগরিকরা নিশ্চয়ই এসব অবিশ্বাস্য কাহিনীগুলো বিশ্বাস করবে।

আমরা যেটা ভাবতে পারিনি সেটা হচ্ছে এই যে বাইরের জগত এ-সকল কাল্পনিক অভিনয়ে বিশ্বাস করবে। সত্যি সত্যিই এ সকল দেশে যথেষ্ট বয়স্কব্যক্তি এবং বাস্তব-বুদ্ধি ও শিক্ষা-সম্পন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিরা ছিলেন যাঁরা বুঝতে পারতেন এসবের সত্যিকার উদ্দেশ্যের কথা, পুলিশের সাজানো আবিষ্কারের কথা। কিন্তু আমরা ভুল করেছিলাম। ঠকবার জন্য লালায়িত "উদারপন্থী" সাংবাদিক এবং "সহানুভূতিশীলদের" সাহায্যে ষ্ট্যালিন, তাঁর ক্ষমতা-লাভের পথে সকল প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে নিপীড়ন-মূলক যুদ্ধকে "সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি"র বিরুদ্ধে ভূইফোঁড় এবং অশ্রুত-পূর্ব্ব বিশ্বাসঘাতকদের দমনকার্য্য বলে চালিয়ে দিলেন। "মস্কো বিচারে ভেতরের কথা"র ব্যাখ্যা করা হল অবিশ্বাস্য সারল্যের সঙ্গে। ট্রটস্কী ব্যক্তিগত ক্ষমতা লাভের জন্য মরীয়া হয়ে নাৎসী, ফ্যাসিবাদী এবং

জাপানী যুদ্ধবাজ্‌দের সঙ্গে মিলিত হয়ে ষ্ট্যালিনের শাসনের উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন। গণতন্ত্রের নতুন বন্ধু ষ্ট্যালিন ষড়যন্ত্রটি সময় মত আবিষ্কার করতে পেরেছেন। ট্রটস্কীর ঘৃণিত পরিকল্পনাকে যে তিনি কার্য্যকরী হতে দেন নি এজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানান উচিত।

কিন্তু এখন এথেন্সের কথায় ফিরে আসি। আমি সব সরকারী সংবাদে এবং বেতারে ঐ ষোলজনের বিচারের কথাগুলো পড়ছিলাম এবং শুনছিলাম মনের মধ্যে একটা চিরন্তন প্রশ্নকে জীইয়ে রেখে। স্বীকারোক্তিগুলো বিশ্বাস করব কিনা সে প্রশ্ন নয়। আমরা সবাই জানতাম যে স্বীকারোক্তিগুলো ষ্ট্যালিন এবং জি. পি. ইউ কর্ত্তৃক নির্দ্দেশিত। কিন্তু এই দানবীয় ব্যাপারের উদ্দেশ্যে তখন জানতে পারিনি, বুঝতেও পারিনি। আসল কি উদ্দেশ্য নিয়ে ষ্ট্যালিন আবার তাঁর ভীতি এবং ঘৃণার তাণ্ডব শুরু করেছেন—সোভিয়েট জনসাধারণের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে এবং সারা দুনিয়াতে তাদের হেয় প্রতিপন্ন করে ?

একটা কথা আমরা সবাই ভেবেছিলাম যে নিজেদের সম্বন্ধে মিথ্যা, হীন স্বীকারোক্তি করে এরা অন্ততঃ মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে বেঁচে যাবেন। তাঁরা কি লেনিনের বন্ধু এবং ষ্ট্যালিনের কমরেড ছিলেন না? বোধ হয় "পাগলা কুকুরে"র মত তাদের পথ থেকে সরিয়ে দিতে কেউ পারবে না।

একটা ভয়াবহ নীরবতা এসে আমাদের আচ্ছন্ন করে দিয়ে গেল, যখন আমরা রেডিওতে বিচারের রায় এবং মৃত্যুদণ্ডের কথা জানতে পেলাম। ফিসফিসিয়েও কিছু বলতে আমরা সাহসী হইনি। একে অন্যের দিকে তাকাবার ক্ষমতাও যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমি ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলাম। জানতাম যে এই হচ্ছে একটা যুগের বলশেভিক ইতিহাসের সমাপ্তি।

বেচারী কোবেঁটস্কী ! উনি জিনোভিভের সঙ্গে দৃঢ় বন্ধুত্ব এবং কর্ম্মসূত্রে

আবদ্ধ ছিলেন একথা আমরা সবাই জানতাম। সংবাদ শুনে ফ্যাকাশে মুখে বসে রইলেন তিনি—একেবারে যেন ভেঙ্গে পড়লেন।

কয়েকদিন পরে গ্রীস খবরের কাগজ গুলোতে মস্কোর সরকারী ঘোষণা প্রকাশিত হল যে দাভতিয়ান, রাস্কল্নিকভ্, কোবেটস্কী প্রভৃতি যে-সব রুশ কূটনৈতিকদের সুনাম এবং যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ আছে তাদের দেশে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। আমি কোবেটস্কীকে একখানা খবরের কাগজ এনে দেখলাম। তিনি কিছু বললেন না। তাঁর মুখমণ্ডলে একটা গভীর বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়ল। তিনি লিটভিনভকে একটা তার করে অনুরোধ করলেন, যে হয় এসব ভিত্তিহান বিবৃতির সরকারী প্রতিবাদ করা হোক অথবা তাঁকে অবিলম্বে দেশে ফিরবার আদেশ দেওয়া হোক। লিটভিনভ উত্তর দিলেন: "ওখানেই থাকুন এবং আদেশের জন্য অপেক্ষা করুন।"

আমাদের দৈনিক কাজকর্ম্ম স্বাভাবিক ভাবেই চলতে লাগল কিন্তু আমাদের মনের ওপর যে জগদ্দল পাথর চেপে বসেছিল তার কথা বর্ণনা করে বোঝাবার নয়।

প্রত্যেক ডাকেই লাইব্রেরিয়ান এবং পার্টি সেক্রেটারীদের প্রতি নির্দ্দেশসহ মস্কো থেকে কতগুলো বই'এর তালিকা এসে পৌছচ্ছিল— যেগুলো পুড়িয়ে ফেলতে হবে—সব ক্ষেত্রেই সে সব বই গুলোতে সেই বিশেষ বিশেষ মার্কসীয় দার্শনিকদের এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করা ছিল—সাম্প্রতিক বিচারের ফলে যাঁরা একটুও সংশ্লিষ্ট বলে প্রমাণিত হয়েছেন। গত পনের বছরের প্রত্যেক প্রথম শ্রেণী দ্বিতীয় শ্রেণী এবং এমন কি তৃতীয় শ্রেণীর বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যে কোন না কোন বিরুদ্ধবাদের সঙ্গে জড়িত আছেন বলে আমি কৌতুকের সঙ্গে ভাবতে লাগলাম যে তাহলে আমাদের লাইব্রেরীর তাক গুলোতে সাজাবার মত আর কি অবশিষ্ট থাকবে। যে কোন শ্রেষ্ঠ বই ভস্মীভূত

হওয়ার জন্য বুখারিন বা রাডেক অথবা প্রিয়ব্রাজেনস্কীর লিখিত একটা সামান্য ভূমিকাই যথেষ্ট ছিল।

আমি ভাবলাম, এ করে আমরা নাৎসীদের চাইতে অনেক বেশী এবং প্রচুর মার্কসীয় পুঁথি পুড়িয়ে ফেলব! এবং সত্যি সত্যি আমরা তাই করেছিলাম। এমনি কি মার্কসের নিজের লেখা অনেক বইও এই সঙ্গে চলে গেল, কারণ সেগুলো সম্পাদিত হয়েছিল মার্কস-লেনিন ইনষ্টিট্যুটের প্রতিষ্ঠাতা, বিখ্যাত মার্ক্সীয়দার্শনিক রিয়াজানভ কর্তৃক— যিনি কিছুদিন আগেই নির্ব্বাসিত হয়ে গেছেন। কামেনেভ সম্পাদিত "লেনিন রচনাবলী"র প্রথম সংস্করণের প্রচার নিষিদ্ধ হয়ে গেল কারণ তাতে তথাকথিত বর্ত্তমান "বিশ্বাসঘাতকদের" প্রশংসা ছিল।

নিজের বক্তৃতামালা এবং প্রবন্ধাবলীর এক নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন ষ্ট্যালিন নিজে, আর সঙ্গে সঙ্গে নীরবে পুরনো সংস্করণগুলো সকল বই-এর দোকান ও লাইব্রেরী থেকে অপসারিত করেন।

বিচারে'র সময় পার্টির নতুন নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী ষ্ট্যালিনের পূর্ব্বের কোন উক্তির কথা উল্লেখ করার দুঃসাহস কারুর হয়নি।

মর্ম্মান্তিক আগষ্ট বিচারের পর আমাদের দৈনন্দিন কূটনৈতিক কাজ-কারবার একেবারে কমে গেল বা প্রায় বন্ধই হয়ে গেল। চিঠিপত্রে আমরা সাধারণ রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কোন সংবাদই পাচ্ছিলাম না। সমসাময়িক ঘটনাবলী বা সরকারী কার্য্যের কোন ব্যাখ্যাও আমাদের কাছে পাঠানো হচ্ছিল না। আমি লক্ষ্য করে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হচ্ছিলাম যে ইটালী-ইথিওপিয়া বিরোধের সময় যদিও সোভিয়েট ইউনিয়ন সরকারীভাবে ইথিওপিয়ার প্রতিই সমর্থন জানিয়েছে তথাপি ইটালীকে তৈল সরবরাহও করে গেছে অব্যাহত ভাবে, এর জন্যে আমাদের কাছে এরূপ কার্য্যের কোনরূপ ব্যাখ্যা না করেই। স্পেনে শুরু হল গৃহ-যুদ্ধ। প্রথমে আমাদের সরকার এমন কোন কাজ

করল না যাকে স্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করে বলা যায় যে আমরা সাধারণ-তন্ত্রের সমর্থকদের চূড়ান্তভাবে সমর্থন করছি। এরও কোন সরকারী ব্যাখ্যা আমরা পাইনি।

দ্বিতীয় বিচার বা পিয়াটাকভ বিচারের তিন সপ্তাহ আগে ছুটি কাটাতে আমি মস্কোয় এসেছিলাম। এসে দেখলাম, এমনি কি ঘনিষ্ঠ আলাপ আলোচনার মধ্যেও কেহই রাজনীতি নিয়ে কিছু বলেন না। আমার বহু বন্ধু-বান্ধব, বিশিষ্ট ব্যক্তি রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য বা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। কারো সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলার সময় যদি আমি ভুল করে তাঁদের কারো উল্লেখ করতাম, তাহলে সবাই যেন কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়তেন। কেউ কেউ এমন ভাব দেখাতেন যেন শুনতেই পাননি। মারাত্মক রোগে আক্রান্ত লোকেরা যেমন শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিস্ফল আশা আঁকড়ে থাকে, তেমনি বিশিষ্ট কম্যুনিষ্টরা বিশ্বাস করতেন যে শেষ পর্য্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে এবং যে যা কাজ কচ্ছিলেন তাতেই ডুবে থাকতেন।

জিনোভিভ বিচারে নতুন নীতি গ্রহণের জন্য এবং আগামী বিচার গুলো থেকে সমস্যা দূর করার জন্যে এই ভ্রান্তধারণার প্রয়োজন ছিল যে বিদেশী সরকাররা পরাজিত বিরোধীদের ঘুষ দিয়ে এবং তাদের সঙ্গে ষড়-যন্ত্র করে সোভিয়েট সরকারের উচ্ছেদ সাধনের জন্য চূড়ান্ত চেষ্টা করছে। —জনসাধারণকে যে করেই হোক বোঝাতে হবে যে দেশ বিদেশী গুপ্তচরে পরিপূর্ণ এবং যে কোন ব্যক্তিই শত্রুর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে ও গোপনে দেশে ধনতন্ত্রের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ফলে, কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে সংবাদপত্র, রেডিও, থিয়েটার, বই এর দোকান—সর্ব্বপ্রকার প্রচার যন্ত্রই গুপ্তচর কাহিনী-প্রচারের মাধ্যমে পরিণত হল। প্রাভদা এবং ইজভেস্তিয়ার প্রতিটি সংখ্যায় গুপ্তশত্রু সম্বন্ধে একটা না

একটা প্রবন্ধ থাকতই এবং সর্ব্বদাই শেষ হত সকলকে সতর্ক থাকতে আহ্বান করে। নানা রকমের গুপ্তচর-বাতিক দেশে ছড়িয়ে পড়ল। জনসাধারণ প্রতিটি বিদেশীকে, এমন কি কম্যুনিষ্ট এবং বিপ্লবী আশ্রয়-প্রার্থীকে—যাঁরা পনের বছর ধরে সোভিয়েট ইউনিয়নে বাস করছেন তাদের পর্য্যন্ত গুপ্তচর বলে সন্দেহ করতে লাগল। বিদেশীদের সঙ্গে পরিচয় করতে জনসাধারণ অত্যন্ত ভয় পাচ্ছিল। কারো নামে বিদেশ থেকে পোষ্টকার্ড আসাও বিপজ্জনক ছিল। বহু বিদেশী পরিব্রাজক রাশিয়ার এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন, কিন্তু কেউই এর উৎস জানতে পারেননি। পুরনো বলশেভিক পার্টির ওপর ষ্ট্যালিনের রক্তাক্ত নিপীড়ন বা উচ্ছেদ-প্রক্রিয়াকে গোপন করার জন্য জবরদস্তি স্বীকারোক্তি এবং বিভীষিকাময় বিচার প্রহসনগুলির উপযোগী পরিবেশ-সৃষ্টির জন্য এবং প্রয়োজন হয়েছিল।

একটি করে বছর কাটছে আর সৃষ্টিধর্ম্মী শিল্পের ওপর একনায়ত্বের ছায়া গাঢ়তর হচ্ছে। এক বছর অনুপস্থিতির পর এই ব্যাপারটা আমার কাছে অত্যন্ত মারাত্মকভাবে উদঘাটিত হল। আবহাওয়া অত্যন্ত নিঃশ্বাস-রোধকারী হয়ে উঠেছিল। প্রতিদিনের সৃষ্টিতে নীতি-নির্দ্ধারণের নির্দ্দেশনামা দেশের সমগ্র শিল্পী-জীবনকে নৈতিক ধ্বংস এবং নীরস সৃষ্টির পথে ঠেলে দিচ্ছিল। আত্ম-অবমাননা গৌরবের স্থান অধিকার করলে আর মধ্য স্তরের প্রতিষ্ঠা শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হতে থাকল। ক্রেমলিনের অন্ততঃ সামান্যতম সমর্থনহীন শিল্পী-জীবনের কথা কল্পনারও বাইরে ছিল।

একের পর এক, এককালের বিখ্যাত লেখকেরা, নেতার খেয়াল খুশীতে বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যেতে লাগলেন। এককালে ঘোষিত "সোভিয়েট সাহিত্যের-জনক" পিলনিয়াকের সাহিত্যের প্রকাশ

বন্ধ হয়ে গেল। কয়েক বছর আগের সোভিয়েট সাহিত্যের দিগ্‌দর্শনে শুধু মাত্র তাঁর নামোল্লেখের জন্য কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়েছে। বর্ত্তমান সরকারী মতে পিলনিয়াক মোটে লেখকই ছিলেন না—এই মতটা আরও বহু সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে খাটে, যাঁদের বই এককালে লক্ষ লক্ষ কপি পর্য্যন্ত বিক্রী হয়েছে। অন্যদিকে যে সব সাহিত্যিকদের নাম সম্পূর্ণ অন্ধকারে ছিল তাঁরা হঠাৎ বিশিষ্ট হয়ে উঠলেন। মায়াকভস্কীকে দু'তরফের ভাগ্যকেই বরণ করে নিতে হয়েছিল। সরকারী সমালোচকদের মনোভাবই তাঁর মনোভঙ্গ জনিত আত্মহত্যার অন্যতম প্রধান কারণ। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পরে হঠাৎ ষ্ট্যালিন ঘোষণা করে বসলেন যে মায়াকভস্কী ছিলেন রাশিয়ার শ্রেষ্ঠতম কবি। মস্কোর একটা স্কোয়ার তাঁর নামে রাখা হল। একটি রঙ্গমঞ্চ এবং যৌথখামারেরও নাম করণ হল তাঁর নামে।

রাশিয়াতে সাহিত্যিক যশোলাভের জন্য ক্ষমতার প্রয়োজন ছিল—একথা বললে মিথ্যে বলা হবে। প্রতিযোগিতা আসলে লেখার মধ্যে ছিল না। প্রতিযোগিতা ছিল ডিক্টেটরের তোষামোদ করার মধ্যে। প্রতিভাই তার আসল কথা ছিল না, সংবুদ্ধি বা সম্মানজনক গাম্ভীর্য্যও নয়। আসল কথা ছিল ডিক্টেটরকে তুষ্ট করতে কে কত গলাবাজী দেখাতে পারেন। "বিখ্যাত কবি" কোলচেভ-এর কথাই ধরা যাক। এই ভদ্রলোকটি জীবনে কোনদিন পড়বার মত কোন কবিতা লেখেন নি এবং লিখবেন বলে মনেও হয় না। তবুও হঠাৎ সব সমালোচকরা ঘোষণা করে দিলেন যে সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রেষ্ঠ কবি হচ্ছেন তিনি। কেন? কারণ যে শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি তাঁকে রাতারাতি যশস্বী করে তুলল সেটা রাষ্ট্রের ১৬৭টি অর্থাৎ সবকটি ভাষায় আবৃত্তি করা হয়েছে। এটা মুখস্থ ছিল প্রত্যেকের—রাজপথের ঝাড়ুদার থেকে মেরু অভিযাত্রী পর্য্যন্ত, আবার গুম্ফ-শ্মশ্রু বিবর্জিত তরুণ থেকে আরম্ভ করে দাড়িওলা অধ্যাপকদেরও। এটা রেডিওতে পড়ে শোনানো হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ

কপি ছাপিয়ে বিক্রি করা হয়েছে। কোলচেভের শ্রেষ্ঠ কীর্তিটির একট হুবহু অনুবাদ এখানে দিচ্ছি।

বুড়েনী হাসলে পরে,
বরফ গলে ডনে;
বুড়েনীর মুখের হাসি
মেপ্‌ল ফোটায় বনে।
ভরোশিলভের হাস্যাধরে
সূয্যি ঠাকুর জ্বলে,
বসন্তের আগমনী
তাঁরই হাসির ফলে।
কবির কলম স্তব্ধ যখন
হাসেন মোদের ষ্ট্যালিন
তাঁহার মুখের হাসি যে গো
সব তুলনা-বিহীন।

এখানে আরেকটা ষ্ট্যালিন-স্তুতির উল্লেখ করছি। লিখেছেন সার্জী মাখালকভ এবং ইজভেস্তিয়াসহ দেশের সব খবরের কাগজেই ষ্ট্যালিনের ৬০তম জন্মদিনে প্রকাশিত হয়েছে।

নিশীথ সুপ্তির মাঝে মগ্ন যবে মস্কো মহাপুরী
রাত্রি-অবসান তারা জ্বলে যবে তুষার-উপরি,
ষ্ট্যালিন জাগ্রত শুধু কৃপাময় সতর্ক প্রহরী
নিদ্রাহীন জ্বল জ্বল চক্ষু তার সারারাত্রি ধরি।

সত্যব্রত মহাবীর দৃঢ়শ্রমে সদাক্লান্তি-হীন
সারা পিতৃভূমি যাঁর দৃষ্টি মাঝে হয়ে আছে লীন;

অবিরাম চিন্তা তাঁর—আমাদের; ক্লান্তি কভু নাই
দয়াপরবশ হস্ত প্রসারিত রক্ষা করে তাই।

অতিক্রমি উপত্যকা পাহাড় পর্ব্বত রাখি পিছে
রাখাল পাঁচনি হাতে পশুদের যেথা চরাইছে;
সেও যদি লেখে চিঠি ষ্ট্যালিনের কাছে
ষ্ট্যালিন নিজ জবাব দেবেন একথা নয় মিছে।

'ইজবা'র অভ্যন্তরে নির্জন একাকী থাকে
বৈকালের পথ মাঝে পীড়িত হয়ে ধুঁকে,
ভয় নাই, ভয় নাই, ষ্ট্যালিনের অজানা তা' নহে
তোমাকে জানেন তিনি, কিছুই অজ্ঞাত নাহি রহে।...

বিখ্যাত কবি লারমণ্টভ্'এর শতবার্ষিক-স্মৃতি দিবসে কি ভাবে তাঁর স্মৃতি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয় সে সম্পর্কে, সে বছরে মস্কোতে একটা গল্প ছড়িয়ে পড়েছিল। স্মৃতিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচনের জন্য বিশিষ্ট সব রাশিয়ানরা সমবেত হয়েছিলেন। গান-বাজনা, বক্তৃতা সবই হল। অবশেষে সমবেত জনমণ্ডলী আবরণ উন্মোচন দেখবার জন্যে ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু আবরণ উঠলে পর সবাই বিস্ময়ের সঙ্গে দেখতে পেল লারমণ্টভ্ নয়—ষ্ট্যালিনের এক বিরাট প্রতিমূর্ত্তি।

"কিন্তু এর সঙ্গে লারমণ্টভ-এর কি সম্পর্ক আছে" বিস্মিত একজন দর্শক হয়ত প্রশ্ন করলে।

আরেকজন বললে, "দূর বোকা! দেখতে পাচ্ছনা তিনি লারমণ্টভ-এর একটা কবিতার বই হাতে ক'রে রয়েছেন!"

যৌবনে এবং প্রথম জীবনে ষ্ট্যালিন গ্রাম্য লোক-সঙ্গীত এর রস-পিপাসু ছিলেন। যখন ডিক্টেটর হলেন তখন অপেরা ও ব্যালের খুব ভক্ত

হয়ে উঠলেন এবং তিনিই রাশিয়ার সব কিছু ছিলেন বলে—তিনি এরও পৃষ্ঠ পোষক ছিলেন। এ পৃষ্ঠ-পোষকতা পুঁজিবাদী দেশের মত নয়। সেখানে সাহায্য বাবদ পৃষ্ঠ পোষকের চাঁদা খুব কম ক্ষেত্রেই লক্ষ ডলারের ওপরে ওঠে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ষ্ট্যালিনের ব্যক্তিগত দান কোটি ডলার পেরিয়ে যেত। শিল্পীদের কৃতজ্ঞতা প্রতিক্ষেত্রেই ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রতি জ্ঞাপন করা হত। ষ্টাখানোভাইট মেরু অভিযানকারী এবং অন্যান্য বীর ও বিদেশী অতিথিদের আপ্যায়নে প্রদত্ত ভোজ সভায় সমুদয় শিল্পীরাই উপস্থিত থাকেন, মঞ্চস্থ করেন পুরো অপেরা, ব্যালে এবং বিভিন্ন নাটক। অভিনেতা ও শিল্পীদের জন্যে পুরো একটা বিভিন্ন-স্তর বিভক্ত বাহিনী করা হয়েছিল—"যোগ্য শিল্পী" থেকে আরম্ভ করে "সাধারণতন্ত্রের জনগণের শিল্পী" পর্য্যন্ত উপাধিক্রমানুসারে। এই সকল অবৈতনিক উপাধি দান ব্যতীত ষ্ট্যালিন সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন—মঞ্চের প্রতি বিশেষ সাহায্য বাবদ বেশ একটা মোটা দক্ষিণা দেবার জন্য—নতুন প্রমোদগৃহের জন্য বহু লক্ষ রুবল এবং যে শিল্পীকে তিনি ভালবাসেন তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে দশ হাজার রুবল—অবশ্য টাকা সবই জনসাধারণের তহবিল থেকে ব্যয়িত হয়। সংবাদ-পত্রগুলো এসব সাহায্যের কথা যখন উল্লেখ করে তখন বলে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে কমরেড ষ্ট্যালিনের "চেষ্টায়"।

ষ্ট্যালিনকে প্রায়ই নতুন অপেরা বা ব্যালের উদ্বোধনীতে দেখা যায়। যেখানেই তিনি যান পুরনো রাজকীয় আসনগুলোই তাঁর জন্যে সংরক্ষিত থাকে। তিনি সাধারণতঃ দ্বিতীয় সারির ভেতরের একটা চেয়ারে বসেন তাঁর সঙ্গীরা বসেন সামনের সারিতে। জি. পি. ইউ এজেন্টরা ইউনিফর্ম বা সাধারণ পরিচ্ছদে সজ্জিত অবস্থায় আশে-পাশের আসনে থাকে। বিরতির সময় মঞ্চ কর্তৃপক্ষ ষ্ট্যালিনের বক্সের সংলগ্ন কক্ষে একটা সুসজ্জিত খাবার টেবিল জুড়ে দেন কারণ ডিক্টেটর কোন দিনও

জলযোগ করার জন্যে রেস্তোরায় যাবেন না। প্রায়ই দর্শকেরা তাঁর উপস্থিতির কথা জানতে পারেন না। পরের দিন খবর কাগজ খুলে তারা বিস্মিত হয়ে দেখেন ষ্ট্যালিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যদি দর্শকদের মধ্যে কেউ একবার আসনোপবিষ্ট ষ্ট্যালিনকে দেখতে পেল, অমনি আরম্ভ হল তুমুল জয়ধ্বনি—এর সঙ্গে অভিনয়ে অংশগ্রহণকারীরা সুদ্ধ তাদের কণ্ঠ মিলিয়ে অনুষ্ঠান বন্ধ রেখে ডিক্টেটরের প্রতি তাঁদের ভালবাসা জানাতে থাকেন তুমুল চীৎকার-ধ্বনির মধ্য দিয়ে।

ষ্ট্যালিনের খেয়াল চরিতার্থ করার জন্যে, এক জর্জিয়ান অপেরাকে একবার মস্কোয় আনা হয়েছিল। এদের শিল্প-নৈপুণ্য ছিল মধ্যস্তরের, কিন্তু তবুও বিখ্যাত সমালোচকগণ কর্তৃক এরা অকুণ্ঠভাবে উচ্চপ্রশংসিত হয়েছিল। অপেরায় অংশগ্রহণকারীরা ষ্ট্যালিনের জন্মভূমি জর্জিয়ার লোক ছিলেন বলেই হয় তো।

সিনেমাজগতে ষ্ট্যালিন শুধু অপ্রতিহত ক্ষমতাবান পৃষ্ঠপোষকই ছিলেন না, সরাসরি প্রধানতম কর্তা ছিলেন। সিনেমা প্রচার-কার্য্যের অন্যতম প্রধান বাহন বলে এবং এর ভেতর দিয়ে পুঁজিবাদী সমাজের ভাল কিছু রুশ-জনসাধারণের কাছে প্রমাণিত হয়ে পড়তে পারে বলে, প্রত্যেক বিদেশী ছবির প্রদর্শনই পোলিটব্যুরোর অনুমতি-সাপেক্ষ ছিল অর্থাৎ আসলে ষ্ট্যালিনের অনুমতি ব্যতিরেকে ছায়াচিত্র প্রদর্শনের উপায় ছিল না। সোভিয়েট-চিত্র শিল্পের প্রধান বরিস সুমিয়াট্স্কী আমার একজন পুরনো বন্ধু ছিলেন। তিনি নিজে আমায় বলেছেন যে, কর্তা হুকুম করেছেন যেকটি বিদেশী ছবি রুশ জনসাধারণের কাছে প্রদর্শিত হবার উপযুক্ত বলে স্থির করা হয়েছে তার প্রত্যেকটি যেন তাঁকে দেখানো হয়। এর মধ্যে অনেক গুলোকে তিনি বাতিল করে দিয়েছেন আদর্শগত দিক দিয়ে বিপজ্জনক—এই কথা বলে। শুধু মাত্র ওয়াল্ট ডিজনীর নির্দ্দোষ রূপকথার চিত্র অথবা কৃষক-বিদ্রোহের উদাহরণযুক্ত—"ভিভা ভিলা" বা

পুঁজিবাদী সমাজের চরম দুর্গতির প্রতিরূপ, কিং ভিডরের "আওয়ার ডেইলী ব্রেড" প্রভৃতি ছবি সেন্সরের বেড়াজাল অতিক্রম করতে সমর্থ হত। এর অর্থ এই নয় যে ষ্ট্যালিন বাতিল-করা ছবিগুলোকে ভালবাসতেন না। বরং তিনি একজন রীতিমত হলিউড ভক্ত ছিলেন। তাঁর প্রিয় হচ্ছেন ক্লার্ক গেবল, ওয়ালেস্ বেরী ও পল মুনী। স্থমিয়াটুস্কী আমাকে বলেছিলেন যে কর্ত্তা অপরাধ-মূলক বইও ভালবাসেন কিন্তু একটা চিরস্থায়ী আদেশ জারী করে রুশ জনগণের কাছে এরকম বই-এর প্রদর্শন বন্ধ করে দিয়েছেন।

যদিও সোভিয়েট জন-সাধারণের কাছে চার্লি চ্যাপলিনের প্রচুর জনপ্রিয়তা এবং সিনেমা বিশেষজ্ঞদের কাছে প্রবল প্রতিষ্ঠা ছিল তবুও বহুদিন ধরে চার্লি চ্যাপলীন-এর কোন বই রুশ জনগণকে দেখানো হয় নি, কারণ হাস্যরসাত্মক ছবি কর্ত্তার খুব পছন্দ নয়। একথাটা সমালোচকেরা জানতেন বলে আলেকজান্দ্রভ যখন সোভিয়েটের প্রথম কমেডী "দি জলী বয়েজ" ছবি তৈরী করলেন, তখন তাঁরা তার বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে লাগলেন। তাঁরা বলতে লাগলেন যে এ হচ্ছে আমেরিকানদের নকল এবং বুর্জোয়া ঘেঁষা, ফলে বেচারী আলেকজান্দ্রভ কাহিল হয়ে পড়লেন। পরে যখন স্থমিয়াটুস্কী ছবিটা ষ্ট্যালিনকে দেখালেন তখন তিনি খুশী হলেন। চারিদিকে কথাটা ছড়িয়ে পড়ল যে কর্ত্তার বইটি ভাল লেগেছে এবং এ-ছবির তারকা লিউবভ অরলভা নাম্নী তরুণী অভিনেত্রীকেও তাঁর পছন্দ হয়েছে। আগের সমালোচকরাই আবার কলম বাগিয়ে ছবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে শুরু করলেন। আকেজান্দ্রভ রাশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্র পরিচালক রূপে খ্যাত হলেন। ষ্ট্যালিনের ইচ্ছায় তিনি 'অর্ডার অব দি রেড্ ষ্টার' পদকে পুরস্কৃত হন এবং অরলভা সহ 'আর্টিষ্ট এমেরিটাস্ অব দি রিপাব্লিক' উপাধিতে ভূষিত হলেন। ১৯৩৯ সালে তাঁদের তৃতীয়তম

বই বেরোবার পর ষ্ট্যালিনের প্রিয় আলেকজান্ড্রভ ও অরলভা পুনরায় 'অর্ডার অব লেনিন' উপাধিতে ভূষিত হন। অবশেষে চার্লি চ্যাপলিনের প্রতিও অনুগ্রহ দেখানো হল। তাঁর ছবিগুলো এখন সারা রাশিয়ায় দেখানো হচ্ছে।

'রেভলিউশান এণ্ড কালচার'-এর একজন লেখকের মত অনুসারে ষ্ট্যালিন "নিপুণ শিল্প-সমঝদার এবং হেগেল'এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক" এবং "সমসাময়িক দর্শনের শ্রেষ্ঠ চূড়ান্ত বিশেষজ্ঞ।" কালচারাল ফ্রণ্ট কাগজে দেখতে পাওয়া যাবে: "এরিষ্টটলের কতকগুলো ভবিষ্যদ্বাণীর গভীরতা একমাত্র ষ্ট্যালিন কর্তৃকই মূর্ত্ত হয়েছে এবং তার অন্তর্নিহিত রহস্য তিনিই উদ্ঘাটন করেছেন।" এর পরে আছে: "সক্রেটিস্ এবং ষ্ট্যালিনই বুদ্ধিমত্তার চরম শিখরে উন্নীত।" কম্যুনিষ্ট একাডেমী'র সভায় একজন অধ্যাপক ঘোষণা করেন: "সমসাময়িক বিজ্ঞানে কাণ্টিজম (Kantizm)'-এর স্থান স্পষ্ট ভাবে উপলব্ধি করা যাবে শুধু মাত্র কমরেড্ ষ্ট্যালিনের শেষ পত্রের আলোকে।" (এটা হচ্ছে সেই চিঠি যেটাতে সোভিয়েট সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রকৃত ধারা পাওয়া যায়।) অন্য এক সময়ে আমরা জানতে পারি, "ষ্ট্যালিনের বক্তৃতার প্রতিটি অনুচ্ছেদ শৈল্পিক উৎকর্ষতার চরম।"

সাহিত্যিক "গেজেট" ষ্ট্যালিনকে একজন ষ্টাইল-স্রষ্টি-কারীরূপে ঘোষণা করে বলেছে "ভাষাবিদ এবং সমালোচকদের কর্ত্তব্য হচ্ছে ষ্ট্যালিনের ষ্টাইল অধ্যয়ন করা।" সোভিয়েট রিপাব্লিকের সভাপতি ক্যালিনিন এক বক্তৃতার শেষে বলেছেন: "যদি আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, রুশ ভাষা সব চাইতে ভাল কে জানেন, তাহলে বলব—ষ্ট্যালিন।" বিখ্যাত কবি দেমিয়ান বিদনী এক সভায় বলেন, "ষ্ট্যালিনের মত লিখতে শিখুন!" ইজভেস্তিয়ার সম্পাদক অন্য এক সভায় ঘোষণা করেন: "নবযুগের সূচনায় চিন্তাজগতে দু'জন অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্তম্ভ স্বরূপ দাড়িয়ে

আছেন লেনিন ও ষ্ট্যালিন। ষ্ট্যালিনকে না জেনে বর্তমান যুগে কি কেউ কোনও বিষয়ের ওপর কিছু লিখতে পারেন? নিশ্চয়ই না। ষ্ট্যালিনকে বাদ দিয়ে কেউ সুন্দরভাবে কিছু অনুধাবনও করতে পারবেন না, লিখতেও পারবেন না।" একজন মহিলা শিল্পী ষ্ট্যালিনকে গ্যেটে-প্রতিভার উত্তরসাধকরূপে দেখতে পান।

রুশ বুদ্ধিজীবীদের এতখানি অধঃপতন ঘটেছে! কেউ যদি মনে করেন যে ষ্ট্যালিন এ সকল প্রশংসায় বিশ্বাস করেন বা আত্মপ্রতারিতের মনোবৃত্তি নিয়ে এগুলোকে মেনে আত্মপ্রকাশ লাভ করেন তাহলে তিনি ভুল করবেন। তাঁর কাছে আত্মপ্রসাদ লাভের প্রশ্ন ছিল না, তিনি তাঁর ক্ষমতা রক্ষার নিমিত্ত এগুলোকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। তিনি এই সব বুদ্ধিজীবীদের অপদস্থ ক'রে—তাদের এই রকম নির্বোধের মত আত্মনাশা রচনা লিখতে দেখে আনন্দ পেতেন। এগুলোকে তিনি দেখতেন সেই বিজাতীয় আনন্দের মনোভাব নিয়ে—যে মনোভাব নিয়ে তিনি মানুষের মন এবং আবেগকে ধ্বংস করেছেন, যে মনোভাব নিয়ে মস্কো বিচারের "স্বীকারোক্তি" প্রদানকারীদের তিনি হত্যা করেছেন, উচ্চ প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তিদের ওপর তিনি তাঁর বিদ্বেষ চরিতার্থ করেছেন। আমেরিকান সহ-যাত্রী (fellow-travelling) বুদ্ধিজীবীরা ভালকরেই তাঁদের রুশ-সহযোগীদের দুর্ভাগ্যকে উপলব্ধি করতে পারবেন।

সোস্যালিষ্টদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষী মনোভাবের জন্য ষ্ট্যালিনকে ভর্ৎসনা করতে গিয়ে লেনিন একবার বলেন, "সাধারণতঃ রাজনীতিতে বিদ্বেষ অত্যন্ত দুর্যোগের সৃষ্টি করে।" গত বিশ বৎসরের রাশিয়ান রাজনীতিতে যত ব্যক্তিগত স্বার্থ-সক্রিয়তা দেখা গিয়েছে, তার মধ্যে প্রত্যেক উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ষ্ট্যালিনের বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবই সব চাইতে অনিষ্টকর। এর ফলে রাশিয়াকে বরণ করতে হয়েছে অনেক দুঃখজনক দুর্ভাগ্যকে।

সেই সন্দেহ এবং নীচ চাটুকারিতার দেশে আমার শেষ ক'টি দিন অত্যন্ত দুঃখজনক ছিল। আমি পরিচিত এবং বন্ধু-ব্যক্তিদের এড়িয়ে চলতে লাগলাম। সরকারী কাজের জন্ত যাদের সঙ্গে দেখা না করলে নয়, তাদের ছাড়া আর কারও সঙ্গে দেখা করতাম না।

মাত্র তিন সপ্তাহ আগে পিছে, দুবার আমার সঙ্গে পররাষ্ট্র দপ্তরের ভাইস্ কমিসার ক্রেষ্টিনস্কী এবং টাস সংবাদ-সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর ডোলেটস্কীর দেখা হয়। প্রথম দিনে তাঁরা দুজনেই স্বাভাবিক ছিলেন। স্বভাবতঃই তাঁরা কাজকর্ম্মে ব্যস্ত, তবুও হাসি-ঠাট্টা বা পরিকল্পনা তৈরী বা উপদেশ দান করতে সক্ষম ছিলেন। তিন সপ্তাহ পরে তাঁদের দেখতে পেলাম ভীত এবং মন-মরা। আর আত্মচিন্তায় এত নিমগ্ন যে ম্লান স্বরে কথা বলছিলেন, অন্তমনস্কভাবে তাকাচ্ছিলেন এবং আমি যা' বলছিলাম তা' প্রায় বুঝতেই পারছিলেন না। তাঁরা নিজেরা জানতেন যে তাঁদের সময় ঘনিয়ে এসেছে। তখনও পর্য্যন্ত সংবাদ পত্রে প্রকাশিত না হলেও তাঁরা জানতে পেরেছিলেন যে পিয়েটাকভ-বিচার আর কদিনের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিদিনই শত শত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছিল। আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার অব্যবহিত কয়েক দিনপরেই ডোলেটস্কীকে গ্রেপ্তার করা হয়—পিয়েটাকভ বিচারের অভিযুক্তদের তালিকায় তাঁর অনেক সহকর্ম্মীর নাম যুক্ত ছিল। গুজব রটল যে তিনি জেলের ভেতরেই আত্মহত্যা করেছেন। তিনি বহু কালের প্রবীণ কম্যুনিষ্ট ছিলেন। অফিসার হিসেবে ছিলেন বিবেচনা-বুদ্ধি সম্পন্ন। এবং কোন দিনও রাজনীতিক ঝগড়া-ঝাটিতে মাথা গলাবার মত লোক ছিলেন না।

জানুয়ারীর শেষের দিকে আমার মস্কো ত্যাগের দিনে আমি ক্রেষ্টিনস্কীর কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্ত যাই। এর দুদিন বাদেই ছিল বিচার আরম্ভের দিন। তিনি এত ক্লান্ত এবং বিপর্য্যস্ত ছিলেন যে, গ্রীসে

গিয়ে আমার করণীয় কাজকর্মের নির্দ্দেশ দিতে গিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রায়ই শেষ করতে পারছিলেন না। তিনি আমাকে কিছু মনে না করতে বললেন, আর বললেন যে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত। তিনি আমায় বিদায় দিলেন। এর কয়েক দিন পরেই সেণ্ট্রাল কমিটি তাঁকে পররাষ্ট্র দপ্তরের ভাইস্-কমিসারের পদ থেকে অব্যাহতি দিলেন।

প্রকাশ্যে ক্রেষ্টিনস্কীর শেষ বক্তৃতা ছিল পররাষ্ট্র কমিসারিয়েটের কম্যুনিষ্টদের সভায়। অত্যন্ত ধীর ভাবে এবং স্পষ্টতঃ গভীর ভাবে বিচলিত হয়ে তিনি বললেন যে, যদিও তিনি পূর্ণভাবে নিজেকে পার্টির সেবায় নিয়োজিত রেখেছিলেন এবং এতকাল ধরে জ্ঞানতঃ পার্টিরই সেবা করে এসেছেন তবুও তিনি অনুভব করতে পারছেন বিরোধীদলের সঙ্গে যোগাযোগ যুক্ত তাঁর অতীতের জন্য বর্ত্তমানে তাঁর অবসর নেওয়া উচিত। তিনি বললেন যে, পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রধান ব্যক্তির পক্ষে দেশের চূড়ান্ত জনসমর্থন লাভ প্রয়োজন এবং বলশেভিক হিসাবে তার অতীত ইতিহাসে বিন্দুমাত্র কালিমা থাকা উচিত নয়। তিনি জানতেন যে ন'বছর আগে তিনি বিরোধীদলের সঙ্গে যোগ দিয়ে অপরাধ করেছিলেন—এইসব বিরোধীরা লেনিনবাদ সম্পর্কে ষ্ট্যালিনের বিরোধিতা করেছিলেন তাঁকে বিচার বিভাগে নতুন পদে বহাল করে কেন্দ্রীয় কমিটি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন। উপসংহারে তিনি বলেন যে, পার্টি ভাল বুঝে যেখানে পাঠায় সেখানে থেকেই দেশের সেবা করা প্রত্যেক কম্যুনিষ্টের কর্ত্তব্য।

ক্রেষ্টিন্স্কী বৃদ্ধ যুবা নির্ব্বিশেষে তাঁর সকল সহ-কর্ম্মীকে ধন্যবাদ জানালেন এবং তাদের সবাইকে কথা দিলেন যে তিনি কাউকেই ভুলবেন না এবং প্রত্যেককেই অনুরোধ করলেন পার্টির সেবায় সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করতে। তিনি নিশ্চয়ই জানতেন তাঁর কর্ম্মক্ষেত্রে এই পরিবর্ত্তন তাঁর জেলে যাওয়ার পথে এবং আবার সেখান থেকে মৃত্যু বরণ

করবার পথে একটি ধাপ মাত্র। এরূপ উদাহরণ ভূরি ভূরি রয়েছে, যাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারেনা। এ ছিল ষ্ট্যালিনের নিয়মিত কর্মপদ্ধতি—শীকারকে নতুন কোন চাকরী দিয়ে কয়েকমাস আগে তার পরিচিত পরিবেশ থেকে সরিয়ে নেওয়া, কারণ যাঁরা তাঁকে জানেন তাঁরা তাঁর নির্দোষিতার প্রমাণ দিকে এগিয়ে আসতে পারেন।*

আমি মস্কো ত্যাগ করলাম দুঃখ এবং মুক্তি বিমিশ্রিত মনোভাব নিয়ে সময় সময় স্বপ্নের মধ্যে নিজেকে পরিচিত পরিবেশের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। আসলে সেগুলো মিথ্যা এবং অবাস্তব।—সেগুলো বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে এক নয়—ওগুলো মনকে পীড়িত করে। মস্কোতে মনোভাব এইরূপই ছিল। দেশত্যাগের মধ্যে ছিল প্রিয় পুরাতন পরিবেশ ত্যাগের বেদনা, কিন্তু তবুও সেটাই যেন বাস্তব। এ যেন অনেকটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার মতো।

এথেন্স যাবার পথে আরো দু'জন লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। এরা দু'জনেই অল্প কিছুদিন পর পার্জের কবলে পড়েছিলেন। একজন পোডোল্স্কি—তিনি লিথুয়ানিয়ার দপ্তরে আমাদের নূতন মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। একই ট্রেনে আমরা সহযাত্রী ছিলাম। তাঁর দপ্তরে যোগ দেবার জন্যে তিনি রাস্তায় কৌনাজে নেমে গেলেন। কয়েকমাস

---

*বিচার বিভাগীয় কমিসারিয়েটে নিযুক্তির অব্যবহিত পরে ক্রেষ্টিনস্কীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এইভাবে, বার্সিলোনাস্থিত সোভিয়েট কন্সাল জেনারেল আণ্টোনভ্ অব্সেয়েঙ্কোকে বিচার বিভাগের পিপলস কমিসার পদে উন্নীত করে নতুন কার্যভার গ্রহণের জন্য মস্কোয় আহ্বান করা হয়। তিনি জাহাজে আরোহণ করেন ঠিকই এবং সম্ভবতঃ ওডেসায় অবতরণও করেন, কিন্তু নতুন কার্যভার গ্রহণের জন্য মস্কোয় কখনও আর এসে পৌছন নি। পথিমধ্যেই তাঁকে কোথাও গ্রেপ্তার করা হয় এবং ওখানেই তাঁর সব কিছু শেষ হয়ে যায়। বিচার বিভাগীয় পদের প্রতিশ্রুতি শুধুমাত্র ফাঁদ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছিল।

পর পোজ্ঞেলস্কি অন্তর্হিত হয়ে যান। অনেকের বিশ্বাস তাঁকে গুলী করে মারা হয়েছে। বুদাপেষ্টে একদিনের জন্য যাত্রাভংগ করে আমি রাষ্ট্রদূত বেক্জাদিয়ানের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম। তাঁর সঙ্গে আমার পুরানো পরিচয় ছিল। চমৎকার লোক ছিলেন তিনি। তিনি যতসব দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাবলী এবং মূল্যবান পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করতেন, তাঁর মদের ভাণ্ডারটিও উৎকৃষ্ট হাঙ্গেরীয় মদে পরিপূর্ণ। তাঁর ওখান থেকে আমার চলে যাওয়ার পরই তাঁকে কোনরূপ কারণ না দেখিয়ে মস্কোতে ডেকে পাঠানো হয়, তারপর তিনিও অন্তর্হিত হয়ে যান।

এথেন্সে কোবেট্স্কিকে দেখলাম অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়েছেন। জিনোভিভের মৃত্যুদণ্ড তাঁর সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে দিয়েছে। অধৈর্য্য হয়ে তিনি আমার উপস্থিতির জন্য অপেক্ষা করছেন, আমি এলেই আমাকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে মস্কো চলে যাবেন।

আমার বাগ্দত্তা মেরীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে এ ভাবনাই আমাকে পেয়ে বসল যে রাশিয়ায় নিয়ে যাবার অর্থ হল তাকেও বিপদে জড়িয়ে ফেলা। সে যতই কেন আনুগত্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করুক না, জি. পি. ইউর উন্মাদের দল যদি তাদের বিদেশী-ডাইনী শীকারের তালিকায় তাকে অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে, তাহলে কিছুতেই সে রক্ষা পাবে না। আমার এবং প্রভাবশালী বন্ধুদের চেষ্টাও তাকে বাঁচাতে পারবে না। আমি তার ভাগ্যের অংশ গ্রহণ করতে পারি, কিন্তু তাতেই বা তার কি সহায়তা হবে? তা'হলে কি আসন্ন বিপদ সম্পর্কে তাকে সতর্ক করে চিরদিনের জন্য বিদায়-সম্ভাষণ জানাব? যখনই তার সংগে দেখা হত এই নির্ম্মম প্রশ্নটি আমার মনকে অবিরাম পীড়া দিত। আমি এ সম্পর্কে কিছুই বলতাম না সত্য, কিন্তু এ ভাবনা প্রতিক্ষণে আমাকে যন্ত্রণা দিত। কোথায় আমার ভালবাসা তার জীবনে আনন্দের উৎস হয়ে

দাঁড়াবে, তার পরিবর্তে আমি হয়ত তাকে দুঃখ ও বিপদের মাঝে টেনে নিয়ে যাব। তার সঙ্গে সন্ধ্যাটা কাটিয়ে আমি যখন দূতাবাসে ফিরে যেতাম তখন নিজেকে মনে হত বড় একাকী এবং বিপর্য্যস্ত। যেখানে তার এমন বিপদের সম্ভাবনা সেখানে তাকে ভালবাসার বন্ধনে জড়াবার আমার কি কোন অধিকার আছে?

সবেমাত্র ওখানকার ভারপ্রাপ্ত-রূপে আমি সমস্ত কর্ম্মভার বুঝে নিয়েছি এমন সময় আমরা পিয়েটাকভ্ মামলার রিপোর্ট পেতে আরম্ভ করলাম। পূর্ব্ববর্ত্তী আগষ্ট মাসে জিনোভিভ মামলার সংবাদ আমাদের যে উৎকণ্ঠা ও মানসিক যাতনার সৃষ্টি করেছিল, আমরা আবার সেইরূপ অবস্থায় পতিত হলাম। এবার আমাদের জাতীয় জীবনের বিশ্বস্ত এবং সমুজ্জ্বল একটি নূতন সপ্তর্ষিমণ্ডলকে হীনতার পঙ্কে ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু এক্ষেত্রে ষ্ট্যালিন নিশ্চয়ই রক্তপাত থেকে নিরস্ত থাকবেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গোড়ার দিক থেকে পিয়েটাকভ্ তাঁর একজন বিশ্বস্ত সহকর্ম্মী ছিলেন। লেনিন তাঁর টেষ্টামেণ্টে যে দু'ব্যক্তির নাম সুপারিশ করেছিলেন তিনি তাদেরই একজন। এবং কেবলমাত্র তাঁর বেলায় সে সুপারিশে কোনরূপ 'কিন্তু'ই ছিল না। সমগ্র রাশিয়া জানত দেশের অর্থনীতি এবং শিল্প-সংগঠন ক্ষেত্রে এই প্রতিভাবান রাজনৈতিকের কাছে সে কতখানি ঋণী। তারপর মুরালভ্। পলিটব্যুরোর সদস্য এবং ভারী শিল্পের পিপ্‌ল্‌স কমিসার অর্ডজনিকিডসে নিশ্চয়ই তাঁর বন্ধু এবং সহকারী মুরালভ্‌কে গুলী করে মারতে দেবেন না। সেরেব্রিয়াকভ্ ও বগুস্লাভ্‌স্কী দু'জনেরই কর্ম্মজীবনের ঐতিহ্য বিরাট। গৃহযুদ্ধের অন্যতম বীর ড্রব্‌নিস শ্বেত বাহিনী কর্ত্তৃক গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। অলৌকিকভাবে তিনি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। নিশ্চয়ই এই সমস্ত ব্যক্তিরা মৃত্যুদণ্ড লাভ করবেন না।

কিন্তু যথা সময়ে সেই ভয়াবহ সংবাদ এসে পৌঁছল। রাডেক, সকলনিকভ এবং একজন অজ্ঞাতনামা আসামী ছাড়া আর সকলকেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ তিনজনকে রেহাই দেওয়া হল কেন? ভবিষ্যৎ মামলার আসামীদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের প্রলোভন সৃষ্টির জন্য কি?

মামলার বিচারকালে রাডেক মার্শাল টুকাচেভ্স্কীর নাম উল্লেখ করেছিলেন। রাডেক যা বলেছিলেন তাতে দোষের কিছুই ছিল না, কিন্তু এই সমস্ত সতর্কতার সংগে প্রস্তুত স্বীকারোক্তিতে একজন বন্ধুর নামের শুধু উল্লেখমাত্রেই শিউরে ওঠবার কারণ রয়েছে। টুকাচেভ্স্কীর সহকর্মী লণ্ডনে মিলিটারী এটাশে জেনারেল পুৎনা ট্রট্স্কীপন্থীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দণ্ডিত হয়ে গেছেন। এর অর্থ পুৎনার শেষ হয়ে যাওয়া। তাঁর মর্ম্মযাতনাক্লিষ্ট স্ত্রী ও সন্তান দেশে ফিরবার পথে ওয়ারশতে তাঁর গ্রেপ্তারের সংবাদ পেয়েছিল। জেনারেল পুৎনার ব্যাপারটাও টুকাচেভ্স্কীর পক্ষে একটি দুঃসংবাদ। তাঁর শেষ যে ঘনিয়ে আসছে সে সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করে দিল আরেকটি বার্ত্তা, যে লণ্ডনে ষষ্ঠ জর্জ্জের রাজ্যাভিষেকে তাঁর উপস্থিতির নির্দ্দেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং সে জায়গায় অপেক্ষাকৃত নিম্নপদস্থ এড্মিরাল ওর্লবকে উপস্থিত হবার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

সমস্ত আসামীই অবিশ্বাস্য সব অপরাধ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করেছেন। সমগ্র বিশ্বে এই স্বীকারোক্তি নিয়ে একটি বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে। তাঁরা যদি অপরাধ নাই করে থাকেন তা হলে স্বীকারোক্তি করছেন কেন? আমার মনে হয় এ সমস্যার সমাধান খুব দুরূহ নয়। এইসব ব্যক্তিদের সমগ্র জীবন বলশেভিক্ পার্টি, তার কর্ম্ম-পদ্ধতির এবং আদর্শের সঙ্গে চিরকাল ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। তাঁদের কাছে বলশেভিকবাদই সামাজিক প্রগতির একমাত্র পন্থা।

গণতন্ত্র অথবা সমাজসংস্কারের উপর তাঁদের কোন বিশ্বাসই ছিলনা। নানা অনুকূল ঘটনা-সংস্থানের ফলে রাশিয়াতে বলশেভিকবিপ্লব সাফল্য মণ্ডিত হয়েছে। ভবিষ্যৎ বহুপুরুষের জীবনে এরূপ ঘটনার সুযোগ না-ও আসতে পারে। যাঁরা নিজেদের জীবন এতে উৎসর্গ করেছিলেন তাঁরাই আজ দেখছেন ঐ বিপ্লব তাদের জীবনের আশাপূরণে ব্যর্থ হয়েছে। একটা স্থুল একনায়কত্ব এবং প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ততন্ত্রের চেয়েও নিকৃষ্ট একটা শাসনকর্তৃত্ব পার্টি এবং দেশের ওপর চেপে বসেছে! বেঁচে থাকবার আর কীইবা মোহ আছে? কোন কোন পাশ্চাত্য বিশ্লেষক এইকথাই বলতে চেয়েছেন যে এইসব পুরোনো বলশেভিকেরা পার্টির প্রতি শেষ কর্তব্য পালন করতে গিয়ে এর দোষ-ত্রুটির দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে নিয়ে স্বীকারোক্তি করেছেন। কিন্তু এ ধারণা সত্য হতে পারেনা, কারণ তাঁদের চোখে আর পার্টির অস্তিত্ব ছিল না। তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন ষ্ট্যালিন পার্টিকে ধ্বংস করে ফেলছেন।

এই সমস্ত হতভাগ্যরা মাসের পর মাস জি. পি. ইউ দ্বারা নির্য্যাতিত হয়েছেন, তারা এদের ইচ্ছাশক্তিকে পঙ্গু করে দেবার জন্যে নির্মম দৃঢ়তার সঙ্গে অত্যাচার চালিয়ে গেছে, তাঁরা দেখেছেন চোখের সম্মুখে বন্ধু এবং সহকর্মীদের অকারণ, অর্থহীন মৃত্যুর পথ ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এ অবস্থায় তাঁরা নৈতিক শক্তিহীনতার একেবারে শেষ সীমান্তে গিয়ে পৌছেছিলেন। তাঁদের সম্মুখে নূতন কোন আশার আলো ছিল না, যাকে আঁকড়ে ধরতে পারেন। পার্টির ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আশা-ভরসা নিঃশেষিত হয়ে গেছে। তাঁরা শুধু তাদের জীবনের জন্য শুধু আকুলি-বিকুলিই করতে পারতেন, আর ছিল নির্য্যাতনের সমাপ্তি ঘটাবার জন্য মৃত্যুকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নেওয়া— সেও সেই একই কথা। আমার মনে হয় এই-ই হচ্ছে স্বীকারোক্তির মর্ম্মকথা।

একথাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে আরও শত শত এমন পার্টি নেতা ছিলেন যাঁরা স্বীকারোক্তি দেননি। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে তাঁরা বীরের মত নীরবে এবং সকলের অজ্ঞাতে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জি. পি. ইউর নির্য্যাতন এবং স্বীকারোক্তি আদায়ের চাপ সহ্য করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এই সব দুঃসাহসী বীরদলের জীবনের শেষ মুহূর্ত্তটিতেও কী সে নতুন স্বপ্ন, অথবা কী সে পুরনো আনুগত্য তাদের অটল রেখেছিল জানিনা।

আমরা বাইরে যারা থাকতাম তারা জেনেছিলাম যে পুরনো বলশেভিক্ পার্টি ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের একমাত্র আশা ছিল এই যে পার্টি এবং সমাজবাদের সমস্ত স্বপ্ন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়ে গেলেও দেশের সেবা করে যেতে হয়ত পারব।

আমি কাজ করে যাচ্ছিলাম এই ভেবে যে মিনিষ্টার কোবেট্স্কী ফিরে এলে আমার ফিরে যাওয়ার প্রশ্নটি মস্কোর কাছে উপস্থিত করব। এই সময়ে মস্কো থেকে একটা তারবার্ত্তায় ঘোষণা করা হল যে ক্রেমলিন হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের পর কোবেট্স্কী অকস্মাৎ মারা গেছেন। অত্যন্ত গভীর বেদনা অনুভব করলাম। আমাকে একটা বিষণ্ণতাও পেয়ে বসেছিল এইজন্য যে নূতন মন্ত্রী নিযুক্ত হতে এবং গ্রীসে এসে পৌছতে সম্ভবত কয়েক মাস কেটে যাবে।

একটি নূতন অনাথ আশ্রম ও স্কুলবাড়ী তৈরীর নক্সা ইত্যাদি প্রস্তুতের কাজের প্রতিযোগিতায় মেরী সফল হল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে সেই বাড়ীটি তৈরী করার পরিদর্শনের চাকুরীও পেয়ে গেল। যদিচ এই প্রতিষ্ঠানটির যিনি প্রধান চাঁদা-দাতা ছিলেন, সেই জেনারেল মেলাজ অবশ্য একজন নারী স্থাপত্যশিল্পীকে এরূপ কাজের ভার দেওয়া হবে—তা সমর্থন করতে পারেননি। প্রগতিশীল মেয়েদের উপর তাঁর বিশ্বাস নেই একথা তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন। একারণে মেরী তার

সমস্ত শক্তি এই একটিমাত্র কাজেই নিয়োজিত করেছিল এবং বাড়ী তৈরীর কাজ অত্যন্ত দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল।

হায় ভাগ্য! তার এই উদ্যমে আমিই দুর্ভাগ্য ডেকে আনলাম। অনাথ আশ্রমের বাড়ী তৈরী যখন প্রায় শেষ হবার মুখে, তখনই প্যারির আন্তর্জাতিক স্থাপত্যশিল্প কংগ্রেসে গ্রীক স্থপতিদের প্রতিনিধিত্ব করতে সে নির্বাচিত হল। ১৯৩৭ ইংরাজীর জুন মাসে সে তার সহকারীর হাতে অনাথ-আশ্রম তৈরীর কাজ পরিচালনার অস্থায়ী ভার দিয়ে প্যারিতে চলে গেল। তিন চার সপ্তাহের মধ্যেই সে ফিরে আসতে পারবে বলে ভেবেছিল।

জাহাজের প্রবেশপথে আমি তাকে বললাম, "আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকব মেরী। প্যারির নানারূপ প্রলোভনের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে আমাদের ভুলে যেও না। আমিই শুধু তোমার জন্য অপেক্ষা করবনা, জেনারেল মেলাজও অপেক্ষা করে থাকবেন।"

বৃদ্ধ জেনারেল বৃথাই অপেক্ষা করেছিলেন। আর কখনও তিনি তাকে দেখতে পাননি। নিশ্চয়ই তিনি ভেবেছিলেন, মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণাই ঠিক।

সম্ভবতঃ তিনি বলেওছিলেন, "শেষ পর্য্যন্ত আমার ধারণাই সত্য হল ত! মেয়েদের কাছে আর কী আশা করতে পারা যায়? তারা সব সময়ই কাজ-কর্মের উপর ভালোবাসাকে স্থান দিয়ে থাকে।"

একমাস পরে মেরী এথেন্সে ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, আমি নিজেই প্যারিসে গিয়ে তার কাছে উপস্থিত হলাম। আমি এখন একজন স্বদেশহীন আশ্রয়প্রার্থী। পেছন থেকে তাড়া খাচ্ছি। সম্মুখে নৈরাশ্য।

উপসংহার

১৯৩৬-৩৮ ইংরাজীর মধ্যে মস্কো বিচারকালে আমি বহু দিন এবং বহু নিদ্রাহীন রাত্রি কাটিয়েছি রুশ বিপ্লবের সমস্ত সমস্যার কথা গভীরভাবে চিন্তা করে। এত বৎসরের চেষ্টা ও ত্যাগের কি ফল আমরা পেয়েছি সেটা স্পষ্টভাবে বোঝবার জন্য আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

লেনিনের সমাজবাদের ধারণা ছিল দু'টি প্রধান কল্পিত সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। একটি—যৌথ অর্থনীতির অধীনে উৎপাদন ধনতন্ত্রবাদী ব্যবস্থার চেয়ে অনেক বেশী বেড়ে যাবে এবং শোষণ বন্ধ হয়ে শোষিত শ্রমজীবীরা ঐ বর্দ্ধিত উৎপাদনের আসল সুযোগ সুবিধা উপভোগ করবে। সোভিয়েটের অর্থনৈতিক পদ্ধতি এবং ষ্ট্যালিনের সর্ব্বাত্মকবাদী রাজনৈতিক শাসনকর্তৃত্ব এই দুইটি কল্পিত সিদ্ধান্তকেই ব্যর্থ করেছে। দুইটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে শিল্প এবং বাণিজ্যক্ষেত্রে সক্রিয় ও কর্ম্মরত থেকে আমি যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছি তা থেকে এটুকুই বুঝেছি যে, রাশিয়ার অর্থনৈতিক জীবনের উপর একটা স্বেচ্ছাচারী এবং আমলাতান্ত্রিক শাসন চেপে বসার ফলে সমবায় অর্থনীতির অনুসরণ করে যে উন্নতির আশা করা গিয়েছিল, তা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। সাধারণ ব্যক্তিগত ব্যবসায়-সুলভ উদ্যমের দ্বারা কম ত নয়ই, অনেক বেশী সফলতা লাভ করা যেত। তাতে করে শ্রমিক ও কেরাণীদের নির্দ্দয়ভাবে বিতাড়ন করতে হত না—আর কোন কিছুতে নয়, শুধুমাত্র নির্ম্মমতায় পারদর্শী জি. পি. ইউ বাহিনী এবং রাজনৈতিক কর্ম্মকর্ত্তাদের দ্বারা সাধু কর্ম্মকর্ত্তা ও ইঞ্জিনীয়ারদের গুলীর মুখে প্রাণ দিতে হত না। লোক-ভুলোনো পরিকল্পনার নামে যে অতিরিক্ত কর্মক্ষমতা ব্যয়িত হল—তার ফল দাঁড়াল শুধু নূতন অপচয়, কলকব্জার ক্ষয়ক্ষতি এবং বারবার অবিবেচিত পরীক্ষা। এ সকল অপব্যয়ের হিসাব দাঁড়াবে কোটি কোটি রুব্‌ল্।

সমাজবাদের যে মূল সিদ্ধান্ত যথা সমবায় অর্থনীতি মেহনতী জনতার শোষণ বন্ধ করবে, তা আরো অধিকতর শোচনীয়ভাবে বাস্তবক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। একটি পুঁজিবাদী দেশে শ্রমিকেরা যে শ্রমমূল্য পেয়ে থাকে, রাশিয়ার শ্রমিক তার চেয়ে অনেক অল্প পাচ্ছে; এমন কি জারের আমলেও শ্রমিকেরা এর চেয়ে বেশী পেত। এর কারণ শুধু এই নয় যে, শাসনকর্তৃত্বের সুযোগভোগে পদাধিকারী নূতন আমলাতন্ত্রের কর্তারা পুঁজিবাদীদের অংশ নিজেরা গ্রহণ করছেন, তার চেয়েও বড় কারণ হল ঐ আমলাতান্ত্রিক অনুপযুক্ত পরিচালনার ফলে উৎপাদনের একটা বৃহত্তর অংশ অপচয় হচ্ছে।

বহির্বিশ্বের যে কোন ব্যক্তি, এমন কি যাঁরা সোভিয়েট পরিসংখ্যানের ধোঁকাবাজীর মধ্যেও প্রবেশ করতে পেরেছিলেন, তাঁদের কেউই জানেন না যে রাশিয়ার শ্রমিকেরা কিরূপভাবে ক্রমশঃ দাস-শ্রমিকে পরিণত হচ্ছে। যাঁরা গত কয়েক বছর রাশিয়ায় বাস করেছেন তাঁরাই শুধু প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারেন। এই অবস্থা যখন এগিয়ে আসছে তখন তারই প্রাথমিক স্তরে লিও ট্রটস্কী রাশিয়া পরিত্যাগ করেছিলেন। কাজেই তিনি যখন 'দি রিভলিউশন বিট্রেড্' (বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা) বইখানা লেখেন তখন এ সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, "সোভিয়েট সমাজ-কাঠামোর মূল ভিত্তি হল জমি জাতীয়করণ এবং শিল্প উৎপাদন-ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা। সর্ব্বহারাদের বিপ্লবদ্বারা এই যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এতেই একটি সর্ব্বহারা রাষ্ট্ররূপে সোভিয়েট ইউনিয়নের আসল প্রকৃতি ব্যক্ত করা হয়েছে।"

ষ্ট্যালিন-আমলকে চরমভাবে সমালোচনা করলেও হত্যার দিন পর্য্যন্ত ট্রটস্কীর কাছে রাশিয়া একটি শ্রমজীবীদের রাষ্ট্র হয়েই ছিল—যতই কেন না আমলাতান্ত্রিকতা তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিক। তিনি মনে করতেন রাষ্ট্রের মালিকানা রাশিয়াকে শ্রমিকরাজ্যে পরিণত করেছে।

তিনি যদি রাশিয়াতে থাকতেন তাহলে নিজের চোখে দেখতে পেতেন এরকম পুঁথিপত্রের মালিকানার মূল্য কি? মূল প্রশ্ন হল এই, সমাজ যে উৎপাদন করছে তার কতটুকু, মজুরী এবং রাষ্ট্রের সমাজসেবার মধ্য দিয়ে শ্রমিকেরা ভোগ করছে। এই বিচার-বিশ্লেষণে দেখা যায় সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা নিরীক্ষার পঁচিশ বৎসর পর যুদ্ধের অব্যবহিত প্রাক্কাল পর্য্যন্ত রাশিয়ার শ্রমিকদের সত্য করে শুধু ভারতের 'পারিয়া' এবং ইজিপ্টের 'ফেলাহিন'দের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বস্তুতঃ তাঁদের অবস্থা ওদের চেয়েও খারাপ। কারণ ইজিপ্ট এবং ভারতে শ্রমিকেরা যদিও অত্যন্ত অল্প মজুরী পেয়ে থাকে, তারা নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য তেমনই অল্প মূল্য দেয়। ষ্ট্যালিনের মূল্য-এবং শ্রমনীতি শ্রমিকদের মজুরী-মান শোচনীয় ভাবে নিম্নে রেখেই ক্ষান্ত নয়, শ্রমজীবী পরিবারের নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তুর মূল্যকে অস্বাভাবিক উচ্চে বেঁধে রেখেছে। এভাবে শ্রমজীবী রাষ্ট্রের 'পারিয়া'দের একদিক থেকে নয়, দু'দিন থেকে লুণ্ঠন করা হচ্ছে।

অন্যান্য অনেকের মত আমি আমার মনের কাছে এই সত্যগুলিকে গোপন করতে সক্ষম হইনি। আমি স্পষ্ট দেখতে পারছিলাম কি ঘটছে। কল-কারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত করার ফল ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে। শ্রমিক শ্রেণী মুক্তিলাভ করার পরিবর্ত্তে এই ব্যর্থতার মূল্য-স্বরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশায় পতিত হয়েছে।

এই দুইটি অবস্থা একটা বিষচক্রের সৃষ্টি করেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত কল-কারখানাগুলি যতই অকৃতকার্য্যতার প্রমাণ দিচ্ছিল, ততই শ্রমিকেরাও বেশী করে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছিল, আবার শ্রমিকদের দুর্দ্দশা যত বাড়ছিল কল-কারখানাগুলিও ততই অধিকতর অকেজো হয়ে উঠছিল। আরো সহজভাবে বলতে গেলে কথাটা দাঁড়ায়—এই সকল কারখানাগুলির নিম্ন-উৎপাদনের প্রধানতম কারণ হল আমলাতান্ত্রিক

অনুপযুক্ততার সঙ্গে কর্মক্লান্ত শ্রমিকদের অবসন্নতা। শ্রমিকেরা উপযুক্ত-ভাবে খেতে পায় না, তাদের বাসস্থানগুলো কদর্য্য, অতিরিক্ত শ্রমে তারা ভেঙ্গে পড়েছে, ক্রমাগত অর্দ্ধ-অনশনে থেকে তারা দুর্ব্বল হয়ে গেছে।

কিন্তু একটি সুযোগ-সুবিধা-ভোগী শ্রেণীও রয়েছে। ঐ শ্রেণীর একজন মস্কোতে সরকারী প্রাসাদে বাস করেন; আটটি কামরার একটি ফ্ল্যাট তাঁর অধিকারে, ঘরগুলি বিলাসসুলভ সাজ-সজ্জায় সজ্জিত, দুটি চাকর তাঁর সেবায় নিযুক্ত। ছুটি কাটাবার জন্য এক্সিকিউটিভ কমিটির অমুক নম্বর ভিলাটি তাঁর নামে বরাদ্দ করা আছে। সেখানে দু'টি, তিনটি অথবা চারিটি চাকর নিযুক্ত আছে সরকারী বেতনে। যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে তাঁর বিনোদনের জন্য প্রাইভেট্ সিনেমারও ব্যবস্থা আছে, আছে অতিথিশালা আর আছে সব রকম খেলাধূলার ব্যবস্থা ও সাজসরঞ্জাম। সব কিছু ব্যয়ই বহন করবে সরকার। তাঁকে একটি হুকুমনামার ঘর পূরণ করতে হয় মাত্র, তাতেই তাঁর পরিবার পরিজন চাকর-বাকর এবং তাঁর যতজন খুশী অতিথির জন্যে চর্ব্য-চোষ্য-পেয় বস্তু অকৃপণভাবে সরবরাহ করা হয়, মূল্যটা সরকারই দেন। তাঁর ব্যবহারের জন্য সোফার সহ একখানা বা দু'খানা মোটরগাড়ী প্রস্তুত থাকে। তাঁর যদি কোন কিছু প্রয়োজন হয়, সেটা যে কোন মূল্যেরই হোক্, তা পেতে হলে তাকে শুধু টেলিফোনের রিসিভারটি হাতে করতে হয়। তার ছেলেকে দেখলে মনে হয় যেন সে একজন কোটিপতির সন্তান। সরকারী চাকরেরা নিযুক্ত আছে তার জন্য, বিদেশ থেকে আসে তার খেল্‌নাগুলি, সে অসুস্থ হলে বিখ্যাত ডাক্তারেরা তার চিকিৎসা করেন। সে জানে তার কি প্রয়োজন সে কথা মুখ থেকে খসানোর ওয়াস্তা, বাবা টেলিফোনে কথা বললেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এই উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীটি যদি তাঁর স্বাস্থ্যের কারণে ককেশাসে অথবা ক্রিমিয়াতে ছুটি কাটাতে যান, তিনি সর্ব্বত্রই অনুরূপ বিলাস ব্যবস্থার মধ্যে বাস করবেন।

সর্ব্বদাই তার পরিবারসহ ভ্রমণের জন্যে বিশেষ কোচ-যুক্ত ঘুমাবার কামরার ব্যবস্থা থাকবে—অথবা, জনসাধারণের অর্থে এমন কি স্পেশাল ট্রেনেরও ব্যবস্থা হতে পারে।

চার বছরের যুদ্ধের পর যদি কোন পরিবর্ত্তন সাধিতই হয়ে থাকে, তাহলে মেহনতী জনতার দুঃখ-দুর্দ্দশাই শুধু বেড়েছে, উপরে যাদের কথা বর্ণনা করলাম সেই শ্রেণীর লোকের বিলাস ব্যবস্থা কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি। সুযোগ সুবিধাভোগী আমলাতন্ত্র এবং জনসাধারণের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছিল, যুদ্ধের ফলে তা আরো বেড়ে গেছে মাত্র।

এই তথাকথিত শ্রেণীহীন সমাজে একটা নূতন ধরণের শ্রেণী-আধিপত্য ও শোষণের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কেউ যদি একথা কল্পনা করেন যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির চেয়ে সেটা অল্প অপরিপক্ক এবং ভয়াবহ তাহলে শোচনীয়ভাবেই আত্মপ্রতারণা করবেন। সেটা আরো বেশী অপরিপক্ক এবং মারাত্মক। মানুষের নীতিবোধের কাছে সেটা সর্ব্বত্র-প্রচারিত শ্রমিকরাষ্ট্রের কপটতা আরো বেশী ভয়াবহ করে তোলে।

এই শ্রমিকরাজ্যে শ্রমজীবী যে কেবলমাত্র জীবনধারণের উপযুক্ত খাদ্য এবং পরিধেয় থেকেই বঞ্চিত তা নয়, তার ভাগ্যকে উন্নত করে গড়ে তোলবারও তার কোন উপায় নেই। ব্যক্তিগতভাবে প্রতিবাদের সাহস তার নেই। সমষ্টিগতভাবে ট্রেড্ ইউনিয়নের সদস্যরূপে সে ধর্মঘট করবার অধিকারী নয়। তার ইউনিয়নটি হল "কোম্পানীর ইউনিয়ন"। তার কাজের মালিক হল সেই কোম্পানী—কোম্পানী হল রাষ্ট্র। রাষ্ট্রই মালিক, ধর্মঘট ভেঙে দেওয়ার যন্ত্রও সেই রাষ্ট্র। পুলিশও এই একই অঙ্গে মিশে আছে। এ ছাড়াও এটা পুলিশ-যন্ত্রের একটি অংশ-বিশেষ, ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ এবং সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বাধীন। হাতের একটি ইঙ্গিতে একটি ডিগ্রী জারী করে অথবা কোন কৌশলে দ্রব্য-মূল্যের হার নিয়ন্ত্রণ করে শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরী হ্রাস করে

দেওয়া যেতে পারে (দেওয়া হয়েছেও) এবং বিনা মজুরীতে খাটুনীর সময় বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। শ্রমিকদের তা প্রতিরোধ করার কোন ক্ষমতাই নেই। তাদের কোন সংবাদপত্র নেই, বক্তৃতামঞ্চ নেই, এমন কোন একটি উপায় নেই যে কর্তাদের তাদের প্রতিশ্রুতির কথাটা অন্তত স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষা অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

সোভিয়েট আমলাতন্ত্র প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় ব্যাপারে একটি শোষকশ্রেণী হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা কোন সম্পত্তির মালিক নন। উৎপাদন যন্ত্রগুলির ওপর তাঁদের কোন দলিলগত অধিকার নেই, কিন্তু যে রাষ্ট্র সেই অধিকার স্বত্বে স্বত্ববান সেই রাষ্ট্রই তাদের কুক্ষিগত। রাষ্ট্র নামে মাত্র শিল্প সংস্থানগুলির মালিক এবং তেমনই নামে মাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রটি প্রকৃতপক্ষে অধিকতর ভয়াবহ এবং অধিকতর সুনিয়ন্ত্রিতভাবে মেহনতী জনতাকে লুণ্ঠন এবং অধঃপতিত করার একটি নূতন পদ্ধতির যন্ত্র-বিশেষ।

উৎপাদনের উপায়স্বরূপ ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ বন্ধ করে না। ষ্ট্যালিন অন্তত একথাটি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন!

কিছু সময়ের জন্য ষ্ট্যালিন পুরাতন শ্রেষ্ঠ বল্‌শেভিক্‌দের নির্দ্দেশিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্ত্তনে উৎসাহ দিয়েছিলেন, অন্ততঃ সে অভিমত সমর্থন করেছিলেন। কিছুকালের জন্য একটি গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্রের উপন্যাস রচনা করে তিনি খেলা করেছিলেন। কিন্তু যখন ঐ গণ-তান্ত্রিকতার প্রকৃত নেতারূপে কিরভ জনসমক্ষে বিখ্যাত হয়ে উঠলেন তখন ষ্ট্যালিন অনুভব করলেন সে গণতন্ত্র তাঁর ক্ষমতার সমাধি রচনা করবে। তার সম্মুখে তখন হিট্‌লারের রক্তাক্ত পার্জের দৃষ্টান্ত। ষ্ট্যালিন জানতেন যে এই পার্জের খেলায় তাঁর মত বড় খেলোয়াড় আর কেউ হতে

পারেনা। তিনি স্থির করলেন, গণতন্ত্র নয় একনায়কত্বই প্রতিষ্ঠিত হোক। সেইদিন থেকে তিনি ইচ্ছে করেই শ্রমিকশ্রেণীর ভাগ্য উন্নত করার অথবা তাদের শোষণ হ্রাস করার চেষ্টা পরিহার করলেন। একটি সুযোগ-সুবিধাভোগী সংখ্যালঘু শ্রেণীর স্বার্থে সর্ব্বস্বাধিকার-বঞ্চিত জনগণের নির্ম্মম শোষণের উপর ভিত্তি করে একটি নূতন সমাজ গঠনে তিনি বদ্ধ-পরিকর হলেন। ঐ সুযোগ-সুবিধাভোগী সংখ্যালঘু শ্রেণীটিই হবে সর্ব্বাত্মকবাদী শাসনের মেরুদণ্ড।

এসবের অর্থ এই নয় যে ষ্ট্যালিন অন্যসকল দেশের ক্ষমতাধিকারের দ্বন্দ্বে রত তথাকথিত কম্যুনিষ্টদের সমর্থন করেন না। তিনি যদি তা করতে চাইতেন তাহলে জায়গামত একটা কথা বলাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট হ'ত। আমার মতে, তিনি ঐ সকল ক্ষমতাধিকার প্রচেষ্টা সমর্থন করেন সে-সব দেশকে দুর্ব্বল করার জন্যে এবং রাশিয়া ও তাঁর নিজের শক্তিবৃদ্ধির জন্যে। তিনি তাঁর সর্ব্বাত্মক-বাদী জাতিভেদ যতগুলো দেশে সম্ভব ততগুলো দেশেই প্রতিষ্ঠিত করবেন। এবং একথা ভাবাও অত্যন্ত বোকামী হবে যে তিনি "গণতন্ত্রকে সমর্থন" জানাচ্ছেন বা রাশিয়ায় বা অন্য কোথাও "পুঁজিবাদের দিকে ফিরে" যাচ্ছেন। তাঁর নিজের আসনের ভিত্তিকে দুর্ব্বল না করে তিনি তা' করতে পারতেন না। তাঁর সহজাত বৃত্তিই হল ক্ষমতাধিকার-মত্ততা। এবং অন্যান্য গণতন্ত্রী রাষ্ট্রকে দাবিয়ে রেখে তিনি দুনিয়ায় রাশিয়ার দাপট অপ্রতিহত করে রাখবেন, সেইভাবে —ঠিক যেভাবে রাশিয়ার অভ্যন্তরে তাঁর ক্ষমতাকে বজায় রেখেছেন তাঁদের প্রত্যেককে হত্যা করে—যাঁরাই দেশের সমস্যাবলীর একমাত্র সমাধানরূপে গণতন্ত্রকেই স্বীকার করে নিচ্ছিলেন।

১৯৩৬-৩৮ সালের বিরাট পরিশুদ্ধিকরণ (the great purge) এই কারণেই সংঘটিত হয়েছিল। এ কাল্পনিক কোন ষড়যন্ত্রের মূলোৎপাটন নয়; কোন বিরোধীদলের ধ্বংস-সাধন নয় বা কোন বিরুদ্ধমতাবলম্বী

দলনও নয়। এ ছিল, প্রত্যেককে—যাঁরা সমাজতন্ত্রের জন্য নিষ্ঠা সহকারে সংগ্রাম করে এসেছেন এবং যাঁরা দেশকে সর্ব্বাত্মকবাদী দাসরাষ্ট্রে পরিণত করার পরিকল্পনাকে বাধাদানে সক্ষম—তাঁদের প্রত্যেককে পরিকল্পনানুযায়ী অপসারণ করা।

ষ্ট্যালিনের একটা বড় গুণ আছে—নির্ব্বিকারভাব ও অত্যাচারে কুণ্ঠাহীনতা কার্য্যোদ্ধারের জন্য তাঁর একমাত্র উপায় ছিল—নিষ্ঠুরতার পন্থাবলম্বন। এ পন্থাটা সকল প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে এবং নিরস্ত্র রুশ-জনতার বিরুদ্ধে তাঁর একক সংগ্রামে চমৎকার সাফল্য অর্জন করেছিল। ঐ পন্থা তাঁকে চূড়ান্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছিল। ঐ তাঁকে করেছিল প্রধানমন্ত্রী, ডিক্টেটর। ঐ তাঁকে ইউরোপে সর্ব্বময় কর্ত্তাও করতে পারে। ইউরোপীয় সভ্যতার কাছে এ'সাফল্যের অর্থ কি হবে?

ষ্ট্যালিন রাজত্বের প্রতি আমার একটু মন্তব্যের উৎস হচ্ছে চিরপ্রিয় **রুশ জনগণের** প্রতি আমার গভীর ভালবাসা এবং সহানুভূতি।

রুশ-জনগণের বীরত্ব ষ্ট্যালিন রাজত্বের কৃতিত্ব বলে ধারণা করলে তাঁদের প্রতি করা হবে অবিচার এবং গণতন্ত্রী দুনিয়ার জন্যে করা হবে বিপদের সৃষ্টি। ষ্ট্যালিন রাজত্বের প্রতিটি অণুই হচ্ছে সর্ব্বাত্মকবাদী—কিন্তু এই জন্যে একে রুশসৈন্যের কীর্ত্তি কলাপ এবং বিজয় লাভের কৃতিত্ব বললে দুনিয়ায় সর্ব্বাত্মকবাদীর সম্মানই বৃদ্ধি পাবে। "ষ্ট্যালিনের সাফল্য একনায়কত্বের সাফল্য" এরকম যুক্তি স্বাভাবিক। কিন্তু প্রাথমিক ভিত্তিই সম্পূর্ণ ভুল। রুশ-জনসাধারণ আরও ভালভাবে যুদ্ধ করতে পারতো এবং কম-ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে সংগ্রামে জয়ী হতে পারত যদি রাশিয়ায় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা থাকত। এই হচ্ছে সত্য। এবং এই সত্য দুনিয়ার গণতন্ত্রী সংগ্রামের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান্।

মিত্র-বাহিনীর বিশিষ্ট সব বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, আমেরিকান সাহায্য ব্যতীত শক্তিশালী রুশেরা হয়ত জার্ম্মাণীর কাছে পরাজয় বরণ করত।

বিজয়ী রাশিয়ার জয়ধ্বনির মধ্যে এই নিরেট সত্যটা চাপা পড়ে গেছে।

তিন বছর ধরে সহ-অনুগামীরা এবং ষ্ট্যালিন-তোষণকারীরা সোভিয়েট রাজত্বের সত্যিকারের বিন্দুমাত্র সংবাদ প্রকাশও অসম্ভব করে রেখেছিল। এমন কি যখন বিশিষ্ট গণতন্ত্রবাদীরা ষ্ট্যালিনের কাছে বিনীত আবেদন জানালেন, রুশ কারাগার এবং বাধ্যতামূলক শ্রম-শিবির থেকে লক্ষ লক্ষ রুশ জনসাধারণকে হিটলার বিরোধী যুদ্ধে যোগদানের জন্য মুক্ত করতে তখন এঁরাই মিত্র পক্ষের ঐক্য-স্থাপনের ছদ্ম আবরণের অন্তরালে চেঁচামেচি করে "আমাদের বীর মিত্রের বিরুদ্ধে তাঁর বিপদের সময় হীন আক্রমণ" বলে সব কিছু চেপে দিয়েছিলেন।

সত্যকথাটা বলতে কি, এই সকল গলাবাজ ঐক্যের বীরেরা অথবা রাশিয়ান সংবাদ পত্র ও রেডিও প্রভৃতি কেউই মিত্র রাষ্ট্রগুলোকে—যথা বৃটেন, পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম অথবা গ্রীসকে বিপদের সময় আক্রমণ করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করেনি। উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, পারস্পরিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে রাশিয়া সম্বন্ধে সত্য গোপন করার প্রয়োজন। কিন্তু তবু রাশিয়া সত্যিসত্যিই বিপদাপন্ন ছিল এবং তিন বছর আমি ষ্ট্যালিনের সর্ব্বাত্মকবাদী রাজত্বের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কিছু বলিনি। এই বই-এর প্রকাশও ঐ তিন বছর বন্ধ রেখেছি। ধার-ইজারা দানের পক্ষে একটা বিবৃতি এবং একটা দুটো সামরিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, যে-গুলো ১৯৪১ সালে লেনিনগ্রাড ও মস্কো অভিমুখে হিটলারের অভিযানের সময় বেরিয়েছিল এবং যাতে আমি লিখেছিলাম যে হিটলার এই নগরগুলো দখল করতে পারবে না,– যা' তিনি নিজেই পরে বুঝতে পেরেছিলেন— এ সব ছাড়া আমি একেবারে চুপচাপ ছিলাম! কিন্তু আজ (১৯৪৫) যখন ষ্ট্যালিনের সাম্রাজ্য শুধু সর্ব্ব-বিপদমুক্তই নয়, পোল্যাণ্ডের ন্যায় মিত্র শক্তির টুঁটি অবর্ণনীয় অত্যাচারে চেপে ধরেছে এবং যখন গ্রীসের ঘটনাবলী ও

অন্যান্য দেশের কম্যুনিষ্ট নীতি গণতন্ত্রের বিপদ সৃষ্টি করছে তখন প্রতিটি ব্যক্তির কর্ত্তব্য হয়েছে সত্য একটুখানি জানলেও তা প্রকাশ করা।

আমি রাশিয়ার ষ্ট্যালিন-রাজত্ব প্রত্যক্ষ করেছি। এর মধ্যে আমি আমার জীবন কাটিয়েছি। আমি জানি এ হচ্ছে চরম ধ্বংসমূলক অত্যাচারী রাজত্ব। ১৯৪০ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সত্যিই বলেছিলেন "সত্যের সম্মুখীন হবার সৎসাহস আছে এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিই জানেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের একনায়কত্ব দুনিয়ার মধ্যে সব চাইতে পাকা।" পরীক্ষামূলকভাবে এক নতুন ধরণের সমাজ-জীবন স্থাপন ব্যর্থ হয়ে গেছে।

ষ্ট্যালিন-রাজত্বের দরদীরা তাঁদের বলে থাকেন, "তোমরা স্বাধীনতার জন্য এত ভালভাবে সংগ্রাম করতে পেরেছ কারণ তোমরা দাস। পুরস্কার-স্বরূপ তোমাদের দাসত্ব আমরা পবিত্র বলে গণ্য করব। আমরা একে গণতন্ত্র বলতেও আপত্তি করব না।"

যাঁরা রুশজনসাধারণের বীরোচিত বিজয়লাভকে ষ্ট্যালিনের সর্ব্বাত্মকবাদী রাজত্বের কৃতিত্ব বলে প্রচার করেন, তাঁদের অবস্থা হচ্ছে এই। তাঁরা দুনিয়ার গণতন্ত্রের বিপদ এবং তাঁরা রুশ জনসাধারণকে পেছন থেকে ছুরি মারছেন।

এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে রাশিয়া ও আমেরিকার স্বার্থের সংঘাত হতে পারে। এই দুই মহৎ-দেশবাসীদের পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে এবং তাঁদের বিচার করলে দেখা যাবে তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক শান্তি ও বন্ধুত্ব-পূর্ণ। এই বন্ধুত্বকে স্থির নিশ্চিন্ত করার প্রধান বাধা হচ্ছে রাশিয়াকে ঘিরে রাখা সর্ব্বাত্মকবাদী অত্যাচারের প্রাচীর।

আমি শুধু বলতে চাই যে, রাশিয়ানরা যদি দেশে ওই সব নীতি মেনে চলে তা'হলে দুই দেশের জনসাধারণের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে! অবশেষে প্রত্যেক চিন্তাশীল এবং সৎ ব্যক্তির এই অবমাননাকর ধারণামুক্ত হওয়া উচিত যে রাশিয়ানরা দাস জীবন বেশ উপভোগ করছে এবং তাঁদের বোঝা উচিত যে "প্রত্যেকের জন্য স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারে"র ভিত্তিতে রচিত জীবনে দুনিয়ার বুকে বসবাসকারী অন্যান্য জনসাধারণের মত তাঁদের সমান আশা আকাঙ্খা এবং অধিকার রয়েছে!

সমাপ্ত